BENGALI FAMILY LIBRARY.

গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক

জাহানিরার চরিত্র।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক

ইংরাজী ভাষা হইতে

অনুবাদিত।

CALCUTTA

BAHIR MIRZAPORE

PRINTED FOR THE VERNACULAR LITERATURE COMMITTEE AT THE VIDYARATNA PRESS,

BY GIRISHA CHANDRA SHARMA

1858.

বিজ্ঞাপন।

অনুবাদক সমাজের অনুমতি অনুসারে আমি জাহানিরার চরিত্র লিখিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। পাঠক মহাশয়েরা কেবল ভাষার বিষয় আন্দোলন পূর্ব্বক দোষ ঘোষণা না করিয়া, ইহার প্রতিপাদ্য নায়িকার গুণের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলেই আমি কৃতকৃত্য হইব, এবং সকল শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।

এই গ্রন্থ পাঠ করিলে পাঠকবর্গ জানিতে পারিবেন স্ত্রীলোক সুশিক্ষিত হইলে কীদৃশ গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন হইতে পারে। অনেক ব্যক্তি মনে করিয়া থাকেন "স্ত্রীলোক অবলা জাতি, বল ও সাহসের কর্ম্ম কিছুই করিতে সমর্থ হয় না, কোন ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হইলে অবিলম্বেই ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে। তাহাদের অন্তঃকরণ অত্যন্ত লঘু ও সাতিশয় মৃদু, যে-কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি প্রদান করাযায় তাহারা তাহাতেই সম্মত হইতে পারে, হিতাহিত ও উচিত অনুচিত বিবেচনা কিছুই করে না। তাহাদের কোন বিষয়ে দৃঢ়তা বা সম্পূর্ণ নিষ্ঠা নাই, একবার স্থিরতর প্রতিজ্ঞা করিয়া কোন সামান্য প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে অনায়াসেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া থাকে। তাহাদের ধৈর্য্য বা গাম্ভীর্য্য বিন্দুমাত্র নাই, সুখ বা দুঃখের বিষয় উপস্থিত হইলে সহসা অধীর ও কাতর হইয়া উঠে।" কিন্তু বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে

এই সকল গুণ যে স্ত্রীজাতির প্রকৃতিসিদ্ধ ইহা কোন প্রকারেই অবধারণ করিতে পারা যায় না। কারণ সাবিত্রী অহল্যা নুরজাহান জাহানিরা প্রভৃতি অনেকানেক ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের ও ইউরোপীয় অসঙ্খ্য স্ত্রীলোকের চরিত্র পাঠ করিলে ঐ সকল সিদ্ধান্ত একবারেই অপসিদ্ধান্ত হইয়া উঠে। বড় বড় বীর ধীর ও বুদ্ধিমান পুরুষেরা যে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন না, ইহাঁরা সে সমুদায় কর্ম্ম অনায়াসেই সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ, স্ত্রীজাতির কোমল আকৃতি ও সরল প্রকৃতি ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু সুশিক্ষা পাইলে, পুরুষ জাতির মত, কি রাজ্যরক্ষা, কি যুদ্ধ বিগ্রহ, কি প্রতিজ্ঞা পালন, সকল কার্য্যই সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিতে পারে সন্দেহ নাই।

১২৬৫ সাল।
২৫ আষাঢ়। } শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়।

জাহানিরার চরিত্র।

প্রথম অধ্যায়।

খন্দেশাধীশ লোদি খাঁ ভূপতির রাজভবন বর্ণন, তৎ কর্ত্তৃক সাজেহানের অপমান, জাহানিরার সঙ্কট এবং যুবরাজ মুরাদ কর্ত্তৃক উদ্ধার, সাজেহানের দিল্লী নগরে প্রত্যাগমন।

ভারতবর্ষের নৈঋত কোণে খন্দেশ * নামে এক প্রসিদ্ধ রাজ্য আছে। তাহার রাজধানীর নাম বুরহেমপুর। পূর্ব্বকালে ঐ মহানগরে প্রবল পরাক্রান্ত লোদি খাঁ নামে এক ভূপতি ছিলেন।

* খন্দেশ রাজ্য দাক্ষিণাত্যের মধ্যবর্ত্তী। ইহার দীর্ঘতা ২০০ ক্রোশ, ও প্রস্থ ৯০ ক্রোশ। ইহার উত্তরদিকে মালব দেশ, দক্ষিণদিকে আওরঙ্গাবাদ ও বেরার, পূর্ব্বদিকে বেরার দেশ, এবং পশ্চিমে গুজরাট দেশ আছে। খন্দেশ রাজ্যের ভূমি উর্ব্বরা, স্থানে২ উত্তমরূপ কৃষিকর্ম্ম হইয়া থাকে। তথায় নর্ম্মদা ও তাপ্তি এই দুই নদী আছে, তাহাতে জলকষ্ট নাই। কিন্তু রাজকর্ম্মের রীতির সুশৃঙ্খলা না থাকাতে তথাকার বসতি ছিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়াছে। সে দেশে যত লোকের বাস আছে তন্মধ্যে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ জাতি। আকবর সাহ যখন নর্ম্মদার দক্ষিণদিক জয় করেন, তৎকালে খন্দেশ অতি সামান্য গ্রাম ছিল। ইং ১৫০০, বং ৯০৭ অব্দে উহা আসীর রাজ্যের ওমর কুলোদ্ভব কোন স্বাধীন বাদসাহের অধিকার হয়, ও সেই সাল গত হইলে পুনর্ব্বার তাহা মোগলরাজ্যাধীন হয়। ইদানীং খন্দেশ সিন্ধিয়ার হোলকরের অধিকার হইয়াছে।

জাহানিরার চরিত্র।

একদা ঐ লোদি খাঁ রাজবাটীর বারাণ্ডায় মনোহর আসনে অধ্যাসীন হইয়া আলবলা সংযোগে পরম সুখে তাম্রকূটের ধূম পান করিতে ছিলেন। তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে এক দীর্ঘকায় ভৃত্য হরিত বর্ণের বিচিত্র পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। ঐ ভৃত্যের কটিদেশ একটি লোহিত বর্ণের পটুকা দ্বারা আবদ্ধ, তাহার মস্তকেও একটি পীতবর্ণ উষ্ণীষ ছিল। পাছে দুরন্ত মশকগণ কর্কশ শব্দ করিয়া প্রভুর কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইয়া বিরক্তি বিধান করে, এজন্য ঐ দীর্ঘাকার ভৃত্য পরম সুন্দর একটী চামর হস্তে লইয়া ঐ ক্লেশদায়ক মশক মক্ষিকাদি নিবারণ করিতে ছিল। হৃদয়-মধ্য-স্থিত রক্তাশয় হইতে রক্ত নির্গত হইয়া নানাবিধ শিরারূপ প্রণালীদ্বারা সর্ব্বাঙ্গে পরিচালিত হয়। পরপীড়ক মশকেরা ঐ রক্তস্রোতের উপরি-স্থিত লোমকূপ পথে আপনাদিগের অতি সূক্ষ্ম হুল প্রবেশ করাইয়া, মনুষ্যদিগকে জ্বালাতন করে। পাছে ভূপাল অসহ্য মশকদংশনে পীড়িত হন, এজন্য ঐ রাজভৃত্য সবিশেষ যত্নে চামর সঞ্চালন করিতে ক্ষণ-মাত্র আলস্য করে নাই।

দারুণ গ্রীষ্মের প্রভাবে প্রখর খরতর রবিকির-ণোত্তাপে লোদি খাঁর গাত্র হইতে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম নির্গত হইতে ছিল, এই হেতুক আর এক জন রাজ-পরিচারক পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া পাখা ব্যজন দ্বারা স্থির বায়ু সঞ্চালন পূর্ব্বক রাজঅঙ্গ শীতল করিতে ছিল। চামরধারী ব্যক্তির গাত্রে বিচিত্র হরিত বর্ণের যেরূপ বস্ত্র আচ্ছাদন

ছিল, এ ব্যক্তির সেরূপ ছিল না, কিন্তু পরিচ্ছদের একই ভাব।

পারস্যদেশীয় তন্তুবায়েরা যে অত্যুৎকৃষ্ট গালিচা প্রস্তুত করে, মহারাজ লোদি খাঁ সেই গালিচার উপরে উপবেশন করিয়া ছিলেন। তাঁহার বাম পার্শ্বে শিরাজদেশজাত এক পাত্র অত্যুত্তম মদিরিকা এবং দক্ষিণ পার্শ্বে সোণার পাত লাগান একটি বন্দুক স্থাপিত ছিল। ঐ বারাণ্ডার উপরিস্থিত ছাদের অধোদেশে যে একটি সুমনোহর রেশমি চন্দ্রাতপ ছিল, তাহার শোভার কথা কি কহিব। সুবিখ্যাত ইস্পাহান নগরের আপণে যে যে অমূল্য ধাতু পাওয়া যায়, তাহার জরিতে ঐ চন্দ্রাতপের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত, ভুমণ্ডলের পূর্ব্বভাগে এতদ্রূপ সুদৃশ্য বস্তু কেহ কখন দেখেন নাই। প্রাতঃকালে অরুণরাজের সুশোভন রক্তিম আভা দিঙ্মণ্ডলে প্রকাশিত হইলে, অথবা দিবাবসান সময়ে পীতবর্ণ কিরণবিশিষ্ট হইয়া দিবানাথ অস্তাচলনিবাসী হইলে, রাজদাসেরা ঐ চন্দ্রাতপ নিম্ন করিয়া দিত।

রাজবাটীর চতুষ্পার্শ্বেই এইরূপ অপরূপ বারাণ্ডা ছিল। তৎপার্শ্বস্থ ভিত্তি সকল অতি পরিষ্কার ইস্পাত দ্বারা মণ্ডিত থাকাতে সন্নিহিত তাবৎ বস্তুর প্রতিবিম্ব তদুপরি পতিত হইত। ভূপতি মহাশয় ঐ বারাণ্ডায় বসিয়া, রাজবাটীর কোথায় কি আছে, এবং নগরের কোন্ স্থানে কি হইতেছে, তাহা উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেন। বহিঃস্থিত কোন বস্তুই তাঁহার নেত্রপথাতীত হইত না।

ঐ রাজভবনের প্রাচীরের শোভার কথা কি কহিব, তাহার স্থানেং ক্ষুদ্রং চতুষ্কোণাকৃতি স্তম্ভ গাঁথা ছিল। তাহার নিম্নভাগে এক একটী ঢাল এবং এক এক খানি তরবারি লম্বমান থাকিত। এতদ্ব্যতীত কোন স্থানে পুঞ্জ পুঞ্জ গোলা এবং কামান স্থাপিত ছিল, এবং কোন স্থানে অসঙ্খ্য বর্শা এবং শেল শূল প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র সকল যথাক্রমে বিন্যস্ত ছিল। ঐ সকল অস্ত্র যে কত তীক্ষ্ণ তাহা বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। প্রহরীগণ যত্নপূর্ব্বক তাহা রক্ষা করিত। হঠাৎ কোন ব্যক্তি তথায় গমন করিলে একেবারে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া উঠিত। তাহাতে স্পষ্ট অনুভব হয়, ঐ স্থানের অধীশ্বর মহাশয় অবশ্যই রণপণ্ডিত হইবেন, নতুবা পৃথিবীর কুশলবিনাশক যুদ্ধাস্ত্রের প্রতি তাঁহার এত শ্রদ্ধা হইত না।

পণ্ডিতেরা কহেন "যুদ্ধ এক প্রকার অক্ষক্রীড়াস্বরূপ, যে ভূপতি তদুৎপন্ন ফলের আস্বাদ উত্তমরূপে অবগত আছেন, তিনি প্রাণান্তেও ঐ ভয়ঙ্কর ক্রীড়ায় আসক্ত হইতে চাহেন না"। লোদী খাঁ নৃপতি মহাশয়ের রাজঅট্টালিকার সকল স্থানেই রণসজ্জার নানা চিহ্ন দেখিয়া কোন্ ব্যক্তির না বোধ হইবে, যে, মহারাজ অত্যন্ত সংগ্রামপ্রিয় এবং ভয়ঙ্কর দ্যূতক্রীড়ারূপ যুদ্ধে তিনি প্রবৃত্ত হইতে পারিলে আর কোন প্রকার সুখ সম্ভোগ করিতে চাহেন না। ফলতঃ তৎকালে তাঁহার ন্যায় প্রবল বিক্রমশালী যোদ্ধা এই ভারতবর্ষে কোন ব্যক্তিই ছিল না। লোদি নামা বিখ্যাত রাজবংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, এজন্য ঐ পদমর্য্যাদা

রক্ষার্থ যত্নবান্ হইয়া তিনি যুদ্ধকে অতি গৌরবান্বিত কর্ম্ম বোধ করিতেন। কিন্তু যে স্থানে অপযশ অথবা অমর্য্যাদা আছে, এমত বিষয়ে প্রাণান্তেও তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন না। লোদি খাঁ ভূপতি মহাশয় কার্য্যদ্বারা আপনাকে বিক্রমলোভী নৃপতি, বদান্যতাশীল, যোদ্ধা এবং ধার্ম্মিক মনুষ্য বলিয়া লোকসমাজে সুবিখ্যাত করাইয়াছিলেন।

ভূপতি মহাশয় পরম সুখে স্বর্ণময় নল মুখে দিয়া তামাকু খাইতেছেন, এমত সময়ে এক অজ্ঞাত অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া দ্বারীকে কহিল, আমি লোদি খাঁ ভূপাল মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি, বার্ত্তাবাহক দ্বারা তুমি তন্নিকটে সংবাদ প্রেরণ কর। বার্ত্তাবহ এই কথা রাজসমীপে প্রসঙ্গ করিলে, অধিরাজ আজ্ঞা করিলেন তুমি সত্বর হইয়া অবিলম্বে ঐ বিদেশীকে সম্মানপূর্ব্বক আমার সম্মুখে আনয়ন কর। রাজ আজ্ঞায় বার্ত্তাবাহক যথাবিহিত সম্বর্দ্ধনা পূর্ব্বক অপরিচিত ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া ক্ষণকালের মধ্যে পুনর্ব্বার রাজসন্নিধানে উপনীত হইল।

লোদি খাঁ ঐ বিদেশীর অপরূপ রূপ অবলোকন করিয়া বিবেচনা করিলেন, ইনি অবশ্যই এক জন প্রধান কুলোদ্ভব ভদ্রসন্তান হইবেন, আকার প্রকারে সকলই ইঁহার ভদ্র চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি, প্রতাপান্বিত সাহসি মনুষ্যের ন্যায় এই যুবকের আচরণ অনুভব হইতেছে। আমীর-নন্দনদিগকে যে সকল গুণে গুণান্বিত হইতে হয়, ইহাঁর প্রশস্ত ললাটপট্টে যেন সেই সকল গুণ উত্তম অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

ইঁহার বদনমণ্ডলের কি আশ্চর্য্য শোভা! দৃষ্টি করিলে নেত্রের পাপ দূরীভূত হয়। ভূপতিমহাশয়ের মনে এই সকল ভাব উদয় হওয়াতে, তিনি কিয়ৎকাল এক-দৃষ্টে নবযুবকের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ পুলকিত হওয়াতে অবিরত অশ্রু-বারি নিপতিত হইতে লাগিল। ধনাঢ্য আমীর-সন্তানেরা যে প্রকারে ভূপতিদিগকে নমস্কার করিয়া থাকে, ঐ বিদেশী যুবক সেই রীত্যনুসারে লোদি খাঁকে নমস্কার করিলেন। রাজা মহাশয়ও নিজ শিষ্টাচার প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন।

অনন্তর ঐ যুবাপুরুষ বিহিত বিধানে লোদি খাঁকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমি সাজেহান নৃপনন্দনের দূত। যে কারণে আপনার নিকটে আগমন করিয়াছি, তাহা নিবেদন করি শ্রুতিপাত করুন। আপনি জ্ঞাত আছেন, জাহাঙ্গীর বাদসাহ পরলোক প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে স্বর্গধামে অবস্থিতি করিতেছেন। রাজমহিষীর সাহায্যে অন্যা-য়তঃ এক ব্যক্তি রাজ্যশাসনভার অপহরণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন। সম্রাট-সুত সাজেহান যথার্থ মোগলরাজ্যের অধীশ্বর। তিনি নিজ অধিকার প্রাপ্ত না হওয়াতে ক্রোধপরবশ হইয়া, রাজ্যভার ও রাজদণ্ড গ্রহণার্থ রাজধানী দিল্লী নগরে গমন করিবেন। কিন্তু আপনকার রাজ্য দিয়া তাঁহার যাইবার পথ। অতএব অনুমতি হয় তো অধিরাজ খন্দেশ রাজ্যের মধ্য হইয়া নিরাপদে গমন করত আপন মনোভীষ্ট সিদ্ধ করেন। মহারাজ

আপনকার কি আজ্ঞা হয়, আমি নৃপনন্দনের সমীপে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কি উত্তর দিব ?।

এই কথা শ্রবণমাত্র খন্দেশরাজ্যেশ্বর কিয়ৎকাল অধোবদন থাকিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, "যে রাজসুতেরা পরের প্রতি করুণা প্রকাশ করেন নাই, তাঁহারা কি রূপে অন্যের প্রসাদ লাভ করিতে বাসনা করেন, আমার বিবেচনায় নৃপনন্দনদিগের কর্ত্তব্য এই, পরোপকার প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ অন্যের প্রতি নিজ সাধ্যমত উপকার প্রদর্শন করিতে শিক্ষা করেন"।

বিদেশী যুবক কহিলেন, মহারাজ! আমি রাজপুত্র সাজেহানের নিকটে প্রতিগমন করিয়া আপনকার এই প্রতিবচন কি কহিব ?

লোদি।—না এক্ষণে প্রত্যুত্তরের কথাতে আবশ্যক নাই, যদি ভাগ্যবশতঃ আপনি আমার গৃহাগত হইয়াছেন, তবে স্নান আহ্নিক ভোজনাদি করিয়া প্রথমতঃ শ্রান্তি দূর করুন, পরে আমি যথাবিহিত উত্তর প্রদান করিব।

যুবক।—মহারাজ! আমার ভোজনান্তে আপনি যে উত্তর দিতে চাহিলেন, তাহা মম প্রভু সাজেহানের ইষ্ট সাধন বিষয়ে উপযোগী বা প্রতিযোগী হইবে প্রথমতঃ তাহা আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলুন।

লোদি।—সম্প্রতি তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই, প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হইলেই, উহা রাজসুতের অনুকূল বা প্রতিকূল তাহা তুমি অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবে।

যুবক।—খন্দেশাধীশ! সত্য কথা অগ্রে কহিতে বাধা কি, আপনি শত্রুভাব প্রকাশ করিলে আমি কখনই আপনকার আতিথ্য গ্রহণ করিব না, যে বিষয়ের প্রার্থনায় আমি মহাশয়ের নিকট আগমন করিয়াছি, আপনি যদি তৎপ্রদানে অসম্মত হন, তবে এখনই আমি নির্ভয়ে দর্প প্রকাশ করিয়া রাজসদন পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিব। আর অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া যদি মহাশয় আমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ করেন, তবে মহানন্দে আতিথ্য স্বীকার পূর্ব্বক অদ্য আপনকার নিকেতনে আমি স্নান ভোজন করিব, তাহাহইলে এই মহানুগ্রহ প্রকাশজনিত পুণ্য হেতু ভবিষ্যদ্বক্তা মহম্মদের আশীর্ব্বাদ আপনকার উপরে বর্ত্তিবে।

লোদি।—অহে অবোধ যুবক! তোমার আশীর্ব্বাদ বা আস্পর্দ্ধাতে আমার কি হইতে পারে, তাহাতে আমার কিছু মাত্র লাভ বা ক্ষতি বোধ হয়না। রাজভবনে অধিষ্ঠান করিয়া তুমি ভোজন পানাদি কর সম্প্রতি আমার এমন বাসনা নাই, কেবল একবার বলিতে হয় তাই বলিলাম। অতএব তুমি এস্থান হইতে সত্বর প্রতিগমন করিয়া নিজ প্রভুর নিকটে আমার এই সকল কথা কহিও। রাজদ্রোহী নৃপনন্দনদের সহিত সদ্ব্যবহার করণে আমি কোন প্রকারে সম্মত নহি। এই ধরণীমণ্ডলে পিতা সর্ব্বাপেক্ষা মান্য, এমন জনকের বিরুদ্ধে রাজসুত সাজেহান বিদ্রোহাচার করিয়াছেন। অতএব যথার্থতঃ তিনি জাহাঙ্গীর বাদসাহের উত্তরাধিকারী নহেন। শাস্ত্রমতে পিতার

বিরুদ্ধাচারী নৃপনন্দন কখন রাজ্যপ্রাপ্ত হঁয়েন না। অতএব, খন্দেশ রাজ্যের তাবৎ দ্বার যদি শত্রু দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, তাহাও এক দিন সহ্য করিতে পারি, তথাপি রাজবিদ্রোহী সাজেহান যে মোগলরাজ্যে সর্ব্বাধিপতি হইবেন, তাহা আমি প্রাণান্তেও সহ্য করিতে পারিব না।

যুবক।— মহারাজ! আমি এক্ষণে আপনকার সহিত কি বাদানুবাদ করিব, বিধাতা বিড়ম্বনা না করুন, কিন্তু বোধ হয় এক দিন এমন সময় হইলেও হইতে পারিবে, যৎকালে আপনি সাহসপূর্ব্বক সাজেহান বাদসাহের অবমানন করিয়াছি বলিয়া কত অনুতাপ করিতে থাকিবেন, এবং মনস্তাপে কাতর হইয়া আপনি এমন কথা বলিলেও বলিতে পারেন, যে, কিরূপে আমার পূর্ব্বকথিত ঐ সকল কুকর্ম্মের কথা দূরীভূত ও বিলুপ্ত হইবেক।

এই কথা বলিয়া দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত ঐ যুবাপুরুষ পশ্চাদ্দিকে অভিমুখ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থানোদ্যত হইলেন, এমত সময়ে লোদি খাঁ মহারাজ নিজ দৌবারিককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সাজেহানের দূতকে তুমি যাইতে দিও না, ও নির্ব্বোধ আমার সমক্ষে অতিশয় আস্পর্দ্ধার কথা কহিয়াছে। অতএব তুচ্ছ তাচ্ছল্য প্রকাশ দ্বারা আমি সাজেহানের প্রার্থনা বিষয়ে স্পষ্টরূপে নিজ অস্বীকার সপ্রমাণ করিতে চাহি। এই কথা বলিয়া ভূপতি মহাশয় ক্রোধভরে এক জন প্রতিহারীকে আজ্ঞা করিলেন, সামান্য এক ভৃত্যের পরিচ্ছদ, অতি ক্ষুদ্র এক থলিয়া রৌপ্য মুদ্রা, এবং অশ্বশালার

মধ্যে আমার যে ঘোটকটী জরাপ্রযুক্ত জীর্ণ ও ক্ষীণ হইয়াছে, শীঘ্র২ এই তিন বস্তু আমার সম্মুখে আনয়ন কর। রাজআজ্ঞায় প্রতিহারী এই সকল দ্রব্য আনিয়া প্রস্তুত করিলে পর, তিনি দৌত্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত ঐ যুবাপুরুষকে কহিয়া দিলেন, "উপঢৌকন রূপে আমার এই সকল সামগ্রী তোমার প্রভু সাজেহানকে দিও"।

এইরূপে অপমানিত হইয়া নবীন যুবক রাজধানী বুরহেমপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দূর যাইতে যাইতে পথিমধ্যে এক মেষপালকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে, তিনি তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বাপু! আমি তোমার হস্তে এই বস্ত্র, ঘোটক এবং টাকা গুলিন সমর্পণ করিতেছি, তুমি ইহা লইয়া বুরহেমপুরের অধীশ্বর লোদি খাঁকে প্রদান করিয়া কহিও, সাজেহানের বার্ত্তাবহরূপে যে দূত আপনকার নিকটে আসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার পুত্র, তাঁহার নাম মুরাদ। ঐ রাজপুত্র মুরাদ আপনাকে এই সকল বস্তু প্রত্যর্পণ করিয়া আমাকে এই কথা বলিতে অনুরোধ করিয়াছেন যে, অধিরাজ সাজেহান মহাশয়ের এই সকল উপঢৌকনে প্রয়োজন নাই, নিজদত্ত দ্রব্য সকল আপনি আপনার নিকটেই রাখুন, কি জানি ভবিষ্যতে আপনকার এমন সময় উপস্থিত হইলেও হইতে পারে, যে, ভিক্ষুকের দান স্বরূপ এই অতি সামান্য সামগ্রীও আপনকার বড় উপকারে আসিবে। যেহেতু দুর্বৃত্ত অহঙ্কারী আমীরগণ আপন দোষে প্রায় সর্ব্বদাই নিধনপ্রাপ্ত হয়, "রাজদ্রোহী

প্রজাদিগের অদৃষ্টে দুরবস্থা ব্যতীত আর কোন ভাল ফল ফলে না, কালে তাহাদিগের দুঃখ জন্য শৃগাল কুক্কুর প্রভৃতি পশু সকলও ক্রন্দন করিতে থাকে।

মেষপালক দীন হীন ইতর জাতি, মানাপমানের কথায় তাহার বড়একটা বিশেষ বোধাবোধ নাই। কি অভিপ্রায়ে রাজদূত তাহাকে এই সকল কথা কহিলেন, এবং ঐ সকল দ্রব্য সমর্পণ করিলেন, সে তাহা বড় একটা বুঝিতে পারিল না। অতএব মনে কিছু সন্দেহ না করিয়া নিজ ইষ্ট সাধন জন্য ঘোটক, মুদ্রা এবং বস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক অতিশয় আহ্লাদিত হইল। কি আশ্চর্য্য! জগতের কেমন বিচিত্র ভাব! এক জনের অপমানসূচক উপঢৌকন আর এক জনের পক্ষে মঙ্গলকর আশীর্ব্বাদ স্বরূপ হইল।

অনন্তর মুরাদ খন্দেশদেশাধিপতির এইরূপ অবিহিত অপমান দ্বারা অতিশয় দুঃখিত হইয়া পিতৃশিবিরের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে দেখিলেন একটা সুবিস্তীর্ণ প্রকাণ্ড অরণ্য রহিয়াছে। তিনি তথায় উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন, কিয়দ্দূরে এক দল মনুষ্য বনের দিকে গমন করিতেছে। প্রথমে তাহারা দূরবর্ত্তী ছিল, এজন্য তাহাদের সঙ্গে কি কি আছে তাহা স্পষ্টরূপ তাঁহার দৃষ্টিপথে আইসে নাই। পরে সন্নিহিত হওয়াতে তিনি দেখিলেন, বাহকগণ একখান শিবিকা স্কন্ধে লইয়া বহুসঙ্খ্যক রক্ষক এবং কতকগুলি পরিচারক সমভিব্যাহারে অরণ্যের নিকটবর্ত্তী হইল। তাহারা নিবিড় গহনের মধ্যস্থিত পথে না আসিতে আসিতে,

একটা ভয়ঙ্কর বন্য হস্তী বন হইতে বহির্গত হইয়া চীৎকার শব্দ পূর্ব্বক ঐ জনসমূহের সম্মুখে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে শিবিকার সহবর্ত্তী পরিচারক এবং প্রহরীগণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়া প্রাণভয়ে শ্রেণীভঙ্গ-পূর্ব্বক কে কোথায় পলায়ন করিল তাহার নিরূপণ করা দুষ্কর। নীচ জাতি শিবিকাবাহকেরাও পালকী-খান পথের মধ্যে ফেলিয়া স্ব স্ব জীবনরক্ষার জন্য চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

যুবরাজ মুরাদ এই রূপে ঐ সকল লোককে পলা-ইতে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, দুরন্ত বন্য মাতঙ্গটা যেরূপ বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া শিবিকার প্রতি ধাবমান হইতেছে, বোধ হয় এখনই তাহা চূর্ণ করিয়া তন্মধ্যস্থ মানুষেরও প্রাণ সংহার করিবে। পাল্কীখানি সুরম্য বস্ত্রে আচ্ছাদিত দেখি-তেছি, সঙ্গেতেও বহু ভৃত্য এবং প্রহরী রহিয়াছে, অতএব ইহার মধ্যে যে পুরুষ আছে কোন মতেই আমার এমন বিবেচনা হয় না; বাহ্য দর্শন দ্বারা অনু-ভব হয় কোন কুলকামিনী ধনাঢ্য লোকের কন্যা পতি বা পিতৃ ভবনে গমন করিতেছেন। অতএব আমার সাক্ষাতে যে স্ত্রীহত্যা হইবে, শরীর ধারণ করিয়া আমি কোন মতেই তাহা দর্শন করিতে পারিব না।

সাহসিক যুবরাজ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করণানন্তর ঐ আগন্তুক বিপদকে বিপদ জ্ঞান না করিয়া দ্রুততর বেগে শিবিকার সম্মুখাগত হইলেন। হস্তীটা শিবি-কার দূরবর্ত্তী ছিল, এজন্য তাঁহার পহুঁছিবার পূর্ব্বে

ঐ প্রকাণ্ড পশু নিজ অভিলষিত নাশ্য বস্তুর সম্মুখে আসিতে পারিল না। মুরাদ পাল্কীর পার্শ্বদেশে গোপন ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া কোষ হইতে তীক্ষ্ণ খড়্গ বহিষ্কৃত পূর্ব্বক এক দৃষ্টে মত্তমাতঙ্গের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অবিলম্বেই ঐ দুরন্ত জন্তু বিনাশোদ্যত হইয়া ঘোরতর শব্দে তথায় উপনীত হইল। শিবিকাখান রক্তবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত ছিল, তাহা দেখিয়া ঐ বন্য হস্তী সাতিশয় ক্রোধে তাহা আক্রমণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া ফেলে, এমত সময় নৃপতনয় হঠাৎ তাহার পশ্চাদ্দিকে যাইয়া সম্পূর্ণশক্তিসহকারে একেবারে তাহার দক্ষিণ পদে সাংঘাতিক আঘাত করিলেন। ঐ প্রকাণ্ড জন্তু খড়্গপ্রহারে আহত হইয়া বেদনাতে বড়ই কাতর হইল, অতএব পূর্ব্বলক্ষ্য পাল্কীখান আর আক্রমণ না করিয়া, ক্রোধে ঘোরতর চীৎকার শব্দ পূর্ব্বক রাজনন্দন মুরাদের দিকেই ফিরিল, কিন্তু তাহার একটী পদ সম্পূর্ণরূপে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং চলত্ শক্তির ব্যাঘাত হেতু সে ধীরে২ যাইতে লাগিল। রাজকুমার এই সুযোগে সুযোগ পাইয়া দ্রুততর বেগে পুনর্ব্বার তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া আর একটা পদে খড়্গ প্রহার করিলেন। ইহাতে বৃহদাকার বন্য বারণটা আর কিছুমাত্র অনিষ্ট করিতে পারিল না, বিষম বিপদে পতিত হইয়া ঘোরতর আর্ত্তনাদ করিতে২ একেবারে ভূমিতলশায়ী হইল। ঐ বলবান্ জন্তু যাতনাতে দুর্ব্বল হইয়া শুণ্ডাস্ফালন পূর্ব্বক চট্ ফট্ করিতেছে, এমত সময়ে রাজনন্দন মুরাদ যাননাহক এবং অনুচর ও প্রহরীদিগকে

চীৎকার করিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। তাহারা নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি তাহাদিগের এক জনের নিকট হইতে একটী বন্দুক গ্রহণ করিয়া বন্য হস্তীর কর্ণকুহরে একটা গুলি সঞ্চালন করিলেন। ঐ গুলিটা হস্তীর মস্তকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া একেবারে মস্তিষ্কে গিয়া লাগিল। সাঙ্ঘাতিক মর্ম্মবেদনা হেতু হতভাগ্য পশুটা আর ক্ষণমাত্র জীবিত থাকিতে পারিল না, ঘোরতর আর্ত্তনাদ ও কর্কশ ধ্বনি করিয়া একেবারে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

শিবিকার মধ্যস্থিতা ধনাঢ্য লোকের দুহিতা তখন আপনাকে নিরাপদ জানিয়া নির্ভয়ে তাহার ভিতর হইতে বহির্গতা হইলেন। তিনি নিজ রক্ষাকর্ত্তার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইয়া, কি করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন ইহা ভাবিতে২ চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিতে লাগিলেন, স্থির সৌদামিনীর ন্যায় তাঁহার রূপে সমুদয় বনটা যেন একেবারে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে নবীনবয়স্ক যুবরাজ একেবারে বিমোহিত হইলেন, কিয়ৎকাল তাঁহার বদনমণ্ডল হইতে কিছুমাত্র বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। পরে স্বাভাবিক জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া কামিনীর চন্দ্রাননের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া দেখেন, শত্রুভয়ে আমীরতনয়ার বিধু-বদন মলিন হয় নাই, নিরুদ্বিগ্ন চিত্ত প্রযুক্ত তাহা স্থিরভাবে প্রফুল্ল রহিয়াছে। বিদ্যুদ্বরণী কৃষ্টবর্ণ লোচন নিক্ষেপ পূর্ব্বক একদৃষ্টে ঐ নিপতিত হস্তীর প্রতি দৃষ্টি করিতেছিলেন। তাঁহার হাব ভাব লাবণ্য ও মুখশোভা দেখিয়া নৃপনন্দনের এমনি উপলব্ধি হইল, শত্রু-

নিপাতন দ্বারা তিনি যেন অত্যন্ত সন্তুষ্টা হইয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে ঘোর সঙ্কটে পড়িয়া তিনি যে ব্যাকুলা হইয়াছিলেন তাঁহার বাহিক আকার দৃষ্টে রাজকুমার এমন অনুভব করিতে পারিলেন না।

অনন্তর কুলবালা যুবরাজকে নমস্কার করিয়া বিনীত ভাবে কহিতে লাগিলেন, মহানুভব মহাশয়! আপনার চরণপ্রসাদে এযাত্রা আমি কৃতান্তের করাল কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছি, করুণা প্রকাশ করিয়া আপনি প্রাণপণ পূর্ব্বক আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার না করিলে এতক্ষণে লোকযাত্রা সম্বরণ করিয়া আমি শমনসদনে গমন করিতাম। পরে ভৃত্যদিগকে সম্বোধন করিয়া সুন্দরী ক্রোধ ভাবে কহিতে লাগিলেন, রে কৃতঘ্ন পাপাত্মারা! আপনাদিগের প্রাণ রক্ষাজন্য সচেষ্টিত হইয়া তোরা কিরূপে আমাকে একাকিনী এই নিবিড়ারণ্যে পরিত্যাগ করিয়া পলাইলি, স্ত্রীহত্যার ভয় কি তোদের মনে একবার হইল না, অরে পাষণ্ডগণ! থাক্২ পিতাকে কহিয়া ইহার সমুচিত দণ্ড দিব। এই মহোদয় যুবাপুরুষ সাতিশয় ব্যগ্রতাপূর্ব্বক আমার জীবন রক্ষা না করিলে, বন্য হস্তী শিবিকা শুদ্ধ আমাকে এতক্ষণে চূর্ণ করিয়া ফেলিত। ধিক্‌রে অকৃতজ্ঞ কাপুরুষগণ তোদের বলবীর্য্য সকলই মিথ্যা। পিতা মহাশয় তোদের প্রতি নির্ভর করিয়া আমাকে এই দুর্গম পথে প্রেরণ করিয়াছেন, এরূপ বিশ্বাসঘাতক ও কৃতঘ্নের কর্ম্ম করিয়া তোরা কি তাহার উপযুক্ত আচরণ করিলি। যাহাহউক এক্ষণে আমি বুঝিতে পারিলাম নির্ব্বীর্য্য নীচ

লোকের প্রতি কোন বিষয়েই বিশ্বাস করা উচিত নয়।

এই রূপে আমীরতনয়া যুবরাজকে যথোচিত প্রশংসা আর নিজ অনুচর সঙ্গীলোক সকলকে তিরস্কার করিয়া পুনর্ব্বার শিবিকারূঢ়া হইলেন। প্রস্থানকালে সসম্ভ্রমে তিনি নিজ রক্ষাকর্ত্তার প্রতি অভিমুখ করিয়া নিবেদন করিলেন, মহাত্মন্! আমি যাবজ্জীবন আপনকার নিকট ঋণী হইয়া থাকিলাম, কৃপা বিতরণ পূর্ব্বক যদি কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমার সঙ্গে মম পিতার ভবন পর্য্যন্ত গমন করেন তবে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হই। রাজকুমার স্বর্গবিদ্যাধরীর ন্যায় তাঁহার অলৌকিক রূপে একেবারে বিমুগ্ধ ও বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন, একারণ ঐ আমীরতনয়ার স্নেহপ্রকাশক নিমন্ত্রণে তিনি অতিশয় প্রফুল্ল হইয়া সঙ্গি ভৃত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কামিনী কে? কোথায় ইহাঁর নিবাস, এবং ইহাঁর পিতার নামই বা কি? ইহাঁর বিবাহ হইয়াছে কি না? ভৃত্যগণ বিনীত ভাবে উত্তর করিল, মহাশয়! খন্দেশ রাজ্যে প্রবল পরাক্রান্ত লোদি খাঁ নামে যে অধীশ্বর আছেন, এই কন্যা তাঁহারই তনয়া, ইহাঁর নাম জাহানিরা। সুযোগ্য মনোনীত বরপাত্রের অভাবে ভূপাল এখন পর্য্যন্ত ইহাঁর বিবাহ দিতে পারেন নাই।

যুবরাজ মুরাদ্ খন্দেশাধীশের নাম শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইতিপূর্ব্বে লোদি খাঁ ভূপতির সহিত আমার অতিশয় অপ্রণয় হইয়াছে, অনৈসর্গিক অযুক্ত ব্যবহার দ্বারা তিনি আমার পিতা

মহাশয়ের অবমাননে কিছুমাত্র ক্রটী করেন নাই, অতএব ভুবনমোহিনী জাহানিরার সঙ্গে তৎপিতৃভবন পর্য্যন্ত যাওয়া কোন মতেই উচিত বোধ হয় না। রাজকুমার এই রূপ চিন্তা করিলেন, কিন্তু ইন্দুবদনার অমৃত বাক্যে তাঁহার চিত্ত অতিশয় আকৃষ্ট হইল। অতএব কোন প্রকারেই না যাওয়ার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে পারিলেন না, বিবেচনা করিলেন, জাহানিরার অনুবর্ত্তী হইয়া লোদি খাঁ ভূপতির অট্টালিকা পর্য্যন্ত গমনে বাধা কি? আমি তাঁহার রাজভবনে প্রবেশ করিব না, সাবধানে সুন্দরীকে রাজবাটী পর্য্যন্ত পহুছাইয়া প্রত্যাগমন করিব। আর ভয়ানক সঙ্কট হইতে আমি রাজনন্দিনীর প্রাণ রক্ষা করিয়াছি, বোধ-হয় লোদি খাঁ এই উপকার স্মরণ করিয়া আমার জনকের সহিত সখ্যাচরণ করিলেও করিতে পারেন। এই স্থির করিয়া যুবরাজ পুনর্ব্বার রাজধানী বুরহেমপুরে প্রতিগমন করিলেন।

রাজতনয়া পিতৃভবনে উপনীত হইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা হও ত রক্ষাকর্ত্তা যুবরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি রাজবাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন। বিষম বিপদ হইতে আপনি আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন, এ কথা পিতামহাশয়ের কর্ণগোচর হইলে তিনি যথাবিধানে আপনকার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া যথেষ্ট আপ্যায়িত হইবেন। এই মহোপকার হেতু পিতা যাবজ্জীবন মহাশয়ের নিকট বাধিত হইয়া থাকিবেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

কামিনীর এই সুধাময় বাক্য শ্রবণ করিয়া যুবা পুরুষ কহিলেন, রাজনন্দিনি! যে কারণে রাজবাটীর ভিতরে প্রবেশ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না তাহা শ্রবণ কর। আমি ভারতবর্ষের অধীশ্বর সাজেহান বাদসাহের পুত্র, আমার নাম মুরাদ। ইতিপূর্ব্বে পিতা খন্দেশরাজ্যের মধ্য দিয়া দিল্লী নগরে গমন করিবার কারণ অনুমতি পাইবার প্রার্থনায়, আমাকে দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া লোদিখাঁ মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু খন্দেশাধিপ নির্দয়তা প্রকাশ করিয়া এতদ্রূপ সামান্য ভিক্ষাও প্রদান করেন নাই, বরং গর্হিত ব্যবহার এবং কটূক্তি দ্বারা পিতা মহাশয়ের অত্যন্ত অপমান করিয়াছেন। যে ব্যক্তি অধীন হইয়া নিজ প্রভুর প্রতি যথেচ্ছাচার অসম্ভ্রম ও অনাদর প্রকাশ করিয়াছেন, আমি সেই প্রভুর পুত্র হইয়া কিরূপে তাঁহার সমক্ষে যাইতে পারি।

জাহানিরা বিনয়বচনে রাজতনয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন যুবরাজ! কি বলিলে! তুমি কি আমার পিতৃশত্রুর পুত্র? জীবন ধারণ করিয়া যদি জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য উত্তম রূপে সমাধা করাযায় তবে সেই জীবনই সার্থক এবং অমূল্য, নতুবা তাহা সমুদয় অনর্থের মূল। আমি সত্য কহিতেছি, বন্য হস্তী দ্বারা আমার প্রাণ সংহার হইলে বড় একটা ক্ষতি বোধ হইত না, কিন্তু পিতৃশত্রুর বংশধরকর্ত্তৃক সঙ্কট হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছি জানিতে পারিয়া আমি বড়ই দুঃখিত হইলাম। যাহাহউক সদ্বংশজ আমীর লোকদিগের এমত বিষয়ে যে উপকার করা কর্ত্তব্য, আপনি প্রাণপণে

আমার সেই উপকার করিয়াছেন। আমার জীবন রক্ষা করিবার আশয়ে আপনি নিজবিপদকেও বিপদ জ্ঞান করেন নাই। অতএব এ ঋণ কি দিয়া পরিশোধ করিব। রসনার যে প্রশংসা সে কেবল প্রশংসা মাত্র, বিশেষতঃ তদ্দ্বারা আপনার অপরিসীম গুণবর্ণন কোন মতেই হইতে পারে না। অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া রাজবাটীতে প্রবেশ করুন। আমার অনুরোধে পিতা আপনাকে অবশ্যই বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করিয়া অদ্য যথাবিহিতরূপে সেবা করিবেন। এমন পামর কে আছে যে প্রাণসমা নিজ দুহিতার উদ্ধারকর্ত্তাকে সম্মান করিবে না।

মুরাদ জাহানিরাকে কহিলেন, রাজতনয়ে! স্বভাবতঃ শত্রু লোকদিগের প্রতি মনুষ্যের বিদ্বেষ জন্মিয়া থাকে, শত্রু মিত্রে সমান ব্যবহার করে এমন লোক এই ধরণীতলে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব যেব্যক্তি বিপক্ষপুত্র বলিয়া সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক আমার আতিথ্য সৎকার করিবে না, তাহার সেই মৌখিক আতিথ্য গ্রহণে আমি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইব। যথাসাধ্য শক্তিদ্বারা তোমার উপকার করাতে আমার চিত্ত অতিশয় প্রফুল্ল হইয়াছে, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট পুরস্কার, প্রত্যুপকারের কিছুমাত্র বাসনা নাই। সুন্দরি! আর তোমায় আমার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হইবে না, আমি তোমার মধুর বাক্যে বড়ই অপ্যায়িত হইলাম। লোদি খাঁ মহাশয়ের নিকটে শুদ্ধ এই কথাটী আমি তোমায় বলিতে অনুরোধ করিতেছি, অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক

আমার অভিলাষ সিদ্ধ করিলে, যাবজ্জীবন তোমার নিকটে বাধিত হইয়া থাকিব। পথে আসিবার সময়ে অরণ্যমধ্যে তোমার যে বিপদ হইয়াছিল, তদ্বৃত্তান্ত পিতাকে জানাইয়া কহিও, "তাতঃ! সাজেহান বাদসাহের পুত্র আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, আমার প্রাণরক্ষা হেতু আপনাকে তাঁহার নিকট ঋণী থাকিতে হইবে।"

মনোমোহিনী জাহানিরা তখন কটাক্ষ ঈক্ষণ দ্বারা মুরাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া গর্ব্বিত ও রুষ্টভাবে কহিলেন, তোমার সহিত আমার আলাপ পরিচয় এইপর্য্যন্তই হইল, আমি বিশেষ বিনীতি এবং ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া তোমার আতিথ্য করিতে বাসনা করিলাম, কিন্তু তুমি তাহা সদয় হইয়া গ্রহণ করিলে না। আমি তোমার নিকটে ঋণী আছি বটে, কিন্তু ঈশ্বর করেন তো এ ঋণ তোমার বহুদিন থাকিবে না, বাঁচিয়া থাকিলে অবশ্যই কোন না কোন প্রকারে এ ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব। নমস্কার করি; অদ্য বিদায় হইলাম।

এই কথা কহিয়া জাহানিরা পিতৃভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। মুরাদও সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া সাজেহান বাদসাহের শিবিরাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন। পথে যাইতে যাইতে রাজতনয়ার অপরূপ রূপ অনবরতই তাঁহার অন্তঃকরণে দেদীপ্যমান হইতে লাগিল। যুবরাজ মনে মনে তাহার মধুর বাক্য সকল স্মরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন আহা! লোদি খাঁর দুহিতার তুল্য সুন্দরী কন্যা আমি জন্মাবধি কখন দেখি নাই, বিধাতা নির্জ্জনে বসিয়া তাহাকে বুঝি নির্ম্মাণ

করিয়াছিলেন, তাহা না হইলে কোন স্থানে তাহার অঙ্গসৌষ্ঠবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখিলাম না কেন? যেমন রূপ তেমনি গুণ, বলবীর্য্য অভিমানাদি তাবৎ গুণেই পরিভূষিতা, ইহাতে বোধ হয় জাহানিরা সকল বিষয়েই পিতৃধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। কথোপকথনের সময়ে তিনি যখন কৃষ্ণবর্ণ লোচনদ্বয় দ্বারা আমার প্রতি কটাক্ষ ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, তখনই আমি তাহার অতি মহৎ তেজ এবং সাহস অনুভব করিয়াছি। মনে ২ তাহার কি ভাব আছে তাহা তিনিই বলিতে পারেন, কিন্তু তাহার সেইরূপ ভঙ্গি এবং বাক্য কৌশল দ্বারা আমার উপলব্ধি হইতেছে, রাজনন্দিনীর মনে অবশ্যই কোন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে, বোধ হয় কলেবর পরিত্যাগ না হইলে তাহার সেই মনোগত প্রতিজ্ঞা দূর হইবে না।

এইরূপ চিন্তা করিতে২ রাজপুত্র মুরাদ কিয়দ্দূর গমন করিলেন। বীর্য্য এবং যত্নসহকারে তিনি রাজকন্যাকে বিষম সঙ্কট হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার অন্তঃকরণ মধ্যে ২ অত্যন্ত পুলকিত হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন নিজ গৌরব প্রকাশ করিয়া তিনি আপনাকে কৃতকৃতার্থ এবং ধন্য বোধ করিলেন। প্রাতঃকালের অরুণোদয়ে জীবজন্তুদিগের চিত্তে যেরূপ আনন্দোদ্ভব হয়, সর্ব্ব বিষয়ে নিজ তুল্যা রাজনন্দিনীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তাঁহার মনে সেইরূপ হর্ষোৎপত্তি হইল। প্রথমে তিনি লোদি খাঁর অনৈসর্গিক জঘন্য ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজবালার তেজস্বিতা সুশীলতা এবং ভদ্রাচরণ দে-

খিয়া তাঁহার মনে আর সে ভাব রহিল না, ক্রোধের অনেক নিবৃত্তি হইল।

অবশেষে মুরাদ পিতৃসদনে উপনীত হইয়া পিতার নিকটে করপুটে নিবেদন করিলেন, তাত! খন্দেশা-ধীশ স্বরাজ্য দিয়া আপনাকে যাইতে দিবেন না। আমি আপনকার দূত বলিয়া তাঁহার নিকট বিস্তর বিনীতি করিয়াছিলাম, কিন্তু কোন প্রকারে তাঁহাকে আমি এ বিষয়ে সম্মত করিতে পারিলাম না। বিচ-ক্ষণ রাজকুমার লোদি খাঁ দ্বারা যেরূপ অপমানিত হইয়াছিলেন, এবং আসিবার সময়ে পথিমধ্যে যে ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহার একটী কথাও জনকের নিকট প্রকাশ করিলেন না, শুদ্ধ প্রার্থনা অস্বীকারের কথা কহিয়া মৌনভাবে রহিলেন। প্রবল প্রতাপান্বিত সাজেহান বাদসাহ এই সংবাদে অতি-শয় ক্ষুণ্ণ এবং কুপিত হইয়া কহিলেন, বুরহেম পুরের আমীর একজন করদ রাজা মাত্র, তাহার এত অহ-ঙ্কার! ভাল, সুসময় হইলে এ বিষয়ের বিবেচনা করা যাইবে। এই কথা কহিয়া সাজেহান শিবিরভঙ্গ করত অন্য পথ দ্বারা রাজধানী দিল্লীনগর চলিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাজেহানের রাজ্যাধিকার। লোদি খাঁকে লাহোরে আনয়নার্থ দূত প্রেরণ। জাহানিরাকে বিবাহার্থ লোদি খাঁর নিকট মুরাদের প্রার্থনা। লাহোরে লোদি খাঁর আগমন। সাজেহান কর্ত্তৃক লোদি খাঁর অপমান। লোদি খাঁর স্ত্রীগণের আত্মহত্যা। লাহোর হইতে লোদি খাঁর পলায়ন।

সাজেহান বাদসাহ রাজধানীতে উপনীত হইয়া কিয়দ্দিনের মধ্যে বলে ছলে এবং কৌশলে আপনার বিপক্ষদিগকে পরাভব করিয়া পৈতৃকাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। খন্দেশাধীশ লোদি খাঁ মহাশয় দ্বেষ ভাববশতঃ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মনে২ বড়ই দুঃখ পাইলেন। সাজেহান অতি সুবিচক্ষণ বাদসাহ, রাজকর্ম্মে উত্তম পারদর্শী ছিলেন, কৌশল দ্বারা তিনি পরাক্রান্ত করদ রাজাদিগকে বশীভূত করিতে পারিলে হঠাৎ বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না।

সম্রাট রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া প্রথমেই বিবেচনা করিলেন, মম বিপক্ষ লোদি খাঁ বল বীর্য্য সকল বিষয়ে অত্যন্ত মহান, তাহাকে বশীভূত করা বড় একটা সহজ কর্ম্ম নয়, মৈত্রভাব না দেখাইলে সে ব্যক্তি আমার অধীনতা কখনই স্বীকার করিবে না। এই বিবেচনায় তিনি নিজ পুত্র মুরাদকে ডাকিয়া কহিলেন, যুবরাজ!

করিয়াছেন। সে দিন শুনিলাম আপনি যোগ্য পাত্রের অভাবে নাকি দুহিতার পরিণয় কার্য্য সমাধা করিতে পারেন নাই, অতএব আজ্ঞা হয়তো আমি তাঁহার পাণিগ্রহণ করি।

অতুল ঐশ্বর্য্যশালী সাজেহান বাদসাহের পুত্র নিজে বিবাহার্থী হইয়া যে লোদি খাঁ ভূপতির নিকটে তাঁহার কন্যা প্রার্থনা করিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে পরম সৌভাগ্য কহিতে হইবে। কারণ সে সময়ে ধনে মানে কুলে শীলে তত্তুল্য সুপাত্র এই ভারতবর্ষের কোন স্থানেই ছিলনা। যুবরাজ বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, বীর্য্য, সকল বিষয়েই মহান বলিয়া সর্ব্বত্র পরিগণিত ছিলেন। এতাদৃশ উপযুক্ত ব্যক্তিকে কন্যা প্রদান করিয়া কোন্ রাজা না আপনাকে ধন্য এবং কৃতকৃতার্থ বোধ করেন। কিন্তু সম্রাটের সহিত লোদি খাঁর সদ্ভাব ছিলনা বলিয়া, তিনি তৎ পুত্রকে কন্যা দানে বড় একটা ইচ্ছা করিলেন না, বরং আন্তরিক দ্বেষ বশতঃ জাহানিরার সহিত মুরাদের বিবাহ যাহাতে নাহয় এমন বিরুদ্ধ ভাবের অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিতে অভিলাষ করিলেন।

খন্দেশাধীশ একেবারে ঐ পরিণয় প্রশ্নে স্পষ্ট অস্বীকার না করিয়া, বিনীতভাবে যুবরাজ মুরাদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজতনয়! জাহানিরার বিবাহ বিষয়ে আমি বড় একটা হস্ত ক্ষেপ করিনা, একর্ম্মে তাহার নিজ মনন সম্পূর্ণ আবশ্যক করে। তুমি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে নিজ প্রস্তাবর স্পষ্ট উত্তর পাইবে। দুহিতা তোমায় বরমাল্য

প্রদান করিতে সম্মতা হইলে আমি কোন আপত্তি করিব না, বরং সুঘটন ঘটনা জন্য সাতিশয় আহ্লাদিত হইব। আমি মনের কথা সকলই তাহার কাছে প্রকাশ করিয়াছি, তাহার মতেই আমার মত। অতএব তাহার মত হইলে তুমি অবশ্যই তাহাকে লাভ করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অনন্তর মুরাদ রাজতনয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরিণয় বিষয়ক প্রস্তাব করিলে, জাহানিরা কিয়ৎকাল কোন উত্তর করিলেন না, মৌনীভাব অবলম্বন করিয়া এক দৃষ্টে যুবরাজের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন। বদনমণ্ডলের শান্ত এবং সস্মিত ভাব দর্শন করিয়া রাজকুমার অনুভব করিলেন, বিবাহ প্রস্তাবে জাহানিরার অন্তঃকরণ অবশ্যই প্রফুল্ল হইয়াছে, কোন প্রকারে বিরক্তির চিহ্ন তাঁহার উপলব্ধ হইল না।

কামিনী মনে ২ এই বিষয় অনেক আন্দোলন করিয়া সম্মানসূচক বাক্যে মুরাদকে প্রত্যুত্তর দিলেন, "রাজনন্দন! ধরণীমণ্ডলে সুবিখ্যাত সর্ব্বাগ্রগণ্য যে তৈমুর বংশ, তুমি সেই প্রধান কুলে উৎপন্ন হইয়াছ, তোমার সহিত সংমিলনে আমার সৌভাগ্য ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি ব্যতীত অসৌভাগ্য বা অমর্য্যাদা নাই। বিশেষতঃ সুরূপ ও সুশ্রী হেতু তুমি রাজসুতদিগের মধ্যে অতিশয় সুপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। প্রধান অপ্রধান সকল লোকেই বীর্য্যবন্ত, সাহসী, বদান্য এবং ন্যায়পরায়ণ বলিয়া তোমার চরিত্র বর্ণনা করে। অধিক কি বলিব, সদ্বংশজ আমীরসন্তানদিগকে যেসকল গুণে গুণান্বিত হইতে হয়, বিধাতা তোমাকে সেই সকল গুণে গুণবান

করিয়াছেন। অতএব এতাদৃশ উপযুক্ত ব্যক্তির সহিত পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধা হইতে কোন্ রাজকন্যা বাসনা না করে?। যুবরাজ! আমি মনের কথা তোমার সাক্ষাতে প্রকাশ করিয়া বলি, মন প্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক যাবজ্জীবন ভবদীয় অধীনী হইয়া থাকিতে আমার কোন আপত্তি নাই। বিশেষতঃ তোমার অনুগ্রহে আমার এ প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, সুতরাং কৃতজ্ঞতা হেতু তোমার সকরুণ প্রস্তাব আমার অবহেলন করা উচিত নয়। আমার ন্যায় কত রাজকন্যা তব গলে বরমাল্য দিবার নিমিত্ত জগদীশ্বরের আরাধনা করিতেছে। যদি এমত আরাধ্য বস্তু স্বয়ং আগত হইয়া অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক আমার পাণিগ্রহণে অভিলাষী হইয়াছেন, তবে ইহার পর আর সৌভাগ্য কি?। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তব তাতের সহিত মম তাতের কিছুমাত্র সদ্ভাব নাই, আমাদের উভয়েরই পিতা পরস্পর সম্পূর্ণ বৈরিভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব তোমার চেষ্টাতে কি হইবে? তৈমুর বংশের সহিত লোদি কুলের সংমিলন বড় একটা সহজ ব্যাপার বোধ হয় না। এক্ষণে আমাদিগের পরিণয় বিষয়ে এই এক দৃঢ় প্রতিবন্ধক দেখিতেছি। কোন প্রকারে এই বাধা যে বিমোচন হইতে পারিবে এমনও মনে হইতেছে না।

রাজনন্দিনীর শেষ কথা শুনিয়া মুরাদ অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন। আশা ভগ্ন হওয়াতে বিরহরূপ গরল তাঁহার হৃদ্ভাণ্ডারকে জর্জ্জরীভূত করিল, মনস্তাপের ইয়ত্তা করা দুষ্কর। সর্ব্বস্বান্ত হইলে মনুষ্যের যেরূপ

অবস্থা হয়, তিনি সেইরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া পিতার রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। বিচক্ষণ যুবরাজ জনকের নিকট উপনীত হইয়া খন্দেশরাজ্য-সংক্রান্ত অন্যান্য তাবদ্বৃত্তান্ত সমুদায় বর্ণন করিলেন, কেবল রাজতনয়ার সহিত তাঁহার নিজ বিবাহবিষয়ক প্রস্তাব বাদশাহকে অবগত করাইলেন না। তিনি মনে২ বিবেচনা করিলেন, লোদি খাঁ ভূপতি গর্ব্বিত ব্যবহার দ্বারা সম্রাটের অত্যন্ত অপমান করিয়াছেন, তৎকন্যার সহিত আমার পাণিগ্রহণের কথা শুনিলে, পিতা বড়ই কুপিত হইবেন।

তৎকালে সাজেহান বাদসাহ দিল্লী হইতে আসিয়া সুপ্রসিদ্ধ আগরা দেশে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে ছিলেন। কিয়দ্দিন বিলম্বে এক জন রাজবার্ত্তাবাহক তৎসমীপে উপনীত হইয়া কহিল, মহারাজ! খন্দেশাধিপ লোদি খাঁ মহাশয় অদ্য সপরিবারে রাজধানীতে শুভাগমন করিয়াছেন, আপনকার প্রাসাদ হইতে তাঁহার বসতিস্থান বহু দূর নয়, নাট্যশালার সম্মুখভাগে উচ্চ প্রাচীর বিশিষ্ট যে অট্টালিকা আছে, বাসের নিমিত্ত অধিরাজ ঐ বাটী ভাড়া লইয়াছেন। এই সংবাদ প্রদানানন্তর বার্ত্তাবাহক বাদসাহকে কর-যোড় পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

কিছুদিন পরে লোদি খাঁ আপনার দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে রাজসভায় উপনীত হইলেন। সম্রাট যথাযোগ্য-রূপে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন না, সামান্য আমীর দিগকে যেরূপ সম্মান করিতে হয় তদপেক্ষাও লঘু-

জ্ঞানে দুই চারি কথা দ্বারা তাঁহাকে কেবল মৌখিক সম্ভ্রম করিলেন। তদ্দর্শনে খন্দেশাধিপতির একেবারে অনুভব হইল, দূত প্রেরণ পূর্ব্বক মহারাজা যে তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে বাসনা করিয়া ছিলেন, সে সকলই মিথ্যা। কার্য্য দ্বারা তিনি অভিনব সম্রাটের প্রস্তাবের দার্ঢ্য বুঝিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ উচ্চপদাভিষিক্ত আমীর দিগের পক্ষে রাজনীতি সংক্রান্ত যে সকল শিষ্টাচার বিধি নয়, সিংহাসনের সম্মুখ ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া নম্র ভাবে তাঁহাকে সেই সকল শিষ্টাচার করিতে হইয়াছিল। তদ্দ্বারা মহাসাহসী বীর্য্যবন্ত লোদি খাঁ মনেং অতিশয় কুপিত হইলেন বটে, কিন্তু তৎকালে ক্রোধ প্রকাশ করা উচিত নয় বলিয়া তিনি মনের দুঃখ মনেই নিবারণ করিলেন। তখন নিজকৃত অপরাধ তাঁহার স্মরণ হইলে, তিনি মনেং কহিতে লাগিলেন, পূর্ব্বে আমি যেমন বাদসাহকে অপমান করিয়াছিলাম, অদ্য আমার অসম্ভ্রম করিয়া মহারাজা তাহার সমুচিত প্রতিফল দিলেন।

লোদিখাঁ ভূপতির আজমৎ নামে ষোড়শবর্ষবয়স্ক এক যুবা পুত্র ছিলেন। যেমন পিতা তেমনি পুত্র, বল বীর্য্য এবং সাহস বিষয়ে আজমৎ নিজপিতা অপেক্ষা কোনমতেই তেজোহীন ছিলেন না। ঐ যুবরাজ খন্দেশাধীশের অনুবর্ত্তী হইয়া রাজরাজেশ্বর সাজেহানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালীন ভূপালদিগের সভায় স্তুতিপাঠ জন্য এক এক জন রাজভট্ট থাকিত, ভিন্ন ভিন্ন রাজা এবং আমীরদিগের বংশে কে কেমন লোক উৎপন্ন হইয়াছিলেন, আর

কাহার কি গুণ ছিল, এ সকলই তাহাদের মুখাগ্রে থাকিত। এক রাজা অন্য রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, যে যেমন ব্যক্তি তাহার তদনুরূপ স্তুতিপাঠ করিয়া নিজ প্রভু অধিরাজের সহিত তাহারা সাক্ষাৎ করাইয়া দিত। শিষ্টাচারবিষয়ে যে স্থানের যেরূপ নিয়ম তাহা তাহাদের অবিদিত ছিলনা। রাজসদনে উপনীত হইয়া অজ্ঞানবশতঃ কোন আমীর নিয়ম ভঙ্গ করিলে, তাহারা অগ্রসর হইয়া তজ্জন্য কি করা বিধেয় তাহা উপদেশ করিত।

আজমৎ বিচারালয়ে উপনীত হইলে, তত্রস্থ একজন রাজভট্ট অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রণত ভাবে তাহাকে ভূমিতলে বসাইয়া রাখিল। তদ্দ্বারা যুবরাজ কুপিত হইয়া বিবেচনা করিলেন, আমীরদিগের মধ্যে আমার জনক সর্ব্বাগ্রমান্য, অতএব করযোড করিয়া এতক্ষণ পর্য্যন্ত ভূমিতলে বসা আমার উচিত নয়, এতদ্রূপ স্বেচ্ছাবিহিত রাজনিয়মের বশবর্ত্তী হইলে লোদি বংশের অপমান হইবে। মনে মনে এই স্থির করিয়া তিনি সেস্থান হইতে প্রস্থান করিবার জন্য যেমন গাত্রোত্থান করিলেন, অমনি একজন স্তুতিপাঠক কোপভাব প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে কশাঘাত করিয়া তিরস্কার করিতে লাগিল, অবোধ আমীরনন্দন! তুমি রাজসভার নিয়ম কিছু জাননা, ভাল-চাও তো পুনর্ব্বার বাদসাহের সম্মুখভাগে করপুটে অবনত হও।

সামান্য এক রাজভৃত্যের এতাদৃশ আস্পর্দ্ধা এবং কটূক্তি দ্বারা রাজকুমার কোনপ্রকারে আর ক্রোধ

সম্বরণ করিতে পারিলেন না, প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় তাহার বদনমণ্ডল এবং চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হইল। তিনি একেবারে কোষ হইতে খড়্গ বাহির করিয়া রাজভট্টের মস্তকোপরি সাংঘাতিক আঘাত করিলেন। কিন্তু ভাগ্য ক্রমে ঐ আঘাত তাহার শরীরে লাগিতে পারে নাই। জন কয়েক রক্ষক রাজসভায় উপস্থিত না থাকিলে, সে যাত্রা স্তুতিপাঠক উপাচার্য্যকে অবশ্যই যমালয়ে গমন করিতে হইত তাহার কোন সন্দেহ নাই। তাহারা অগ্রসর হইয়া রাজকুমারকে নিবারণ পূর্ব্বক ভট্টরাজের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। পূর্ব্বকালীয় বাদসাহদিগের রাজদরবারে এইরূপ হঙ্গাম সর্ব্বদা হইত বলিয়া, ভূপালেরা নিরাপদ হেতু অনেক অস্ত্রধারী সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন।

তখন লোদি খাঁ মনে মনে বিবেচনা করিলেন, আমাদিগের প্রাণ সংহার করিবার জন্য সাজেহান বাদসাহ এই ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, অতএব এখন নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়, সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিয়া জীবন রক্ষার উপায় করা কর্ত্তব্য। এই স্থির করিয়া তিনি নিজ শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশানন্তর কোষ হইতে খড়্গ বহির্গত করিলেন। তাঁহার অনুষঙ্গী পুত্রদুইটী অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক পিতার দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাদিগের দম্ভ কোপ এবং গর্ব্বিত বাক্য দ্বারা সভাসদগণ সকলেই একেবারে কম্পান্বিতকলেবর হইল, কাহার মুখে বাক্য স্ফূর্ত্তি হইলনা। দুইজন আমীর সাহস করিয়া তাঁহাদিগকে নিবারণ করণে চেষ্টা পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু লোদিখাঁর ভয়ানক মূর্ত্তি ও

লোহিতবর্ণ চক্ষু দর্শন করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে তাঁহাদের সাহস হইল না। সভাসদগণ সশঙ্কচিত্তে ইতস্ততঃ পলায়নপর হইল। গোলযোগের সীমা পরিশেষ নাই, সিংহাসন পর্য্যন্ত যেন টলমলায়মান হইল।

সাজেহান বাদসাহ প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া উচ্চৈঃ স্বরে প্রহরীগণকে কহিতে লাগিলেন, তোমরা, রাজ-দ্রোহী শুবাদার এবং উহার পুত্রদ্বয়কে যাইতে দিও না, যে কোন প্রকারে হউক সর্ব্বপ্রযত্নে দুরাত্মাদিগকে ধরিবার চেষ্টা কর। এই আজ্ঞা করিয়া নিজ প্রাণ রক্ষা হেতু তিনি সিংহাসন হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক পলায়নপর হইলেন। রাজআজ্ঞায় এক জন সৈনিক পুরুষ হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহাদিগকে ধরিবার চেষ্টাতে যেমন আজমতের নিকটে আইল, অমনি ঐ যুবরাজ তাহার গলদেশে একখান ছুরিকা বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে শোণিতাক্ত শরীরে সিপাহী কদলী-বৃক্ষের ন্যায় ধরণীতলে পতিত হইয়া একেবারে পঞ্চত্ব পাইল। তদ্দর্শনে রাজসভাস্থ তাবল্লোকেই অপরি-সীম ভয় পাইয়া বিদ্রোহীদিগকে ধর ধর, এইরূপ চীৎ-কার করিতে লাগিল, কিন্তু অগ্রসর হইয়া নিকটে আসিতে কাহারও সাহস হইল না। সুতরাং লোদি-খাঁ এবং তদাত্মজদ্বয় সেস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া নিজ আবাসে আশ্রয় লইতে পারিলেন। তাঁহারা নিজ নিকেতনে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই দৌবারিককে দ্বার রুদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। ঐ বাটী সুদৃঢ় গাঁথনির প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল, এজন্য সাজে-

স্থানের সৈন্যগণ অনেক যত্ন করিয়াও হঠাৎ তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না। অতএব সাজেহান্ বাদসাহ্ লোদিখাঁকে ধরিবার নিমিত্ত পূর্ব্বে যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, সে কেবল ঘোষণামাত্র হইল। তাঁহার পারিষদগণ কোন প্রকারে অত্যাচারীর দণ্ড বিধানের কোন উপায় করিতে পারিল না।

এইরূপ ঘটনার পর মহারাজা সাজেহানের ক্রোধের আর ইয়ত্তা রহিল না, পূর্ব্বকার শক্রত্ব রূপ অগ্নি তাঁহার অন্তঃকরণে প্রবল রূপে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। তিনি মনে২ নির্দ্ধারিত করিলেন, অদম্য খন্দেশাধীশ বিবেচনাহীন হইয়া যেরূপ অহঙ্কার প্রকাশ করিয়াছে তাহাকে তদনুরূপ দণ্ড দেওয়াই বিধেয়। অবাধ্য আমীরকে আমি একবার ধরিতে পারিলে এমন শাস্তি প্রদান করিব, যে, যাবজ্জীবন কখনই সে বিস্মৃত হইতে পারিবে না। এই নিশ্চয় করিয়া তিনি আপন পুত্র মুরাদকে আজ্ঞা করিলেন, "লাহোরের দুর্গমধ্যে অশ্বারোহী ও পদাতি প্রভৃতি আমার যত সৈন্য আছে, তাবৎ সৈন্য লইয়া তুমি দুর্ব্বৃত্ত খন্দেশাধীশের আবাস পরিবেষ্টন কর। সাবধান, সাবধান, অত্যাচারী আমীর যেন কোন প্রকারে তোমার হস্ত হইতে পরিমুক্ত হইয়া না যায়।"

যুবরাজ রাজকন্যা জাহানিরার বিরহযাতনায় অতিশয় কাতর হইয়াছিলেন। স্বর্ণময়ী প্রতিমার ন্যায় তাঁহার রূপ, আর অত্যন্ত সাহসী পুরুষের ন্যায় তাঁহার গর্ব্বিত বাক্য, এই সকল অহর্নিশি তাঁহার অন্তঃকরণে জাগরূক থাকাতে তিনি ভাবিয়া ভাবিয়া সাতি-

শয় ক্ষুণ্ণচিত্ত এবং ক্লিষ্টশরীর হইয়া ছিলেন। কিন্তু পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারেন না, সুতরাং অনিচ্ছা পূর্ব্বক বহুসঙ্খ্যক অশ্ব গজ এবং যুদ্ধাস্ত্র সঙ্গে লইয়া খান্দেশাধীশের বাসভবনের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিলেন। তাঁহার অধীনস্থ সৈন্য সমূহের কলরবে ঐ রাজ্য একেবারে কম্পান্বিত হইল। মুরাদ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, বীর পুরুষ লোদি খাঁ সর্ব্বগুণে বিখ্যাত, পিতৃশত্রু বলিয়া তৎপ্রতি আমার মিত্রভাব নাই বটে, কিন্তু তাহার শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্যের উপর আমার কিছুমাত্র অশ্রদ্ধা নাই, মুক্তকণ্ঠে সর্ব্বসমক্ষে আমি স্বীকার করিতে পারি, তত্তুল্য মহাত্মা ব্যক্তি এই ধরণীতলে দুর্লভ।

এই রূপে রাজপুত্র মুরাদ বিপুল হয় হস্তী এবং সৈন্য দ্বারা খন্দেশাধীশের বাসভবন আক্রমণ করিয়া দ্বারের সন্নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া রাজবিদ্রোহী লোদি খাঁকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, আমীরবর! বাদসা-হের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া কেন সপরিবারে বিনষ্ট হইবে, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বহির্গত হইয়া রাজরাজেশ্বরের পদানত হও, নতুবা তোমাদিগের এযাত্রা কোন প্রকারে নিষ্কৃতি হইবে না। বাটীর অভ্যন্তরে থাকিয়া বীরপু-রুষ লোদি খাঁ এই কথা শ্রবণ করিলেন, কিন্তু কাপুরু-ষত্ব প্রকাশ হইবার ভয়ে রাজাজ্ঞানুবর্ত্তী হওনে সম্মত হইলেন না। তিনি আপনার পুত্রদ্বয় এবং কন্যাটীকে সঙ্গে লইয়া কাষ্ঠময় সোপান দ্বারা প্রাচীরের ঊর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত উঠিয়া মুরাদকে সম্বোধন পূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করি-লেন, যুবরাজ! তুমি বালক, উত্তর প্রত্যুত্তর করি এমন

যোগ্য ব্যক্তি নহ, তোমার কথার প্রতিবচন প্রদানে আমার অপমান বই মান নাই। পরে অঙ্গুলি দ্বারা তিনি নিজ দুহিতাকে দেখাইয়া রাজসুতকে কহিলেন, এই অবলা দ্বারা তুমি নিজ প্রস্তাবের যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর পাইবে, রাজনন্দন! আমি আস্পর্দ্ধা করিতেছি না, ইনি লোদি খাঁর কন্যা, স্ত্রীপদবাচ্য বলিয়া তুমি সাধারণ যোষাদিগের মধ্যে ইহাকে পরিগণিতা করিও না।

তখন পিতৃআজ্ঞায় জাহানিরা কটাক্ষ ঈক্ষণ দ্বারা দৃষ্টিপাত করিয়া রাজপুত্র মুরাদকে গর্ব্বিত বাক্যে কহিলেন, যুবরাজ! তোমার পিতাকে ভয় কি? প্রকৃত বীর্য্যশালী পুরুষগণ অত্যাচারসম্ভাবনায় কোন প্রকারে অভিভূত হয় না। জীবন ধারণ করিয়া যে সুখ সম্ভোগ তাহা কেবল স্বাধীন মনুষ্যদিগেরই আছে, বিপদে অবসন্ন হইয়া দুর্বিনীত ভূপতিদিগের আজ্ঞাধীন হওয়া পরাক্রমশালী আমীরদিগের উচিত নয়। সত্য কহিতে বাধা কি! উপদ্রবী নৃপতিগণ একবার অনাজ্ঞাবহ সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে বশীভূত করিতে পারিলে, পুনর্ব্বার অভয় বা স্বাধীনত্ব প্রদান করে না। রাজপুত্র অবধান কর, হীনবীর্য্য কাপুরুষদিগের ন্যায় আমরা তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী কখনই হইব না। তোমার বহুসঙ্খ্যক সৈন্য সামন্ত এবং অশ্বগজদিগকে আমরা অল্পই ভয় করি; প্রকৃত সাহসী লোকদিগের শেষ আশ্রয় মৃত্যু, যদ্যপি কৃতসাধ্য পর্য্যন্ত যত্ন করিয়া আমরা তব তাতের নির্দ্দয় হস্ত হইতে মুক্ত না হই, তবে মৃত্যুর শরণাগত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক

লোদি বংশের চিরন্তন খ্যাতি রক্ষা করিতে পারিব।
নিশ্চয় কহিতেছি, প্রাণান্তেও আমরা এ দুরন্ত বাদ-সাহের অধীনতা স্বীকার রূপ অপযশ কখনই সহ্য করিব না।

রাজকন্যার এইরূপ আস্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া মুরাদ অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন, ক্রোধে কয়েক দিন পর্য্যন্ত দিবারাত্রি আর কিছুই করিলেন না, কেবল সতর্ক ভাবে লোদি খাঁর বাটীর চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন। সকলেই বিবেচনা করিল, এবার খন্দেশা-ধীশ নম্রভাবে অব্যাহতি প্রার্থনা পূর্ব্বক অবশ্যই সাজেহানের শরণাপন্ন হইবেন। কিন্তু তিনি কি সামান্য জীব, যে ভয়ে অভিভূত হইবেন। শুদ্ধ পরিবারগণ সঙ্গে ছিল বলিয়া প্রাকৃতিক মায়াজালে তিনি পরিবদ্ধ ছিলেন, এজন্য সহসা যুবরাজের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার কোন উপায় স্থির করিতে পারেন নাই। বিস্তর চিন্তা করিয়া অবশেষে আমীর-বর স্থির করিলেন, এক্ষণে তর্জ্জন গর্জ্জন প্রকাশ পূর্ব্বক প্রাণপণ করিয়া শত্রুবর্গের মধ্যদিয়া পলায়ন-পর হওয়াই বিধেয়, আমি একবার যদি বিপুল বল সহকারে জন কয়েক বিপক্ষ লোককে নিপাতন পূর্ব্বক মালব দেশে গমন করিতে পারি, তবে আর কিছুমাত্র শঙ্কার কারণ দেখিনা।

এই নিশ্চয় করিয়া খন্দেশরাজ পর দিন প্রাতঃ-কালে তাদৃশ দুঃসাহসিক কর্ম্ম সাধনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। যদিও তাহা মহা সঙ্কটজনক কর্ম্ম, সম্পূর্ণ প্রাণ বিনাশের সম্ভাবনা, তথাপি তাঁহার কন্যা ও পুত্র-

গণ পিতার সঙ্গী হইয়া এই দুঃসাধ্য সাধনে অতিশয় তৎপর হইয়া উঠিলেন। মুসলমান আমীরেরা প্রায় বহুবিবাহ-দোষে দূষিত হইয়া থাকেন, এক এক জন শতাতিরিক্ত বিবাহ করিয়াও পরিতৃপ্ত হয়েন না। তাঁহাদের মধ্যে এক মাত্র পত্নী পরায়ণ সম্ভ্রান্ত লোক অতি অল্পই পাওয়া যায়। এই গর্হিত দেশাচার হেতু খন্দেশাধীশ লোদি খাঁ মহাশয়েরও বহু পত্নী ছিল। লাহোর নগরে গমনকালীন তিনি তন্মধ্যে যাহারা প্রধানা এবং প্রেয়সী তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়াছিলেন।

আমীরবর নিজ মানসিক কল্পনা সকল অন্তঃপুরস্থ কামিনী দিগকে জ্ঞাত করিয়া কহিলেন, "কল্য প্রাতঃ-কালে আমি তোমাদিগকে বাদসাহের আশ্রয়ে পরি-ত্যাগ করিয়া একাকী বিশেষ যত্নে যুবরাজের হস্ত হইতে মুক্তি চেষ্টা করিব। হয়তো এই পর্য্যন্তই তোমাদিগের সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ হইল। জগদীশ্বরের প্রসাদে যদি প্রাণ রক্ষা করিয়া কখন দুরন্ত বাদসাহকে দমন করিতে পারি, তবে পুনর্ব্বার আসিয়া আমি তোমাদিগের সহিত সুখে সংমিলিত হইব। পুত্রদ্বয় এবং জাহানিরা কন্যাটী আমার অনুবর্ত্তী হইতে মানস করিয়াছে। কি জানি কল্য প্রাতঃকালে বিপক্ষ সৈন্য সমূহের মধ্যদিয়া গমন সময়ে আমরা সকলেই তাহা-দের নির্দ্দয় হস্তে পতিত হইয়া প্রাণে নিহত হইতেও পারি। অতএব হে প্রেয়সীগণ! তোমরা সম্রাটের শরণাগত হইলে, তিনি অবলা স্ত্রীজাতি বলিয়া তোমাদিগের প্রতি কোন অত্যাচার করিবেন না"।

এই কথা বলিতে বলিতে ধারাবাহিক অশ্রু তাঁহার নয়ন হইতে পতিত হইতে লাগিল।

পতিমুখে এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া যোষাগণ বিস্তর বিলাপ করিতে লাগিল, এবং সজল নয়নে তাহারা তাঁহাকে নানা মতে বুঝাইয়া এই ঘোরতর উৎকট কর্ম্ম সাধনে কতই নিষেধ করিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু মহাপুরুষ লোদি খাঁ মৃত্যুহস্তে পতিত বা শত্রুকর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হওয়া দুইই সমান জ্ঞান করিতেন, এজন্য প্রেয়সীদিগের বিনয় বাক্যে শ্রুতিপাত করিলেন না, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া স্বাভিলষিত সম্পাদনে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

প্রাকৃতিক সাংসারিক মায়া সংযমন করা মানব জাতির পক্ষে বড় একটা সহজ ব্যাপার নহে। খন্দেশাধীশ অনেক মিষ্টবাক্য দ্বারা ভার্য্যাদিগকে সান্ত্বনা করিয়াও আপনি শোকে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। তিনি রোরুদ্যমানা কামিনীদিগের নিকট হইতে আসিয়া কিয়ৎকাল কাহারও সহিত কোন কথা কহিলেন না, আপনার একটী নিভৃত গৃহে প্রবেশ করিয়া মৌনভাবে স্থির হইয়া রহিলেন। পরে আপনিই ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া পুত্রদ্বয় এবং কন্যাটীকে নিকটে ডাকিয়া আনিলেন, আর পরদিন প্রাতঃকালে কিরূপে বিপক্ষবর্গের মধ্য দিয়া গমন করিতে হইবে তাহার নিয়ম স্থির করিলেন। তৎকন্যা জীহানিরা বীর্য্যবন্ত পুরুষের ন্যায় সাহসবতী ও ধীসম্পন্না ছিলেন, এজন্য মহাত্মা লোদি খাঁ মহাশয় তাঁহাকে না বলিয়া কোন গুরুতর কর্ম্ম করিতেন না, সকল বিষয়ে তাঁহার

পরামর্শ লইয়া অতিশয় সমাদর করিতেন। এইরূপে ভ্রাতা ভগ্নী এবং পিতা কয় জনে একবাক্য হইয়া পলায়নের যুক্তি স্থির করিয়া নিজ নিজ শয্যায় শয়ন করিতে গেলেন।

রজনী ক্রমে ক্রমে নিশীথ হইলে, দুর্ভাবনা হেতু কোন প্রকারেই খন্দেশাধীশের নিদ্রা হইল না, শয্যা যেন কন্টকের ন্যায় তাঁহার শরীরে বিদ্ধ হইতে লাগিল। ধারাবাহিক অশুভচিন্তা সকল তাঁহার অন্তঃকরণে প্রবল হইয়া উঠিলে, তিনি কোন প্রকারে আর শয়নগৃহে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। উদ্বেগ দূরকরণ প্রত্যাশায়, অন্তঃপুরের সহিত সংলগ্ন যে একটি প্রকাণ্ড দালান ছিল, সেই দালানে উপস্থিত হইয়া পাদচালন আরম্ভ করিলেন। ঘোর অন্ধকার রাত্রি, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলেই নীরব, প্রাণীমাত্রের কলরব শুনা যায় না, গগণমণ্ডল কোয়াশাতে একেবারে আচ্ছন্ন, শূন্যমার্গ হইতে বিন্দু বিন্দু শিশির ভূমিতলে পতিত হইতেছিল। বিষম জ্বরের প্রাদুর্ভাবে মনুষ্যের শরীর যেরূপ উত্তাপিত হয়, ঘোরতর দুর্ভাবনায় সম্ভ্রান্ত আমীরবরের মস্তকদেশ সেইরূপ উষ্ণ হইয়াছিল, অতএব অস্বাস্থ্যকর শিশির পতনে তাঁহার কোন অনিষ্ট হইল না, বরং শীতল বায়ু এবং শিশিরজলের শৈত্যগুণ দ্বারা তাঁহার মূর্দ্ধভাগ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক শীতল হইল।

লোদি খাঁ চঞ্চলচিত্তে ঐ প্রশস্ত দালানের এ ধার ওধার পর্য্যন্ত পদ সঞ্চালন করিতেছিলেন, এমত সময়ে সন্নিহিত অন্তঃপুরের মধ্য হইতে একেবারে বহু জনের

কাতরশব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। বিপুল পীড়া বা যাতনা হেতু মানবগণ যেপ্রকার ইঃ, উঃ, আঃ! শব্দ করিতে আরম্ভ করে, অন্তঃপুরস্থিত রমণীগণ যেন সেইরূপ আর্ত্তধ্বনি করিতেছে। ভূপাল সবিস্ময়চিত্তে সত্বর অঙ্গনাদিগের আবাসস্থানে প্রবিষ্ট হইয়া শুনিলেন, যথার্থই তাহা অত্যন্ত যন্ত্রণাসূচক শব্দ, ইহাতে কোন সংশয় নাই। অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া তিনি একে একে স্বীয় পত্নীদিগের দ্বারদেশে উপস্থিতিপূর্ব্বক, কি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা জানিতে আকাঙ্ক্ষী হইলেন। কিন্তু প্রদীপ নির্ব্বাণ থাকাতে কিছুই দেখিতে পাইলেন না, ভয়ে তাঁহার বক্ষঃস্থল কম্পমান হইতে লাগিল। ক্রমে পূর্ব্বশ্রুত কাতরশব্দও আর তাঁহার কর্ণগোচর হইল না, সকলই যেন একেবারে নিস্তব্ধভাবে স্থির হইয়া রহিল। যে যে কামিনী পূর্ব্বে একবার রাজবাক্য শুনিলে সসম্ভ্রমে বাহির হইয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিত, তাহাদিগকে তিনি কতবার ডাকিলেন, তথাপি উত্তর পাইলেন না। কিকারণে এতাদৃশ ঘটনা হইল, খন্দেশাধীশ ভাবিয়া তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অতএব উৎকণ্ঠাতে তাঁহার অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হইলে, তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন দুর্ভাগ্যের সঙ্গে২ নানা বিপদ ঘটে, নিশ্চয় বোধ হইতেছে দুরদৃষ্ট বশতঃ অবশ্যই আমার কোন ভয়ঙ্কর বিপত্তি উপস্থিত হইয়া থাকিবে।

এইরূপে উৎকণ্ঠিত আমীর অপরিসীম বিপদ নিশ্চয় করিয়া এক প্রণয়িনী ভার্য্যার গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। একে অস্থির চিত্ত তাহাতে আবার

ঘোর অন্ধকার, সম্মুখস্থিত কোন বস্তুই দেখিতে পাইবার সুযোগ ছিল না। একারণ তাঁহার বদনমণ্ডলে একটা বাধা লাগাতে তিনি ব্যথিত হইয়া ভূমিতলে পড়িলেন। সাশঙ্কচিত্ত নৃপতিমহাশয় পুনর্ব্বার গাত্রোত্থান করিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ বিলম্বে তাঁহার অনুভব হইল, ঐ গৃহের পার্শ্ববর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র কুটীরের ভিতর অল্পং মিট্‌মিট্‌ করিয়া একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। পাশাপাশি দুই-গৃহেরই মধ্যস্থলে একখান যবনিকা আবদ্ধ ছিল, এ কারণ প্রদীপ থাকিলেও এক স্থানের বস্তু অন্যস্থান হইতে দেখা যাইত না। সংশয়াপন্ন হইয়া মহাত্মা আমীর ঐ অসূক্ষ্ম বস্ত্রের যবনিকাখান উত্তোলন করিবামাত্র দেখিলেন, রক্তাক্ত হইয়া তাঁহার এক প্রেয়সীর মৃতদেহ ভূমিতলে নিপতিত আছে। তদ্দর্শনে তাঁহার চিত্তে একেবারে ঔদাস্য জন্মিল।

তখন প্রদীপটা হস্তে লইয়া লোদিখাঁ পূর্ব্বে যে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার তন্মধ্যে প্রত্যাগত হইলেন। আসিয়া দেখেন যে গৃহের অভ্যন্তরভাগে তিন চারি অঙ্গুলী রক্ত একেবারে বসিয়া গিয়াছে, তন্মধ্যবর্ত্তী তাবৎ বস্তুই লোহিতবর্ণ, শ্বেত বা পীতবর্ণের একটিও সামগ্রী তিনি দেখিতে পাইলেন না। ইহাতে পূর্ব্বশ্রুত কাতর শব্দের ভয়ানক নিগূঢ়ভাব তাঁহার উপলব্ধ হইল। প্রদীপটা মধ্যস্থলে রাখিয়া গৃহের চারি দিক দর্শন করিবামাত্র তিনি একে একে আপন ভার্য্যা সকলকে মৃতা দেখিতে পাইলেন। অবলাদিগের হস্তে এক এক খান তীক্ষ্ণ

ছুরিকা রহিয়াছে, সকলেরই কণ্ঠদেশ ছিন্ন, কাহারওই সম্পূর্ণরূপে প্রাণ বাহির হয় নাই। কেবল হস্তপদাদির অল্প অল্প আস্ফালন হইতেছিল।

এইরূপে লোদিখাঁ অন্তঃপুরস্থিত সকল গৃহেই নিজ প্রেয়সীদিগের মধ্যে কাহাকেও মৃত এবং কাহাকেও মুমূর্ষু দেখিয়া শোকে অজ্ঞানাভিভূত হইলেন। ক্ষণকাল বিলম্বে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া সজল নয়নে তিনি এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, হায়! বিধাতার কি বিড়ম্বনা, আমি কুকর্ম্ম করিয়া লাহোর নগরে কেন আসিয়াছিলাম, দুর্ব্বৃত্ত বাদসাহের প্রবঞ্চনাতে আমার একপ্রকার গৃহ শূন্য হইল, এই সকল কামিনীদিগের প্রাণবিনাশের মূল কারণ আমি, অতএব এ প্রাণ ধারণ করাতে কোন লাভ নাই। আহা! প্রণয়াস্পদ কামিনীগণ, পাছে মম শত্রুর হস্তে পতিত হইতে হয়, পাছে দুর্ব্বৃত্ত বাদসাহ তাহাদের সতীত্ব নষ্ট করে, পাছে তদ্দ্বারা উজ্জ্বল লোদি বংশে কলঙ্ক উৎপন্ন হয়, এই ভয়ে আত্মহত্যার দ্বারা লোকযাত্রা সম্বরণ করিল। এখন আমি ইহাদিগের হত্যারূপ অপযশ কিসে সম্বরণ করি। প্রাকৃতিক মায়ার বশবর্ত্তী হইয়া সাহসী পুরুষ লোদি খাঁ কান্তাদিগের শোকে এইরূপ কতই ক্রন্দন করিলেন, অবিশ্রান্ত অশ্রুবারি তাঁহার নয়ন যুগল হইতে বহিয়া ভূমিতল পর্য্যন্ত পড়িতে লাগিল।

আজমৎ ও জাহানিরার মাতা লোদিখাঁর সর্ব্বপ্রধানা রাজ্ঞী ছিলেন, শবদিগের মধ্যে তাঁহাকে ভূমিতলশায়িনী দেখিয়া তিনি কোনমতেই ধৈর্য্যাবলম্বন

করিতে পারিলেন না, শোকে উন্মত্তের ন্যায় প্রিয়-তমার বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়া তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন প্রাণেশ্বরি! ধরণী তলে তুমি এক প্রকৃত সাধ্বী স্ত্রী ছিলে, তোমার গর্ব্ভ রত্নগর্ব্ভ, বিধবা এবং অপমানিতা হইবার ভয়ে তুমি স্বীয় দেহ পরি-ত্যাগ করিয়া আপন ধর্ম্ম রক্ষা করিলে, হায়! আমি জীবিত থাকিয়া কেবল দুঃখ ভোগ করিতে লাগিলাম। রে দুরাত্মন্ সাজেহান তো হতে আমার কি সর্ব্বনাশ হইল। লাহোর নগরে আনাইয়া তুই যে আমার এত অপকার করিবি, স্বপ্নেও আমি এমন অনুভব করি নাই। হায়! তুইই এই সকল স্ত্রীহত্যার মূল, তোর মত পাপিষ্ঠ এ ভূমণ্ডলে নাই। এই রূপ বাদসাহকে কতই কটুবাক্য কহিতে লাগিলেন। পরে আপন পুত্র কন্যা সকলগুলিকে ডাকিয়া তিনি একত্রে শপথ করি-লেন, দুর্ব্বৃত্ত বাদসাহকে এই সকল অনিষ্টাচারের নিমিত্ত আমরা বিশেষ প্রতিফল দিব, প্রাণান্তেও এই প্রতিজ্ঞা কখন লঙ্ঘন হইবে না।

স্বভাবতঃ স্ত্রীজাতির কোমল অন্তঃকরণ, কোন বিপদ ঘটিলে অনায়াসে শোক সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাহারা অত্যন্ত অধীরা হয়। জাহানিরা মাতা এবং বিমাতাদিগকে মৃতাবস্থায় ভূমিতলশায়ি-নী দেখিয়া মনস্তাপে বিচেতনা প্রায় হইলেন। লোদি খাঁ মহাশয় তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা অনেক বুঝাইলে পর, তিনি স্বাভাবিক জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জননীর চরণ ধারণ পূর্ব্বক এই কথা কহি-তে লাগিলেন, মাতঃ! যে ব্যক্তির ভয়ে তুমি আত্ম-

ঘাতিনী হইয়াছ, যে আমাকে এত দিনের পর মাতৃঃ হীনা করিল, যে পাপিষ্ঠ আমার পিতার মনে শোক-শেল বিদ্ধ করিয়াছে, যদি আমি যথার্থ তব গর্ব্ভজাতা হই তবে যেন অবিলম্বেই ইহার প্রতিফল দিতে পারি।

পরে লোদিখাঁ অশ্রুপূর্ণ নয়নে আপন পুত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসগণ! মৃতা রমণীদিগের সৎকার্য্য করা সর্ব্ব বিধায়ে কর্ত্তব্য, অতএব উহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনে তোমরা আমাকে সাহায্য কর। পিতৃ আজ্ঞায় রাজপুত্রেরা শবদিগকে উঠাইয়া তাহাদের রক্তাক্ত বস্ত্র সকল বিমোচন করিলেন, আর অতি শুভ্র ধৌত বস্ত্র দ্বারা ঐ সকল মৃতদেহ আচ্ছাদন করত এক শয্যায় তাহাদের সকলকেই উপর্য্যুপরি রাখিলেন। অন্তঃপুরের সন্নিকটে একটি মনোহর পুষ্পোদ্যান ছিল, ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক আত্মজদিগের সহকারে লোদিখাঁ ঐ স্থানে মৃতা প্রেয়সী দিগকে বহন করিয়া লইয়া গেলেন। তথায় পিতা ও পুত্রগণ সকলেই অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া ক্ষণকালের মধ্যে একটা অতি গভীর গর্ত্ত খনন করিলেন, এবং স্বর্ণময়ী প্রতিমার ন্যায় রাজ্ঞীদিগের মৃত দেহগুলিন একত্রে বন্ধন করিয়া তন্মধ্যে নিক্ষেপ করত মৃত্তিকা দ্বারা ঐ গর্ত্তটা পূরাইয়া দিলেন।

কুলগুরু পুরোহিত মহাশয় তৎকালে বর্ত্তমান না থাকাতে ধর্ম্মশাস্ত্রাভিমত সংহিতা অথবা প্রার্থনার পদ্ধতি পাঠ হইল না। কেবল রাজা ও তাঁহার তনয়দ্বয় কবরের ধারে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে আন্তরিক প্রতিজ্ঞা সকল প্রকাশ করিয়া

কহিলেন, “যথার্থ যদি উন্নত লোদিবংশে আমাদিগের জন্ম হইয়া থাকে, তবে নিরপরাধিনী অবলাদিগের রক্তস্রোতের প্রতিফল যেন অবিলম্বেই দুঃশীল সাজেহান আমাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়”। ব্যগ্রচিত্ত খন্দেশাধীশের এই আন্তরিক বাক্য সকল স্মৃতিস্তম্ভ স্বরূপে ঐ কবর স্থানে চিরন্তনস্থায়ী রহিল। ঐ স্তম্ভ আর কেহ দেখিতে পাইল না, কেবল পরমেশ্বরই স্বর্গধাম হইতে ঐ কবরের উপর বিপুল দুঃখের স্তম্ভ দেখিতে লাগিলেন।

রাজ্ঞীদিগের সৎকার্য্য সম্পাদন করিয়া না আসিতে আসিতে পূর্ব্বদিক্ রক্তিমবর্ণ হইল। লোদি খাঁ আপনার অনুগামী ও কন্যা পুত্র দিগকে অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে সুসজ্জিত হইতে কহিলেন। গত ভয়ঙ্কর ব্যাপার দ্বারা তাঁহারা অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন, প্রাণের ভয় কিছুমাত্র ছিল না, অতএব দুঃসাহসিক কর্ম্মসাধনে তৎপর হইয়া তাঁহারা পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালনে যত্নবান হইলেন। কি আশ্চর্য্য! তাঁহাদিগের সঙ্খ্যা অতি অল্প, যুবরাজ মুরাদের সৈন্যদিগের সহিত তুলনায় তাঁহারা এক প্রকার বিন্দুসদৃশ। কিন্তু প্রবল বাহুবল সহকারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া রাজপরিবারগণ উন্মত্তের ন্যায় দুঃসাধ্য সাধনে উদ্যত হইয়াছিলেন। অতএব সিন্ধুবৎ সাজেহানের সৈন্যকে তাঁহারা বিন্দুবৎ জ্ঞান করিলেন। লোদি খাঁ আপন অসীম বল এবং সাহসের উপর নির্ভর করিয়া একে একে পুত্রদ্বয় এবং কন্যাটীর মুখচুম্বন করিলেন, এবং মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দপূর্ব্বক তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে সাহস প্র-

দান করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হয়ত প্রেয়সীরা যে পথে গিয়াছেন অদ্য আমরা সকলেই সেই পথে যাইব, অথবা শত্রুহস্ত হইতে এই প্রাণতুল্য সন্তানগুলির জীবন রক্ষা হইলেও হইতে পারে।

খন্দেশরাজ্য হইতে আসিবার সময়ে লোদি খাঁ যে সকল মহাবলবান্ অশ্ব আনিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যাহারা তীরের ন্যায় দ্রুতগামী, এমন চারিটি তুরঙ্গ আনিয়া, অগ্রে আপনি আরোহণ করিলেন, তৎপশ্চাৎ পুত্রদ্বয় এবং সর্ব্বশেষে জাহানিরাকে আরোহণ করাইলেন। এইরূপে চারি জনে অশ্বারূঢ় হইয়া একেবারে আবাসবাটীর দ্বার বিমোচন পূর্ব্বক সত্বরে প্রস্থান করিলেন। চক্ষুর নিমিষে মনোহর ঘোটকগণ সন্ সন্ শব্দে বহির্গত হইয়া আমীরবরের বাটী ছাড়াইয়া অনেক দূরে অগ্রসর হইল। হঠাৎ খন্দেশাধীশকে পুত্র কন্যা সমভিব্যাহারে বিনির্গমপথ দ্বারা নির্গত হইতে দেখিয়া, সাজেহানের সৈন্যগণ অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইল। বায়ুভরে কদলীপত্র যেরূপ প্রকম্পিত হয়, তদ্রূপ কম্পান্বিত কলেবরে সশঙ্কচিত্ত হইয়া তাহারা মনে ২ বিবেচনা করিল, অহো! এই অত্যল্পসঙ্খ্যক সম্ভ্রান্ত লোকদিগের কি সাহস! এতাদৃশ বীর্য্যবন্ত পরিবার এই ধরণীতলে কখন আমরা দেখি নাই। ইহাঁদের কি তেজঃ! প্রাণের ভয় কিছুমাত্র নাই।

ক্ষণকাল এইরূপ বিবেচনা করণানন্তর ঘূর্ণিত বায়ুর ন্যায় কতগুলা রাজসৈন্য একেবারে দৌড়া দৌড়ি অগ্রসর হইয়া লোদি খাঁর পথাবরোধ করিল। অস্ত্রবলে বীরবর তাহাদের অনেককেই প্রাণে নিহত করিলেন।

তখনও উষাকাল ছিল, অরুণরাজ সম্পূর্ণরূপে নিজ প্রভা দিঙ্মণ্ডলে প্রকাশিত করেন নাই, অল্প ২ অন্ধকার। এই সময়ে অভাবনীয় এই অসম্ভাবনীয় ঘটনা দ্বারা সৈন্যগণ চকিত হইয়া উঠিল। তাহারা হঠাৎ তাঁহাদিগকে বাধা দিতে উদ্যত হওয়াতে, তাহাদের মধ্যে সাতিশয় বিশৃঙ্খলতা ঘটিল। গোলে যাহারা সম্মুখাগত হইয়া লোদি খাঁ বা তদনুবর্ত্তীদিগের গতিরোধ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়, তীক্ষ্ণ খড়্গ দ্বারা তাঁহারা তাহাদিগেরই মস্তক চ্ছেদন করেন।

এইরূপে সাজেহানের সৈন্যদিগকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যে অধিরাজ খন্দেশেশ্বর লাহোর রাজ্যের দ্বারের নিকট উপনীত হইলেন। হত এবং আহত সৈন্যদিগের রুধিরে রাজপথ সমুদয় আর্দ্র হইয়া গেল। অসঙ্খ্য শবসমূহে পথ ঘাট সকল পরিপূর্ণ হইয়া রহিল। আহত লোকদিগের কাতর শব্দে পাষাণচিত্ত মানবদিগেরও অশ্রুপতন হইতে লাগিল। কত শত রমণীগণ হা নাথ! হা নাথ! বলিয়া ইতস্ততঃ রোদন করিতে আরম্ভ করিল। শৃগাল কুক্কুর প্রভৃতি মাংসাশী জন্তুগণ পরমাহ্লাদে অপর্য্যাপ্ত রক্তমাংস ভোজন করিতে লাগিল। লাহোর নগরের সকল স্থানেই ক্ষণকাল মধ্যে কেবল হাহাকার ধ্বনি হইয়া উঠিল। প্রাণ ভয়ে মুরাদের অবশিষ্ট সৈন্যেরা তাঁহাদিগকে বাধা দিতে আর উদ্যোগ করিল না। সুতরাং লোদি খাঁ এবং তৎপুত্রদ্বয় ও কন্যাটী বিপক্ষদিগের মধ্যদিয়া অনায়াসে পলায়নপুরঃসর আপনাদিগের প্রাণ রক্ষা করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

শত্রুহস্তে জাহানিরার পতন। মুরাদের সহিত তাঁহার কথোপকথন ও যুদ্ধ। জাহানিরার মুক্তি। নদীদ্বারা লোদি খাঁর গতি অবরোধ। সাজেহানের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ ও বহুসৈন্য বিনাশ। রজনীযোগে লোদি খাঁ এবং তৎপুত্রদিগের সভা, নদীতে ঝম্প দিয়া লোদি খাঁর পলায়ন।

এক দণ্ডের মধ্যেই লোদি খাঁর সহিত রাজসৈন্যদিগের পূর্ব্বোক্ত সংগ্রাম সম্পূর্ণ হইয়াছিল। আক্রমণকারিরা সহসা ঐ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াতে, অনেকেই ভূমিতলে নিপতিত হইয়া একেবারে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আক্রান্ত লোকদিগের কেহই সাজ্যাতিক আঘাত প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহাদের শরীরের কোন কোন স্থানে আঘাত লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু সাতিশয় সাহসে তাঁহারা সমরে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এজন্য ঐ আঘাতের বেদনাকে তাঁহারা বেদনা জ্ঞানই করেন নাই। রাজকন্যা জাহানিরা আরবদেশীয় এক অশ্বের উপর আরূঢ়া হইয়া অনতিবিলম্বে পিতার পশ্চাদ্ভাগে গমন করত যখন নগরের নির্গমদ্বারে উপনীতা হইলেন, তৎকালে যুবরাজ মুরাদ দ্রুতগতি আসিয়া তাঁহার পথাবরোধ করিয়া দেখিলেন, সুন্দরীর হস্তস্থিতা তরবারিখানি রক্তে একবারে অভিষিক্ত হইয়াছে। অসঙ্খ্য সৈন্যদলের মধ্যদিয়া কামিনী বীরপুরুষ অপেক্ষাও বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক রণে আবৃতা হইয়াছিলেন,

এজন্য মনে মনে যুবরাজ তাঁহাকে ও তাঁহার সাহসকে বিস্তর প্রশংসা করিলেন।

অনন্তর মুরাদ উচ্চৈঃস্বরে জাহানিরাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুন্দরি! আর তুমি পলাইতে পারিবে না, আমি তোমার গতিরোধ করিলাম। এই কথা কহিয়া তিনি রাজকন্যার অশ্বটার মুখবন্ধন ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বীরতনয়া তৎ-ক্ষণাৎ নিজ তুরগের পার্শ্বদেশে পদাঘাত করিয়া তাহাকে উন্নত করাতে যুবরাজের সে মানস সিদ্ধ হইল না।

ইতিপূর্ব্বে জাহানিরার পিতা এবং ভ্রাতৃগণ দ্রুত-গামী অশ্বের সহকারে নগর পরিত্যাগ করিয়া কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়া ছিলেন, কোমলাঙ্গী রাজনন্দিনী তত শীঘ্র নিজ অশ্ব সঞ্চালনে অপারক হওয়াতে, নগর-বেষ্টিত প্রাচীরের বহির্ভাগে যাইতে পারেন নাই সুতরাং বিলম্ব হওয়াতে তাঁহাকে প্রাচীরের ভিতরেই, থাকিতে হইয়াছিল। তদ্দর্শনে এক জন সৈনিক পুরুষ সাতিশয় ব্যস্ত হইয়া তাঁহার ঘোটকের মুখবন্ধন ধরিল। ড্যামাস্কস্ দেশোৎপন্ন সুতীক্ষ্ণ একখানি তরবারি জাহানিরার হস্তে থাকাতে তিনি একাঘাতে ঐ সিপাহীর বাহুদ্বয় কাটিয়া ফেলিলেন। আহত ব্যক্তি যাতনাতে অত্যন্ত উন্মা করিয়া আর এক জন অনুচর-কে ডাকিয়া বলিল, তুমি যত্নপূর্ব্বক এই দুষ্টা কামিনীর প্রাণবধ কর। এই কথাতে ঐ অবোধ মনুষ্য লম্ফ প্রদান করিয়া যেমন জাহানিরাকে ধরিবার উপক্রম করিল, অমনি ঐ রাজসুতা তাহার গলদেশে আপন

অস্ত্র বিদ্ধ করিলেন। সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সিপাহী কিছুই করিতে পারিল না, সে ভূমিতলে পতিত হইয়া একেবারে পঞ্চত্ব পাইল। মুরাদ নিজ সৈন্যদিগকে আজ্ঞা করিলেন, স্থির হও, রাজকন্যাকে ধৃতা করিবার নিমিত্ত আমি তোমাদের সাহায্য চাহি না, এই কথা কহিয়া তিনি নিজ অশ্বকে জাহানিরার প্রতি ধাবমান করিলেন।

যুবরাজ জাহানিরার সন্নিকটে উপনীত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করত কহিলেন, "কেমন রাজকন্যে! এক্ষণে তুমি আমাদিগের কারাগৃহবাসিনী হইলে"।

প্রত্যুত্তর প্রদানে জাহানিরা আপন অঙ্কস্থ একখান ছুরিকা হস্তে লইয়া গর্ব্বিত বাক্যে রাজতনয়কে কহিলেন, "যুবরাজ! মনেও করিও না, কারারুদ্ধা হইয়া আমি জীবন ধারণ করিব। অনুগ্রহ পূর্ব্বক তুমি আমাকে নগরের দ্বার বিমোচন করিয়া দাও, আমি অশ্বসঞ্চালন করত পিতামহাশয়ের সহিত পুনর্ব্বার সংমিলিতা হই; নতুবা এখনই এই ছুরিকা দ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ মৃত কলেবর তোমাকে প্রদান করিব। প্রতিফল দিবার বাসনা হয়তো ঐ বিচেতন বপুতে তুমি যথেচ্ছা দণ্ড প্রদান করিও, জীবিতাবস্থায় আমাকে লইয়া যে অসদাচার করিবে, এমন বিবেচনা কখনই করিও না"।

মুরাদ কহিলেন, "রাজতনয়ে! তুমি প্রসিদ্ধ লোদিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, এ কথা তোমার বাচ্য নহে, দুরদৃষ্ট বশতঃ বিপদে অবসন্ন হইয়া শুদ্ধ ভীরুলোকেরাই আত্মহত্যা দ্বারা আপনাদিগের প্রাণ পরিত্যাগ

করে, সদ্বংশোদ্ভবা কামিনী কখনই এমন কর্ম্ম করিবে না"।

জাহানিরা প্রত্যুত্তর করিলেন, যুবরাজ! বিনা কারণে আত্ম হত্যায় প্রবৃত্ত হওয়া অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম, ইহা আমি উত্তমরূপ জানি। আত্মঘাতী লোকদিগের কখনই মুক্তি হয়না, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ বটে। কিন্তু অত্যাচারী রাজাদিগের অস্থির বাসনা সম্পূরণে কেবল নিস্তেজ ভীরু লোকেরাই সম্মত হইয়া থাকে। তুমি একবার মহা সঙ্কট হইতে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ, এখন সেই জীবন কি নিজ দাসত্বাধীন করিতে অভিলাষ কর? রাজনন্দন! তাহা হইলে তোমার পূর্ব্বোপকার সকলই বৃথা হইবে, উপকারী এবং উপকৃত লোকদিগের মধ্যে যে সম্বন্ধ থাকা উচিত, তাহা আর কদাচ থাকিবে না। সত্য কথা কহিতে হানি কি? আমি তোমার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া নিজ প্রাণ পরিত্যাগ করিব, অবলা স্ত্রী জাতি বলিয়া অসমতুল্য বোধে তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিও না, সহজে এ নারীকে পরাভব করা তোমার পক্ষে সুকঠিন হইবে।

এই কথা কহিয়া সাহসিকা কামিনী কশাঘাত দ্বারা চক্ষুর নিমিষে যুদ্ধের অশ্বটিকে মুরাদের অভিমুখে লইয়া গেলেন, এবং কোন কথা না বলিয়া একেবারে যুবরাজের মস্তকদেশে অস্ত্রাঘাত করিবার উপক্রম করিলেন, তদ্দর্শনে সুবুদ্ধিমান রাজনন্দন নিজ অশ্বের বল্গা‌ আকর্ষণ পূর্ব্বক পশ্চাতে হটিয়া যাওয়াতে, রাজকন্যার সাংঘাতিক আঘাত তাঁহার মস্তকে লাগিল না। ঘোটকটার স্কন্ধদেশে উহা ভয়ানক রূপে বিদ্ধ

হওয়াতে ধারাবাহি রক্তস্রোত নির্গত হইতে লাগিল। এইরূপে সুন্দরীকে সমরানলে প্রবৃত্তা দেখিয়া মুরাদ বিস্ময়াপন্ন হওত বাধা দিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু নিজে তৎশরীরে আপন অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন না। অনন্তর রাজতনয়া প্রাণপণে নিজ অস্ত্র সঞ্চালন করিতে করিতে, অবশেষে তাঁহার বাহুদ্বয়ে এক ভয়ঙ্কর আঘাত করিলেন। সৈন্যগণ এক অবলারমণী কর্ত্তৃক আপনাদিগের সেনাপতি বীর পুরুষকে আহত হইতে দেখিয়া, সাতিশয় ক্রোধপরবশ হইল, এবং ব্যস্তসমস্ত হইয়া রাজতনয়ার প্রাণ বধ সঙ্কল্পে তাহারা যুবরাজের সাহায্য করিতেআইল।

ইত্যবসরে জাহানিরা নিজ অশ্বকে কশাঘাত করত লাহোর নগরের বহির্দ্বারে উপনীতা হইলেন। রাজপুত্র মুরাদ কস্মিনকালেও নারীজাতির এতাদৃশ শৌর্য্য বীর্য্য দেখেন নাই, অতএব তিনি একেবারে আশ্চর্য্য ও বিমোহিত হইয়া আপন সৈন্যবর্গকে কহিলেন, রাজতনয়ার পশ্চাদ্বর্ত্তী তোমাদিগকে হইতে হইবে না। ওহে দৌবারিক প্রহরীগণ, তোমরা দ্বার বিমোচন কর, রাজবালা যথায় ইচ্ছা তথায় প্রস্থান করুন। প্রভুর আজ্ঞায় প্রতিহারীগণ নগর-নির্গমের দ্বার খুলিয়া দিলে, জাহানিরা তীরের ন্যায় আপন অশ্ব চালাইয়া দিলেন। যদিও তাঁহার পিতা এবং ভ্রাতৃগণ নগর পরিত্যাগ করিয়া ছয় ক্রোশ দূরে গিয়াছিলেন, তথাপি তিনি দ্রুতগামী অশ্বের সহকারে এক দণ্ডের মধ্যে পুনর্ব্বার তাঁহাদের সহিত মিলিলেন।

খন্দেশাধিপ এবং তদনুবর্ত্তীদিগের পলায়নের বার্ত্তা ক্রমে লাহোর রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। সাধারণ প্রজামণ্ডলী ও নগরীয় লোকদিগের জয়ধ্বনি আর কোলাহলের শব্দে মেদিনী কম্পমানা হইল। রজনী প্রভাতা হইয়াছে, কিরণ বিশিষ্ট অরুণরাজকে পূর্ব্বদিকে উদয় হইতে দেখিয়া বনচর পশু এবং বিহঙ্গমেরা আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। মহারাজ সাজেহান সুবর্ণের পর্য্যঙ্কোপরি অতি মনোহর এক কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া ছিলেন, জনসমূহের কলরবে হঠাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সচকিত ও সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া তিনি শয্যা হইতে একেবারে গাত্রোত্থান করিলেন। ভয়ে প্রকম্পিত কলেবর, (তবুও গত রাত্রির ঘটনার তিনি কিছুই জানিতেন না) অতএব অচিন্তনীয় ঘোরতর গোলযোগের শব্দ শুনিয়া বাদসাহ মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, সাধারণ প্রজাবর্গের নিকটে লোদিখাঁর অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, বোধ হয় সে ব্যক্তিকে পরিমুক্ত করিবার জন্য জনসমাজ রাজবিদ্রোহী হইয়াছে।

এই নিশ্চয় করিয়া সাজেহান দূতদিগকে আজ্ঞা করিলেন, "তোমরা শীঘ্র শীঘ্র রাজপ্রাসাদের বহির্ভাগে যাইয়া কোলাহলের যথার্থ কারণ জানিয়া আমার নিকটে প্রকাশ কর"। রাজাজ্ঞায় দূতেরা তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বাদসাহের নিকটে নিবেদন করিল, "মহারাজ! অদ্য উষাকালে লোদিখাঁ মহাশয় আপন পুত্র কন্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজধানী লাহোর নগরের সীমা পরিত্যাগ করিয়াছেন, কোলা-

হলের মূল কারণ এই”। পরম শত্রুর পলায়ন সংবাদ শ্রবণ করিয়া সাজেহানের ক্রোধের আর ইয়ত্তা রহিল না, তিনি রাজসভাস্থ প্রধান একজন ভট্টরাজকে কহিলেন চতুরঙ্গিনী সৈন্য সঙ্গে লইয়া তুমি পলাতক আমীরকে ধরিয়া আন, দুরাত্মাকে সজীব বা নির্জীব আনিতে পার, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। এই আজ্ঞায় ভট্টরাজ অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত লোককে সঙ্গে লইয়া লোদিখাঁকে ধরিতে গমন করিলেন।

খন্দেশাধিপতির পুত্র আজমৎ প্রকাশ্য রাজসভাতে ভট্টরাজকে আক্রমণ করিয়া তাহার অপমান করিয়া ছিলেন, এই ক্রোধ তাহার অন্তঃকরণে অহরহঃ প্রজ্বলিত ছিল। সম্প্রতি বাদসাহের অনুমতিতে তিনি আগ্রহ পূর্ব্বক সেনাপতিত্ব পদ গ্রহণ করিয়া মনে ২ বিবেচনা করিলেন, যুবক যোদ্ধা আমীরপুত্রকে আমি এই সুযোগে যথাবিহিত দণ্ড প্রদান করিব। তিনি রাজসভাতে অতীব আস্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, এবার তাহার কেমন সাহস এবং পরাক্রম তাহা উত্তম উপলব্ধি হইবে। বিদ্বেষ হেতু উন্মত্তপ্রায় হইয়া রাজকুলবেত্তা বাদসাহসমীপে অহঙ্কার করিতে লাগিলেন, মহারাজ! চিন্তা করিবেন না, আমি এক পক্ষের মধ্যেই লোদিখাঁ ও তৎপুত্রদিগের মস্তক আপনকার সমক্ষে আনিয়া দিব, চন্দ্রকলার হ্রাস না হইতে হইতে মহাশয়ের বিপক্ষবর্গ আমার হস্তে নিধন প্রাপ্ত অথবা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

অবোধ কুলপণ্ডিতের এইরূপ মিথ্যা শ্লাঘায় সাজে-

হান বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন, আর মনে২ বিবেচনা করি-
লেন, লোদি বংশের উপরে ইঁহার বড়ই বিরাগ দেখি-
তেছি, প্রাণপণ করিয়া যাহাতে তাহাদের সমূলে উ-
চ্ছেদ হয়, ইনি এমন যত্ন করিবেন, অতএব সেনাপতিত্ব
পদের ইনি উপযুক্ত ব্যক্তি, ইহাঁর দ্বারা আমার মন-
স্কামনা সিদ্ধ হইতে পারিবে সন্দেহ নাই।

ভট্টরাজ তাতারজাতীয় এক বলবান্ পুরুষ ছিলেন,
তাহার উপাধি কালমুখ। কালমুখ শৌর্য্য বীর্য্য ও
তেজস্বিতায় অত্যন্ত মহান্ বলিয়া বাদসাহ সমীপে
সাতিশয় প্রতিপন্ন ছিলেন। প্রথমে তিনি এক সামান্য
সিপাহীর পদ অবলম্বন করিয়া রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হন,
পরে যুদ্ধবিষয়ে তাহার অসীম বল এবং সাহস দেখি-
য়া বাদসাহ ক্রমে২ তাহাকে রাজসভাতে প্রধানত্ব পদ
প্রদান করেন। সামান্য সিপাহী থাকিয়া যে ব্যক্তি
একেবারে সৈন্যাধ্যক্ষ হয়, তাহার অহঙ্কারের আর
পরিসীমা থাকে না, পৃথিবী শুদ্ধ তাবৎ বীরগণকে সে
তৃণবৎ জ্ঞান করে, এবং সকল সম্ভ্রান্ত লোককেই আপ-
নার সমতুল্য জ্ঞান করে। অতএব উচ্চপদাভিষিক্ত
হইয়া কালমুখ মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি লোদি
বংশের সহিত সম্পর্ক করিয়া আপন খ্যাতি এই ধরণী-
তলে চিরন্তন স্থাপিত করিব। এই প্রত্যাশায় ঐ
নির্ব্বোধ ব্যক্তি পূর্ব্বাপর বিবেচনা কিছুই করিলেন না,
একেবারে ভ্রান্ত হইয়া তিনি স্থির প্রতিজ্ঞা করিলেন
রূপলাবণ্য হেতু লোদি খাঁর দুহিতা সর্ব্বত্র প্রশংস-
নীয়া, সর্ব্বসাধারণেই বলে, তত্তুল্য পরমসুন্দরী এই
ভারতবর্ষের কোন রাজকন্যাই নহে। বিশেষতঃ রাজ-

বংশের মধ্যে লোদি এবং তৈমুর বংশ সর্ব্বাগ্রগণ্য, অতএব সর্ব্ববিধায়ে উপযুক্তা জাহানিরাকে বিবাহ করিয়া আমি লোকসমাজে সর্ব্বপ্রধান রূপে পরিগণিত হইব।

কালমুখভট্ট জাহানিরাকে পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই, শুদ্ধ জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া তিনি দৃঢ় বিশ্বাস করিলেন, রাজতনয়া রূপে গুণে অবশ্যই শ্রেষ্ঠা হইবেন, একারণ তিনি মনে২ প্রতিজ্ঞা করিলেন, এতাদৃশ লাবণ্যবতী কামিনীকে আমি অবশ্যই বিবাহ করিব। অনন্তর কালমুখ খন্দেশাধীশের নিকট একজন দূত প্রেরণ করিয়া রাজকন্যার সহিত নিজ পরিণয় প্রস্তাব করিলেন। লোদি খাঁ এবং জাহানিরা এই বার্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কালমুখের দূতকে বিস্তর ভৎসনা করত তাহার প্রভুকেও অনেক কটু-বাক্য কহিলেন।

দূত প্রত্যাগত হইয়া এই সকল অপমানের কথা নিজ প্রভুর সমীপে কহিলে, তাঁহার দ্বেষানল একেবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কালমুখ অন্তরে ভাবিতে লাগিলেন, এক অবলা নারী কর্ত্তৃক ঘৃণিত এবং অপমানিত হওয়া সামান্য ক্ষোভের বিষয় নহে, যাবজ্জীবন এদুঃখ আমার কখন যাইবে না। ভাল, অহঙ্কারী রাজপরিবার আমার যেমন অপমান করিয়াছে, কিয়দ্দিন বিলম্বে আমি তাহাদিগকে সেইরূপ দণ্ড করিয়া তাহার উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিব। কালমুখ ইহাও ভাবিলেন পূর্ব্বে আমি উগ্রস্বভাব যুবা পুরুষ আজমতের প্রতি অতিশয় কুব্যবহার করিয়াছি,

তজ্জন্য তাহার পিতা এবং ভগিনী আমার উপরে যে অতীব কোপ প্রকাশ করিবেন ইহা বড়একটা অসম্ভাবনীয় নহে, কিজানি কোন দিন্ তাঁহারা হঠাৎ দৌরাত্ম্য করিয়া আমার প্রাণবধে প্রবৃত্ত হইলেও হইতে পারেন।

জাহানিরা বিবাহপ্রস্তাবে দূতকে ভৎর্সনা এবং তাঁহাকে কটুবাক্য বলাতে ভট্টরাজের ঐ আশংসা সকল স্থিরীকৃত হইল; অতএব একান্ত চিত্তে তিনি তাঁহাদিগের দণ্ড বিধানে যে উপায় চিন্তা করিয়া ছিলেন, তাহা সমাধা করিবার জন্য এক্ষণে যত্ন করিতে লাগিলেন। বুদ্ধিমান পুরুষেরা কোন কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ ঐ কর্ম্ম বিধেয় কি না তদ্বিষয়ে অনেক আন্দোলন করেন, আর অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত সুসময় হইবার প্রার্থনায় বিস্তর বিলম্ব করিয়াও থাকেন। দুরন্তস্বভাব কালমুখের তাদৃশ বিবেচনা ছিলনা, মনে মনে বাসনা হইলেই ত্বরায় তাহা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত বিশেষ উদ্যোগী হইতেন। দুঃসাহসিক কর্ম্মের নিমিত্ত তাঁহাকে যে বিষম বিপদে পড়িতে হইবে ক্ষণমাত্র তিনি এমন চিন্তা করিতেন না, কুঅভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া শুদ্ধ অসৎকর্ম্ম সম্পাদনে তিনি নিরন্তর সচেষ্টিত থাকিতেন।

লোদিখাঁ কালমুখের বৈরিতা ভাব জানিয়া একেবারে স্থির করিয়াছিলেন, পূর্ব্বশত্রু ভট্টরাজ অবশ্যই আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া আমার নিধন সঙ্কল্প করিবেক। এই বিবেচনায় তিনি ক্ষণমাত্র আর অশ্বদিগকে বিরাম করাইলেন না, দিবাবসান হইয়াছিল

বলিয়া পুত্র কন্যা সমভিব্যাহারে নগর হইতে ২২ ক্রোশ পথ দূরে চলিয়াগেলেন। কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ সম্মুখ-ভাগে একটা প্রশস্ত নদী দেখিতে পাইলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের গতি অবরোধ হইল।

ঐ নদীটা অতিশয় বিস্তীর্ণা এবং বেগবতী, তা-হাতে আবার ইতিপূর্ব্বে বহু বৃষ্টি হওয়াতে একেবারে উহার তীরস্থিত ভূমি সকল জলপ্লাবিত হইয়াছিল, উহার কূল কিনারা কোনমতেই দেখিবার উপায় ছিল না। সন্তরণ দ্বারা পরপারে যাওয়া বড়ই দুষ্কর। তুফানের সীমা পরিশেষ নাই। নদীর স্রোত এমনি প্রবল যে তাহাতে একগাছি তৃণ নিক্ষেপ করিলে চক্ষুর নিমেষে কোথায় যায়, পুনর্ব্বার আর তাহা দৃষ্টিপথে আইসে না। ভয়ানক স্রোতের তরঙ্গে বহুদূরস্থিত গ্রাম এবং প্রান্তর সকল ডুবিয়া যাওয়াতে তত্রস্থ বারি সমুদয় এমনি কলুষিত হইয়াছিল, যে তাহাতে কিছু-মাত্র স্বচ্ছতা ছিলনা; স্থানে স্থানে এমনি ঘূর্ণিত জল যে বৃহদাকার হস্তীও তাহার প্রতিকূলে যাইতে পারে না। কখন বা পয়োরাশি পঞ্চাশ হাত ঊর্দ্ধে উঠি-তেছে, কখন বা পঞ্চাশ হাত অধঃপতিত হইতেছে। অবতরণ করা দূরে থাকুক, দৃষ্টিমাত্র অন্তঃকরণে মহা-ভয় উপস্থিত হয়। ঘাটে একখানি নৌকা বা ডিঙ্গি ছিল না, পূর্ব্বে সকলেই স্রোতের বেগে ভাসিয়া গিয়া-ছিল। পুরাকালে প্রাচীন বাদসাহ মহাশয়গণ ঐ নদীর উপরিভাগে একটি কাষ্ঠময় সঙ্ক্রম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু জলপ্রবাহে সে সাঁকোটা একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তাহার ভগ্ন কাষ্ঠ বা চিহ্ন তথায়

কিছুই দেখাগেল না, বিষম তরঙ্গের প্রভাবে সকলই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল।

লোদিখাঁর পলায়ন বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত নদীটা এক-প্রকার ভয়ঙ্কর প্রতিবন্ধকস্বরূপ হইল, অতএব খন্দেশাধীশ কিঁ করিবেন ভাবিয়া তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, মনঃক্ষোভের ইয়ত্তা নাই, শত্রু-হস্ত হইতে মুক্ত হইবার আশা তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে দূরীভূত হইল। প্রাণসম পুত্র কন্যাগুলীন তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিল, কি করিবেন, সুতরাং ঐ বিশ্বস্ত অনুগামীদিগের সহিত সে রাত্রি তাঁহাকে ঐ নদীর সন্নিহিত স্থানেই অবস্থিতি করিতে হইল।

পূর্ব্ব দিন সমস্ত রাত্রি জাগরণে গিয়াছে। পর দিনও প্রাতঃকাল অবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তিনি একবার বিশ্রাম করেন নাই। শত্রুভয়ে সমস্ত দিনই ঘোটকারোহণে দৌড়াদৌড়ি করিয়াছেন। অতএব শারীরিক পরিশ্রম এবং মানসিক উদ্বেগ হেতু লোদি খাঁ অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সঙ্গে একখান অতি সামান্য অসূক্ষ্ম কম্বল ছিল, সেই কম্বল বিস্তারিত করিয়া তিনি রাত্রিকালে শয়ন করিলেন। কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ কোন ক্রমেই তাঁহার উত্তমরূপ সুষুপ্তি হইল না। অল্প অল্প নিদ্রার আকর্ষণ হইলে, তিনি গত শর্ব্বরীর ভয়ানক দুর্ঘটনা সকল স্বপ্নযোগে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। এক এক বার নিদ্রাভঙ্গ হইলেই তিনি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠেন, আবার আপনিই ধৈর্য্যাবলম্বন করত পত্নীদিগের শোক সম্বরণ করেন। ঝড় বা বেগে বায়ু-সঞ্চালন না হইলেও ঘূর্ণিত সমীরণ সহসা যে-

রূপ উপস্থিত হইয়া থাকে, লোদি খাঁর অন্তঃকরণে দুর্ভাবনা সকল সেইরূপ উদয় হইতে লাগিল।

লোদি খাঁ আপনার অতিশয় সঙ্কট অবস্থা দেখিয়া মনে মনে আপনিই অতীব খিদ্যমান হইয়া চিন্তা করিলেন, প্রচুর সৈন্য লইয়া শত্রুবর্গ আমাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে, আমার অনুগামী লোকদিগের সংখ্যা অতি সামান্য। এতাদৃশ অকিঞ্চিৎকর যোদ্ধা সহকারে আমি কিরূপে বিপক্ষবর্গের বহুল সৈন্যকে বাধা দিতে পারিব ?। সম্মুখস্থিত নদীটা জলে পরিপূর্ণ দেখিতেছি, ইহাতে প্রবল স্রোত ও তরঙ্গের সীমা পরিশেষ নাই, কিরূপেই বা অবতরণ করিয়া আমি পর পারে যাইতে পারি ?। আপনি মরি তাহাতে দুঃখ নাই, আহা প্রাণসম পুত্র কন্যাদিগের মৃত্যু আমি কিরূপে স্বচক্ষে দেখিব ?। এইরূপ মর্ম্মভেদক চিন্তা দ্বারা খন্দেশাধীশ একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন, কোন মতেই ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না। তাঁহার অন্তঃকরণে শেল যেন বিদ্ধ হইতে লাগিল।

ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া বীরপুরুষ লোদিখাঁ ক্রমে২ আপনিই ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন, তখন তাঁহার অন্তঃকরণে সাহস এবং উৎসাহের উদ্রেক হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি স্থির প্রতিজ্ঞা করিলেন, প্রাণ থাকিতে আমি পরম শত্রু সাজেহানের কখনই শরণাপন্ন হইব না, যথাসাধ্য বাধা দিয়া এই ধরণীতলে জীবন পরিত্যাগ করিব। পর দিন প্রাতঃকালে যে ঘোর বিপত্তি উপস্থিত হইবে, তাহা তিনি

উত্তমরূপে জানিতেন, কিন্তু ভাবি শঙ্কায় আর তাঁহা-কে কাতর করিতে পারিল না। বিপদকে বিপদ জ্ঞান না করিয়া তিনি একেবারে তাহা সহ্য করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইলেন। চিত্তচাঞ্চল্য এবং দুর্ভাবনা সকল একেবারে তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে দূরীভূত হইল। অত্যন্ত মানসিক উদ্বেগ শান্তি হইলে পর, শরীরেও স্ফূর্ত্তি জন্মায়, বিশ্রাম করিবার স্পৃহা হইতে থাকে। এক্ষণে নিজ শৌর্য্য বীর্য্য এবং সাহস সহকারে লোদি খাঁ চিত্তের বৈকল্য হইতে মুক্ত হইয়া, নিশীথ সময়ে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

উত্তম সুষুপ্তি দ্বারা তাঁহার শরীরে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বল জন্মিল। অতি প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, তিনি পূর্ব্বোক্ত জঘন্য শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া শুনি-লেন, সাজেহানের সৈন্যগণ মার মার শব্দ পূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখে আগমন করিতেছে। তিনি অবিলম্বে আপনার পুত্র কন্যা দিগকে নিজ সমক্ষে ডাকিয়া কহি-লেন, এক্ষণে পলায়ন দ্বারা প্রাণ রক্ষা করণের কোন উপায় নাই। অতএব জিজ্ঞাসা করি, তোমরা বাদসা-হের শরণাগত হইতে ইচ্ছুক আছ কি না? আমি নিজে সমরে প্রাণত্যাগ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। বৎসগণ! সত্য কহিতে সন্দিহান হইওনা, এখনও আমাকে স্পষ্ট করিয়া বল, বিপক্ষ বর্গের আজ্ঞাধীন হইয়া কালযাপন করিবে, কি আমার ন্যায় যুদ্ধানলে প্রবৃত্ত হইয়া অমূল্য জীবন হারাইবে?

লোদিখাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হস্মিন। পিতৃ বাক্য শ্রবণ করিয়া হস্মিন শপথ পূর্ব্বক কহিলেন, তাত!

আপনকার যে দশা আমারও সেই দশা, মরিব তাও স্বীকার, তথাপি বিজয়ীদিগের হস্তে কখনই আবদ্ধ হইবনা। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা আজমতও ঐরূপ গম্ভীর রূপে সত্য করিয়া স্থির প্রতিজ্ঞা করিলেন।

অনন্তর লোদি খাঁ আপন কন্যা জাহানিরাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! তুমি কি কারণে যুবরাজ মুরাদের পাণিগ্রহণ করিতে চাহনা। উহার সংসর্গে তোমার গর্ভে যদি এক সু সন্তান উৎপন্ন হয়, তবে তাহার দ্বারা লোদি বংশের নাম রক্ষা হইবে, আমরা সমূলে বিনাশ হইলেও তোমার ঐ পুত্র বংশধর স্বরূপ হইয়া, মাতামহের উপরে যে অত্যাচার হইয়াছে, তাহার প্রতীকার করিতে পারিবে।

পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া মহীয়সী রাজতনয়া বিনীত ভাবে প্রত্যুত্তর করিলেন, তাত! আমি যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, সেই বংশোদ্ভব মহাপুরুষেরা কারারুদ্ধ হওনাপেক্ষা মৃত্যুকে শ্রেষ্ঠতর বোধ করেন। স্ত্রীজাতি বলিয়া আপনি আমাকে অবজ্ঞা করিবেন না। পরমেশ্বর বাহ্যিক বিষয়ে পুরুষ এবং যোষাদিগকে বিভিন্ন করিয়াছেন বটে, কিন্তু আত্মসম্বন্ধে তাহাদিগের অত্যল্প মাত্র প্রভেদ, তাহারা উভয়েই মানাপমানকে সমান অনুভব করে। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, উৎকৃষ্ট শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে নারীজাতি কি পুরুষের ন্যায় মহৎ কর্ম্ম সাধন করিতে পারে না? পিতঃ যে কার্য্য দ্বারা আপনি এবং ভ্রাতৃবর্গ কীর্ত্তিস্তম্ভ ভূমণ্ডলে স্থাপন করিবার জন্য অতীব উৎসুক হইয়াছেন, আমিও সেই কর্ম্ম করণে আকাঙ্ক্ষিণী। লোকে দুঃসাধ্য সাধন

বিষয়ে কামিনীকুলকে অক্ষম বলিয়া থাকে, আমি এ অপযশ ধরণীতলে আর রাখিতে ইচ্ছুকা নহি। আমার দৃষ্টান্ত দ্বারা ভবিষ্যতে সদ্বংশোদ্ভব রমণীরা জনসমাজে আর যেন অবলা বলিয়া পরিগণিত না হয়; ইহা আমার নিতান্ত অভিলাষ। আমি এই অস্ত্রে বহুসঙ্খ্যক শত্রু নিপাত করিয়া মম রক্ত তাহাদের রুধিরে মিশ্রিত করিতে মানস করিয়াছি। এক্ষণে স্থির প্রতিজ্ঞা করিলাম, সমরানলে প্রবৃত্তা হইয়া যদি নিতান্ত পরাভূতা হই, তবে হস্তস্থিত খড়্গাঘাতে নিজ প্রাণ পরিত্যাগ করিব, তথাপি দুর্ব্বৃত্ত অত্যাচারীদিগের শরণ লইব না।

জাহানিরার এইরূপ গর্ব্বিত বচনে লোদিখাঁ সন্তুষ্ট হইয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন। পরে পুত্রদিগকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তিনি তাহাদের অন্তঃকরণে সাহস প্রদান করিয়া কহিতে লাগিলেন, বৎসগণ! শত্রুবর্গ বিপুল সৈন্য লইয়া ঐ দেখ আগমন করিতেছে, তোমরা কিছুমাত্র ভয় করিও না, প্রাণপণে সংগ্রাম করত বিপক্ষবর্গের নিধন চেষ্টা কর, শঙ্কাপ্রযুক্ত অস্ত্রপরিত্যাগ করিয়া কদাচ তাহাদিগের আজ্ঞাধীন হইও না। আমি যথাসাধ্য যুদ্ধকরণানন্তর সমরানলে ঐহিক সুখ জন্মের মত আহুতি দিতে একেবারে স্থির করিয়াছি, শত্রুবর্গের করতলবাসী কখনই হইব না।

পিতার ধৈর্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া লোদিখাঁর কন্যা পুত্রগণ অতিশয় উল্লাসিত হইলেন, এবং আহ্লাদে মার মার শব্দ করিয়া তাহারা রণ সজ্জা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাদিগের পার্শ্বদেশে দুইটা

পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী একটি সঙ্কীর্ণ পথ ছিল, তাহার দক্ষিণদিকে কেবল একটা সুবিস্তীর্ণ মাট। লোদিখাঁ আপন অনুচরদিগকে সঙ্গে লইয়া ঐ বর্ত্ম প্রথমে অধিকার করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত অনুগামীদিগকে সারি সারি দণ্ডায়মান করাইয়া তিনি যুদ্ধ করণের অনুমতি প্রদান করিতেছিলেন, এমত সময়ে সাজেহানের সৈন্য সমুহ ঐ উপত্যকা পার হইয়া আসিতেছে, ইহা তাঁহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইল। আমীরপরিবারের আশ্রয় স্থান ঐ গিরিমধ্যবর্ত্তী পথ অতিশয় সুদৃঢ় ছিল, অরণ্য এবং নদীদ্বারা তাহার তিন দিক্ আবদ্ধ, কেবল সম্মুখভাগ বৃক্ষহীন ক্ষেত্রদ্বারা অনাবৃত ছিল বলিয়া শত্রু পক্ষীয় সৈন্যেরা সেই দিগ দিয়া তথায় প্রবেশ করিতে পারিল। পূর্ব্বে যে নদী তাহাদের গতি রোধ করিয়াছিল, এক্ষণে সেই নদী তাহাদিগের পশ্চাদ্ভাগে থাকাতে সম্মুখ যুদ্ধ ব্যতিরেকে বাদসাহের তুমুল সৈন্য কিছুই করিতে পারিল না।

রাজরাজেশ্বর সাজেহান মহাশয়ের অষ্ট সহস্র অপেক্ষাও অধিক সৈন্য ছিল, কিন্তু আমীরবর লোদিখাঁর সৈন্য আট জনও ছিলনা। কালমুখ এই অত্যল্প সঙ্খ্যক শত্রুদিগকে অস্ত্র ধারণ করত সমরে দণ্ডায়মান হইতে দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, আর অসীম সাহসী বলিয়া মনে মনে তাঁহাদিগকে কতই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুগামী সিপাহীরা ক্রমে অগ্রসর হইয়া পূর্ব্বোক্ত লোদি খাঁর আশ্রয় স্থান সেই গিরি হইতে পঞ্চাশ হাত দুরে হল্লা করিল। তিনি অবিলম্বে খন্দেশাধীশের নিকট একজন

দূত প্রেরণ করত বলিয়া পাঠাইলেন, আমীরবর! তুমি আপন আত্মজ রাজসুতদিগের সহকারে যুদ্ধে কখনই জয়ী হইতে পারিবে না, অতএব ইচ্ছাপূর্ব্বক সম্রাটের শরণাগত হও, উদারচিত্ত বাদসাহ তোমাকে অভয় প্রদান করিবেন।

এই কথা শ্রবণ করিয়া পলাতক সম্ভ্রান্ত রাজপরিবার অতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়া গর্ব্বিত বাক্যে প্রেরিত দূতকে প্রত্যুত্তর করিলেন, "রে দুরাত্মন্ তুই তোর প্রেরণকর্ত্তার নিকটে যাইয়া আমাদিগের এই কথা বলিস্, লোদিখাঁ এবং তাঁহার আত্মজগণ বাহ্যিক বিপদকে বড় একটা বিপদ জ্ঞান করেন না, তাঁহারা কাপুরুষ নহেন যে তোমার কথায় অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দুঃশীল বাদসাহের আজ্ঞাধীন হইবেন। শেষে যা হবার তাই হবে, প্রণান্তেও রণস্থল পরিত্যাগ তাঁহারা কখনই করিবেন না।"

দূতের সহিত এই রূপ কথোপকথন হইতেছিল, এমত সময়ে খন্দেশাধীশের এক বন্ধু নিজ সখার বিপদ বার্ত্তা শুনিয়া আটশত লোক সমভিব্যাহারে তাঁহার সাহায্য করিতে আইলেন। ঘোরতর দুঃসময়ে লোদিখাঁ পরমাত্মীয় বন্ধু এবং আটশত সৈন্য প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইলেন।

এদিকে কালমুখের দূত নিজ প্রভুর সমীপে প্রত্যাগত হইয়া আমীরপরিবারের আস্পর্দ্ধার কথা সকলই প্রকাশ করিল। দূতমুখে সেনাপতি কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব কোপাবিষ্ট হইলেন, আর অবিলম্বে সেনাদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন।

সৈন্যাধ্যক্ষের আজ্ঞা পাইয়া মহারাজের লোক সকল পর্ব্বতারোহণ করত লোদিখাঁর সাহসী দলকে আক্রমণে ধাবমান হইল। আজমত্ এবং হম্মিন দুই ভ্রাতা এক দল সৈন্য সঙ্গে লইয়া তাহাদিগের উপরে এমনি অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন, যে তাহারা পর্ব্বতোপরি ক্ষণমাত্র আর তিষ্ঠিতে পারিল না, একেবারে রণে ভঙ্গ দিয়া দূরে হটিয়া গেল। কালমুখ নিজ সৈন্যদলকে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইতে দেখিয়া একেবারে তুমুল সৈন্যের সহিত সংগ্রামে অগ্রসর হইলেন। পলায়নপর রাজসৈন্যেরা লোদিখাঁর পুত্রদিগের পরাক্রমে নিস্তেজ হইয়াছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে নিজ সৈন্যাধিপকে সমরে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে লাগিল।

সাজেহানের সৈন্যবর্গ বারম্বার হুঙ্কার শব্দ পূর্ব্বক লোদিখাঁকে আক্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু বার বার রাজতনয়দিগের দ্বারা তাহারা বাধা প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগের মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করিতে পারিলনা। এইরূপে সমস্ত দিনই রক্তস্রাবি যুদ্ধ হওয়াতে, উভয় পক্ষের বহুসৈন্য রণস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করিল, পরন্তু কোন পক্ষই নিশ্চিত রূপে পরাভব মানিল না।

ক্রমে দিবাবসান, দিনকর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন, রজনী আপনার অনুচর নক্ষত্রগণকে সঙ্গে লইয়া পৃথ্বীতলে পরিদৃশ্যমানা হইলেন। সাজেহানের সৈন্যগণ পর্ব্বতের এক পার্শ্বস্থ গড়ানিয়া স্থানে আপনাদিগের শিবির স্থাপন করিয়া সমস্ত নিশি যাপন করিতে লাগিল। দিবাভাগের যুদ্ধে তাহাদিগের ১২০০

বারশত সৈন্য হত, এবং তদ্দ্বিগুণ প্রায় দুই সহস্র চারিশত সৈন্য আহত হইয়াছিল। কাহারও হস্ত, কাহারও পদ, কাহারও বা অন্য কোন অঙ্গ রণস্থলে কাটাপড়াতে, তাহারা সমস্ত রাত্রি যাতনাতে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল, কিন্তু কোন ব্যক্তি আসিয়া তাহাদিগের যন্ত্রণা দূর করিবার নিমিত্ত কিছু মাত্র ঔষধাদি প্রদান করিল না।

বর্ত্তমান কালের সদ্ধর্ম্মমতাবলম্বী রাজপুরুষগণ বেতনভোগী ভৃত্যদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া প্রতি সৈন্যের দলে যেরূপ সুচিকিৎসক নিযুক্ত করেন, তৎকালের ইন্দ্রিয়সুখভোগী ভূপতিগণ সেরূপ ব্যবহার করিতেন না। তাঁহারা অধীনস্থ সৈন্যদিগকে ক্রীতদাস স্বরূপ জানিয়া তাহাদের জীবন মরণ সমান জ্ঞান করিতেন। যথাসাধ্য যত্ন করিয়া মানব জীবন রক্ষা করা যে এক পরমধর্ম্ম ইহা তাহারা ভ্রমেও বিবেচনা করিতেন না। লোদিখাঁ মহাশয়ের আটশত সৈন্যের মধ্যে কেবল ৩৫০ তিনশত পঞ্চাশ জন ঐ রক্তস্রাবি যুদ্ধ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল। অবশিষ্ট ৪৫০ সৈন্যের মধ্যে তিনশত লোক ঘোরতর সমরানলে প্রবৃত্ত হইয়া রণস্থলে আপনাদিগের জীবন ধনকে আহুতি প্রদান করে। আর একশত পঞ্চাশ ব্যক্তি এমনি সাংঘাতিক আঘাতে জর্জরীভূত হইয়াছিল, যে তাহাদিগের বাঁচিবার আশা কিছু মাত্র ছিলনা। বীরবর খন্দেশাধীশ আপনার অত্যল্পসঙ্খ্যক অনুবর্ত্তী দিগের অধিক ভাগকে হত এবং আহত হইতে দেখিয়া সাতিশয় কাতর হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে বিপক্ষ

বর্গের বিপুল সৈন্যের সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিবেন, ভাবিয়া তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। সম্পূর্ণরূপে যে বিনষ্ট হইতে হইবে, এই ভাবনা তাঁহার অন্তঃকরণে নিরন্তর জাগরূক হইয়া উঠিল।

ভবিষ্যতে আরও কত ভয়ানক দুর্ঘনা ঘটিবে, এই বিবেচনা করিয়া লোদিখাঁ এবং তাঁহার পুত্রগণ নিশীথ সময়ে একটি গোপন সভা করিলেন। তথায় অনেক তর্ক বিতর্কের পর তাঁহারা সকলেই একবাক্য হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রাম করিয়া আমরা রণস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। অনন্তর হস্মিন এবং আজমত উভয়ে কর যোড় করিয়া আপনাদের পিতাকে নিবেদন করিলেন, তাত! নদী সন্তরণ করিয়া আপনি পরপারে পলায়ন করুন, শত্রুপক্ষ যাহাতে আপনাকে না ধরিতে পারে, সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিয়া আমরা এমন উপায় করিব। কিন্তু তৎকালে লোদিখাঁ মহাশয় সে কথাতে কর্ণপাত করিলেন না।

সভা ভঙ্গ হইলে হস্মিন অনেক বিনতি করিয়া লোদিখাঁকে কহিতে লাগিলেন, পিতঃ তব প্রাণ রক্ষা হইলে ভবিষ্যতে দুরাচার বাদসাহকে আপনি প্রতিফল দিতে পারিবেন। আমরা মরিলে ক্ষতি নাই, তব জীবন রক্ষা হইলে সমুদায় দেশের উপকার হইবে, সাজেহান বাদসাহ কাহারও প্রতি অত্যাচার করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ অদ্য আপনি সমস্ত দিন যুদ্ধ করিয়া সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন, আর মহাশয়ের সংগ্রাম করা বিধেয় নহে, এক্ষণে বিশ্রাম

করাই কর্ত্তব্য। সমরানলে নিজ জীবন আপনি আহুতি রূপে প্রদান করিতে স্থির করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞার উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধ করিতে গেলে আত্মঘাতী হইতে হইবে, পূর্ব্ববৎ বল বীর্য্য আর প্রকাশ করিতে পারিবেন না। পরাক্রমশালী বীর পুরুষগণ রণস্থল হইতে পরাঙ্মুখ না হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিবে, একথা শাস্ত্রসম্মত বটে, আপনি রণস্থল ত্যাগ করিয়া তো পলায়ন করিতেছেন না, অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছেন বলিয়া আমি পুনর্ব্বার সংগ্রাম করিতে নিষেধ করিতেছি, বিবেচনা করিয়া দেখুন আহত হইয়া হীনবল হইলে শত্রুপক্ষ দ্বারা যে নিজ প্রাণ নষ্ট করিবে, নীতিশাস্ত্রের কিছু এমন তাৎপর্য্য নয়। আপনি কাপুরুষত্বের ভয় করিবেন না, বর্ত্তমানে আপনার আমি যে অবস্থা দেখিতেছি, পুনর্ব্বার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে আর বাঁচিবেন না। অতএব এ অধীনের কথা রাখিয়া আপনি নদী অবতরণ করুন। মহাশয়ের শ্বেতবর্ণ ঘোটকটা অতিশয় বলিষ্ঠ ও দীর্ঘাকার, অনায়াসে উহা বহন করিয়া মহাশয়কে নির্ব্বিঘ্নে পারে লইয়া যাইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই; আমরা নিজ সৈন্যদলকে লইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিব, শত্রুবর্গ কোন মতেই আপনাকে দেখিতে পাইবে না।

পুত্রের স্নেহান্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া লোদিখাঁ সজল নয়নে প্রত্যুত্তর করিলেন, "বৎস! নদী সন্তরণ দ্বারা পরপারে গমন, বা যুদ্ধে পুনঃ প্রবৃত্ত হওন, উভয়ই সমান বিপদ। এতাদৃশ প্রশস্ত এবং তরঙ্গযুক্ত নদীকে আমি যে নির্ব্বিঘ্নে পার হইব, ইহা তুমি মনেও করিও

না। রণস্থলে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলে আমি লোকসমাজে যশস্বী হইতে পারিব। লোকতঃ ধর্ম্মতঃ দুইই ভাল হইবে। অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে, নদীতে মরা অপেক্ষা আমার যুদ্ধ করিয়া মরাই ভাল"।

প্রাকৃতিক পিতৃস্নেহ বশতঃ তাঁহার পুত্র কন্যাগণ এই প্রবোধ বাক্য না শুনিয়া বারম্বার লোদি খাঁকে পলায়ন করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অপত্যদিগের স্নেহ দেখিয়া পিতা নেত্রবারি নিবারণ করিতে পারিলেন না। অত্যন্ত বৈরাগ্য ভাব তাঁহার অন্তঃকরণে উদয় হইলে, দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক তিনি সজলনয়নে এইরূপ কহিতে লাগিলেন। "রাজ্ঞীদিগের বিয়োগে আমার সাংসারিক সুখ জন্মের মত গিয়াছে, এক্ষণে কেবল সন্তান সন্ততি গুলির মুখ দেখিয়া আমি জীবন ধারণ করিতেছি। ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমি কি পলায়ন করিতে পারি? না, না, এমন কর্ম্ম আমার দ্বারা কখনই হইতে পারিবে না। রণভূমিতে জীবন আহুতি দেওয়াই আমার পক্ষে বিধেয়। আমার সাহসী পুত্রগণ ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে, ধরণীমণ্ডলের লোক সকল তাহাদিগকে প্রশংসা করিয়া ধন্য ধন্য করিবে, আমি জীবিত থাকিয়া তাহা সহ্য করিতে পারিব না। স্ত্রী পুত্র দুহিতা প্রভৃতি সকলকে হারাইয়া আমার জীবন ধারণের ফল কি? শুদ্ধ যাবজ্জীবন শোকার্ণবে মগ্ন থাকিতে হইবে। অতএব পলায়ন করিয়া আমি আপনার অমঙ্গল আপনি আনিব কেন?"

কোন মতেই লোদি খাঁ তাহাদের কথা না মানাতে, অবশেষে স্থির হইল যে দুই পুত্রের মধ্যে এক পুত্র এবং জাহানিরাকে সঙ্গে লইয়া তিনি নদী সন্তরণ করিবেন, তাহা হইলে নির্ব্বংশ হইয়া তাঁহাকে জীবিত থাকিতে হইবে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ পলাতকগণ নির্ব্বিঘ্নে পার হইয়া অন্য তীরে না উপস্থিত হয়েন, ততক্ষণ তাঁহার এক পুত্র তিন শত সৈন্য সঙ্গে লইয়া শত্রুদিগকে বাধা দিতে থাকিবেন। এই কথাতে লোদি খাঁ মহাশয় এক প্রকার সম্মত হইলেন।

এই স্থির করিয়া তাঁহারা যে যাহার নিজ নিজ স্থানে শয়ন করিতে গেলেন। রজনী অবসান হইল। অতি প্রত্যূষে দুই ভ্রাতা রণসজ্জা করিয়া আপনাদিগের নির্দ্ধারিত স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন। অরুণরাজও নিজ প্রভা দিঙ্মণ্ডলে প্রকাশিত করিলেন, দূরস্থিত প্রান্তর সকল প্রাতঃকালের কিরণ দ্বারা রক্তিমবর্ণ হইল। রণস্থলে কে থাকিবে, এবং পিতার সঙ্গেই বা কে যাইবে, আজমৎ এবং হস্মিন দুই সহোদরে এই তর্ক করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা দুই জনেই যুদ্ধ করিতে সাতিশয় উৎসুক ছিলেন, পিতার সহিত গমন করিতে উভয়ের কাহারও ইচ্ছা ছিল না।

রাজনন্দনেরা এইরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা করিতেছিলেন, এমত সময়ে সাজেহানের সেনাপতি কালমুখ বহু সৈন্য সামন্তের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তদ্দর্শনে যুবরাজ আজমৎ অতীব প্রফুল্ল হইয়া নিজ সহোদরকে সম্বোধন করত কহিলেন, ভ্রাতঃ! আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে, দুরাত্মা ভট্টরাজ রাজসভাতে

আমার বড়ই অপমান করিয়াছিল, সুযোগাভাবে তৎকালে আমি উহাকে প্রতিফল দিতে পারি নাই। ভাগ্যবশতঃ কুলপণ্ডিত যদি প্রতিযোগী হইয়া রণ-স্থলে অগ্রসর হইলেন, তবে উহার প্রাণ বধ করিয়া আমি পূর্ব্ব দুঃখ নিবারণ করি। কালমুখের সহিত আ-মার যত শক্রত্বভাব তোমার তত নয়, তুমি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমার পরম শক্র নিপাত করণে আমায় ক্ষমতা প্রদান কর। স্বহস্তে উহার মস্তকচ্ছেদন করি, ইহা আমার নিতান্ত বাঞ্ছা। তোমার সাহায্য লইতে আমাব কিছুমাত্র বাসনা নাই। সম্প্রতি এই ভিক্ষা দিয়া তুমি পিতার সহিত স্বস্থানে প্রস্থান কর, অদ্যকার যুদ্ধে বাঁচিয়া থাকিতো পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে।

এই কথা বলিয়া আজমত অশ্বারোহণ পূর্ব্বক রণ-ভূমিতে পরি দৃশ্যমান হইলেন। হস্মিনকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার পিতা নদী নীরে ঝম্প প্রদান করিলেন।

চতুর্থাধ্যায়।

লোদি খাঁর নদীপার হওন। পূর্ব্বপারে কালমুখের সহিত আজমতের যুদ্ধ। জাহানিরাকর্ত্তৃক কালমুখের কালপ্রাপ্তি। আজমতের প্রাণ নাশ। জাহানিরার নদীপার হওন। লোদি খাঁর মালব রাজ্যে গমন। মালব দেশে সাজেহান বাদশাহের সৈন্যযাত্রা। পর্ব্বত প্রদেশে লোদি খাঁর পলায়ন। সৈন্যের প্রত্যা-গমন। পথিমধ্যে জাহানিরাকর্ত্তৃক সেনাপতির মৃত্যু। সৈন্যগণের পুনঃ প্রত্যাগমন। লোদি খাঁর দক্ষিণ রাজ্যে গমন।

লোদি খাঁ এবং হস্মিন মহাশয় নদী অবতরণ করিয়া বহুতর কষ্ট সহ্য করিলেন। একে ঐ তরঙ্গিণী অতিশয় স্রোতস্বতী ছিল, তাহাতে আবার তন্মধ্যে তুফানের সীমা পরিশেষ ছিল না, তরঙ্গের এমনি প্রাবল্য যে, ঘোটক শুদ্ধ তাঁহাদিগকে বহুদূরে ভাস-মান করিয়া ফেলিল। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারা অনেক ক্লেশ পাইয়া একটা খাঁড়িতে উপনীত হইলেন। ঐ খাঁড়ির জলে বড় একটা বেগ বা তরঙ্গ ছিল না, এজন্য ঘোটকেরা অনায়াসেই তথাকার বারি সন্তরণ করিয়া খন্দেশাধীশ এবং রাজপুত্রকে নির্ব্বিঘ্নে সম্মুখবর্ত্তী তীরে উত্তরণ করিল। নিরাপদে তীর প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই বার্ত্তা আজমতকে জানাইবার নিমিত্ত তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কোন প্রকারে ঐ রাজপুত্রকে দেখিতে পাইলেন

না। তৎকালে আজমত পরম শত্রু কালমুখকে নিহত করিবার প্রত্যাশায় শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছিলেন, অন্য কোন বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র মনোনিবেশ ছিল না।

কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে লোদি খাঁ পশ্চাদ্দিগে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন, যে জাহানিরা তদনুবর্ত্তিনী হয়েন নাই। তিনি প্রাণসমা কন্যাটীকে নিজ পশ্চাতে না দেখিতে পাইয়া সাতিশয় ভাবনাযুক্ত হইলেন। এবং মনে করিলেন, নদী অবতরণ করিতে হইলে বিষম বিপদের সম্ভাবনা, এই বিবেচনা করিয়া মম দুহিতা বুঝি বিজয়ীদিগের শরণাপন্ন হইতে মানস করিয়া থাকিবেন। পরক্ষণেই জাহানিরার গর্ব্বিত স্বভাব তাঁহার স্মরণ হইলে, পূর্ব্ব বিবেচনা তাঁহার চিত্তে আর স্থান পাইল না। তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, আস্পর্দ্ধাশীলা আমার কন্যা অবশ্যই মনে করিয়াছে, আজমতের যে দশা আমারও সেই দশা, যুদ্ধানলে আমরা ভ্রাতা ভগিনী উভয়েই প্রাণাহুতি দিব। যাহাহউক নবযৌবনা ষোড়শী কন্যার ভাবনায় পিতা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। আর বিবেচনা করিলেন, আজমতের অত্যল্প সৈন্য, শত্রুপক্ষীয় তুমুল সৈন্যের সহিত তাহার সংগ্রাম করা উচিত নয়। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অবশ্যই তাহাকে পরাভূত হইতে হইবে। অতএব আমরা যেমন নদী সন্তরণ দ্বারা পরপারে পলাইয়া আসিয়াছি, তাহারাও তেমনি রণে ভঙ্গ দিয়া নদী অবতরণ করিবার সুবিধা করুক। এত তুফান কাটাইয়া আমরা যে কূল প্রাপ্ত

হইব অগ্রে এমন বিবেচনা আমার এক মুহূর্ত্তের জন্যেও হয় নাই। এক্ষণে আমাদিগকে উত্তীর্ণ দেখিলে এবং আমার বাণী শুনিতে পাইলে অবশ্যই তাহারা নদীতে শীঘ্র ঝম্প দিবে। এই প্রত্যাশায় লোদিখাঁ আজমতক্ষ শব্দ করিয়া উচ্চরবে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন।

জাহানিরার বিষয়ে লোদি খাঁ মহাশয় যে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহা বড় একটা অযথার্থ নহে। রাজতনয়া, আজমতের মৃত্যুতে আমার মৃত্যু, এবং তাহার রক্ষায় আমার রক্ষা, এই বিবেচনায় আপন ভ্রাতার সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। লোদি খাঁ হস্মিনকে সঙ্গে লইয়া নদী নীরে ঝম্প প্রদান করিলে, আজমত ঘোটকারোহণ পূর্ব্বক সম্মুখাগত বিপক্ষবর্গের দল আক্রমণ করিতে গেলেন। সাজেহানের সেনাপতি কালমুখ আস্তে২ অগ্রসর হইতে ছিলেন, আজমতকে দেখিয়া তাহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি রাজপ্রেরিত আজ্ঞাধীন সৈন্যদিগকে কহিলেন, "তোমরা স্থির হও, আমি আপন হস্তে নিজ শত্রুর প্রাণ বিনাশ করি"। এদিকে জাহানিরা ধনুর্ব্বাণ করে লইয়া নিজ ভ্রাতার পশ্চাৎ২ গমন করিতেছিলেন। সহোদরের পরম শত্রু ভট্টরাজকে একাকী অগ্রসর হইতে দেখিয়া তিনি নিজ অশ্ব ধাবমান করিতে আর চাহিলেন না, একারণ আজমতের নিকট হইতে পঞ্চাশ হাত দূরে তিনি অশ্বোপরি বিরাম করিতে লাগিলেন। দুরন্ত কালমুখের ভীমের ন্যায় প্রকাণ্ড শরীর ছিল। আমি স্ববাহুবলে আজমতকে এখনই পরাজয় করিব, এই ভরসায় তিনি সহাস্য

বদনে আপনার অস্ত্র শস্ত্র নিজ বিপক্ষকে দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। রাজপুত্র যে প্রাণপণে তাহাকে আক্রমণ করিয়া সাংঘাতিক আঘাত করিবেন, এমন সন্দেহ ক্ষণমাত্র তাহার প্রফুল্ল চিত্তে উদয় হইল না।

রাজপুত্র আজমত এখন সাজেহানের সৈন্য দিগকে বিরাম করিতে দেখিয়া অতীব সন্তুষ্টচিত্ত হইলেন। তিনি মনে করিলেন, যদি ভয়ানক স্রোতের দ্বারা পিতা এবং ভ্রাতা মহাশয় বড় একটা বাধা প্রাপ্ত না হন, তবে নির্ব্বিঘ্নে তাঁহারা পরপারে উপনীত হইতে পারিবেন, শত্রু পক্ষীয় লোকেরা তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইবে না। এবং আমিও এই শত্রুকে অনায়াসেই বিনাশ করিব। এই ভাবিয়া তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে ধাবমান হইলেন। তাঁহার ঘোটকটা কিঞ্চিৎ লঘুকায় ছিল, এজন্য চক্ষুর নিমেষে বহু দূরে গমন করিতে পারিত। ঐ দ্রুতগামী অশ্বের সহকারে তিনি ক্ষণ মাত্রে কালমুখের নিকট উপনীত হইয়া তাহার জঙ্ঘাদেশে হঠাৎ গুরুতর এক খড়্গ প্রহার করিলেন, তদ্দ্বারা ক্ষত স্থান হইতে অবিশ্রান্ত রুধির নির্গত হইতে লাগিল। আহত হওয়াতে তাতার জাতীয় কুলাচার্য্যের ক্রোধের আর ইয়ত্তা রহিল না। তিনি আজমতের প্রতি অভিমুখ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অশ্বারোহী লোদি খাঁর পুত্র চক্রের ন্যায় তাহার চারিদিকে ঘুরিতে আরম্ভ করিলেন, সুতরাং সহসা তিনি তচ্ছরীরে অস্ত্র বিদ্ধ করিতে পারিলেন না।

পাহাড়ের উপরিভাগে দুই জনের এইরূপ সংগ্রাম

হইতে ছিল, কালমুখ এত শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ করিয়াও কোন প্রকারে রাজতনয়কে আহত করিতে পারিলেন না; কিন্তু তাঁহার তুরগকে এক দারুণ আঘাত করিলেন। নিদারুণ খড়্গের আঘাতে ঘোটকটা গড়িয়া গড়িয়া একেবারে পাহাড়ের নিম্ন ভূমিতে পড়িল। তখন যুবরাজ আজমত অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া ঐ প্রান্তর-মধ্যে দণ্ডায়মান হইলেন। এই সুযোগে কুলাচার্য্য কালমুখ অগ্রসর হইয়া আপন অশ্ব শুদ্ধ তদুপরি লম্ফ প্রদান করণে বহু চেষ্টা করিতে লাগিলেন, আর এক এক বার ভয়ানক রূপে তৎ প্রতি অস্ত্র সঞ্চালন করিলেন। বিষম বিপদে পড়িয়া আজমত এদিক ওদিক দৌড়িয়া বেড়ান, আর ঢাল ঘুরাইয়া পরম শত্রুর অস্ত্রাঘাত নিবারণ করেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, তিনি যে দিকে যান, কালমুখ সেই দিকেই তাঁহাকে আক্রমণ করেন। তাঁহার বিপদের সীমা পরিশেষ রহিল না, প্রাণ হারাইবার সম্পূর্ণ উপক্রম হইল। জাহানিরা প্রাণ তুল্য নিজ সহোদরকে মৃত্যুর হস্তে পতিত দেখিয়া নিজ ধনুকে শর যোজনা করিলেন। তাতার জাতীয় কালমুখ যেমন তুরঙ্গ-পৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া আজমতকে নিহত করিবার জন্য আপন তীক্ষ্ণ অস্ত্র উত্তোলন করিতে ছিলেন. অমনি এক অচিন্তনীয় বাণ আসিয়া তাঁহার মূর্দ্ধভাগে লাগিল। ইহাতে তাঁহার লম্ফ দম্ভ একেবারে সকলই গেল। (পপাত ধরণীতলে) কুলাচার্য্য সেই বিষাক্ত শর-বেদনায় ক্ষণমাত্র আর অশ্বোপরি তিষ্ঠিতে পারিলেন

না। তিনি একেবারে ঘোটক হইতে নিপতিত হইয়া রণ ক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

জাহানিরার সাহায্য দ্বারা যে শত্রু বিনাশ হইল, আজমত তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া ছিলেন, এজন্য পুলকে পূরিত হইয়া তিনি কৃতজ্ঞতা রসের চিহ্ন স্বরূপ হস্ত ঘুরাইতে লাগিলেন। উপত্যকার মধ্যে তাঁহার অনুগামী লোকেরা ছিল, তিনি তাহাদিগের সহিত সংমিলিত হইবার প্রত্যাশায় দ্রুততর ধাবমান হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাকে পদব্রজে আসিতে হইয়াছিল, একারণ স্বপক্ষীয় লোকদিগের নিকট না আসিতেং শত্রু পক্ষের এক দল অশ্বারোহী সৈন্য ক্ষণমাত্রে অগ্রসর হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিল। দুর্ভাগ্য আজমত পুনর্ব্বার ঘোর সঙ্কটে পড়িলেন। তাঁহার অনুচরগণ আসিয়া তাঁহাকে মুক্ত করণার্থ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহারা সঙ্খ্যাতে ন্যূনতা প্রযুক্ত সাজেহানের বিপুল সৈন্যদিগের নিকট কিছুই করিতে পারিল না। বাদসাহের সৈন্যগণ দণ্ডেকের মধ্যে খন্দেশাধীশের সেই অল্প সৈন্যকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল।

রাজপুত্র আজমত কেবল প্রাণে বাঁচিয়া রহিলেন। কিন্তু যুদ্ধে সাজেহানের এক প্রকার জয় লাভ হইল। একাকী লোদিখাঁর তনয় কি করিতে পারিবেন? তথাপি তিনি প্রাণপণে বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া অস্ত্রাঘাতে দুইজন আমীরকে শমনসদনে পাঠাইলেন। বীরবর খড়্গোত্তোলন পূর্ব্বক তৃতীয় এক প্রধান ব্যক্তির প্রাণ বিনাশে সংকল্প

করিতে ছিলেন, এমত সময়ে শক্রপক্ষীয় জনেক সিপাহী তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিদারুণ এক বর্ষা বিদ্ধ করিল। আজমত এই সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অম্লান বদনে রণস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। তদ্দর্শনে বীরকন্যা জাহানিরা অতীব শোকাকুলা হইলেন বটে, কিন্তু ভ্রাতৃহন্তাকে নির্ব্বিঘ্নে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে দিলেন না। তিনি হস্তস্থিত শরাসনে শর সন্ধান করিয়া একেবারে ঐ দুরন্ত ব্যক্তিকে প্রাণে নিহত করিলেন। দুরাত্মাকে ভূমিতলে ধড় ফড় করিতে দেখিয়া, (আমি ভ্রাতৃঘাতকের প্রতিফল দিয়াছি) জাহানিরা তৎকালে এই এক অনির্ব্বচনীয় সুখ প্রাপ্ত হইলেন।

পশ্চাতে কেহ নাই, সকলেই নষ্ট হইয়াছে, ইহা দেখিয়া আমীরকন্যা আর ক্ষণমাত্র রণভূমিতে তিষ্ঠিতে পারিলেন না, অতএব সেস্থান হইতে অশ্বকে ফিরাইয়া তিনি পশ্চাদ্বর্ত্তী নদীর অভিমুখে ধাবমানা হইতে লাগিলেন। বিপক্ষদলের সৈন্যবর্গ কামিনীর প্রাণ বধ করিবার লালসায় তাঁহার পশ্চাৎ২ দৌড়িতে আরম্ভ করিল, এজন্য তিনি নিজ ধনুকে তীর যোজনা করিয়া তাহাদিগের প্রতি শর বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন শক্রপক্ষীয়েরা বিবেচনা করিল, এত তাড়াতাড়ি করিবার আবশ্যক কি, সম্মুখ স্থিত নদী অতিক্রম করিয়া রাজকন্যা কখনই পলাইতে পারিবেন না, নিশ্চয় উপলব্ধি হইতেছে, ঐ নদীদ্বারা অবশ্যই তাঁহার গতি অবরোধ হইবে। এই বিবেচনায় তাহারা আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে লাগিল।

তরঙ্গিণীর অন্যতীরে লোদিখাঁ মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া চীৎকার শব্দ পূর্ব্বক নিজ অপত্য দিগকে ডাকিতে ছিলেন, জাহানিরা পিতৃরব শুনিতে পাইয়া উৎসাহ পূর্ব্বক ঐ তরঙ্গিণীর বিষম তরঙ্গে ঝম্প প্রদান করিলেন। আর নির্ভয়ে তরঙ্গ অতিক্রম করিয়া তিনি অন্যতীর স্থিত পিতা এবং ভ্রাতার অভিমুখে সন্তরণ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া সাজেহান বাদসাহের সৈন্যগণ অতীব বিস্ময়চিত্ত হইল।

অনন্তর বিপক্ষ পক্ষীয় লোকেরা নদীতীরে আগমন করিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, জল সন্তরণ দ্বারা তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা কিছুমাত্র করিল না। একে ঐ জলরাশির তাবৎ জলই ঘোলা, তাহাতে আবার স্থানে স্থানে উহা নিম্নোর্দ্ধভাবে অতিশয় ঘূর্ণায়মান হইতেছিল, তন্মধ্যে তুফানেরও সীমা পরিশেষ ছিল না। বিশেষ, বক্রভাবে জল যাওয়াতে তাহার সন্নিহিত স্থানে অতিশয় ফেঁনা, এবং গোঁ গোঁ শব্দ হইতেছিল। আহা! এই ভয়ঙ্কর স্থান পার হইয়া তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত খাঁড়ির মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। জাহানিরার ঘোটকটা অতি লঘুকায় এবং তেজস্বী ছিল বলিয়া সে তরঙ্গ অতিক্রম করত কিয়দ্দূর যাইতে সক্ষম হইল। কিন্তু সে বল তাহার কতক্ষণ থাকে, বারি সন্তরণ করিতে করিতে ক্রমেক্রমে ঐ দুর্ব্বল পশুর বল হ্রাস হইতে লাগিল। দুঃখিনী জাহানিরা একবার ডুবেন, একবার উঠেন, তথাপি কোন ক্রমেই এই ঘোর সঙ্কট হেতু সাতিশয়

অবসন্না হইলেন না। তিনি সাহস পূর্ব্বক নিজ অশ্বকে চাপিয়া ধরিয়া রহিলেন।

বাদসাহের অমাত্য বর্গ তীর হইতে এই সকল বিষয় অবলোকন করিয়া বড়ই চমৎকৃত হইল, আর মনে করিল, রাজকন্যা কি মন্ত্র তন্ত্র জানেন, তাঁহা না হইলে এতাদৃশ তরঙ্গিণীর তরঙ্গে উহার প্রাণ বিনাশ হইতেছে না কেন? আর আমরাই বা কেন তুফানে এত শঙ্কিত হইতেছি। এইরূপে চিন্তিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ধনুকে তীর যোজনা করিল। ভয়ানক স্রোতের সহিত কামিনী আস্ফালন করিতে ছিলেন, এমত সময়ে ঐ দুরাত্মারা তদুপরি তীর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। একটা তীরের ফলা আসিয়া তাহার উষ্ণীষের উপরিভাগে লাগে, আহা তদ্দ্বারা রাজনন্দিনী শমনসদনে যাইতেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। পরন্তু ভাগ্য ক্রমে তাহার মূর্দ্ধস্থিত পাগড়িটা জল দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সিক্ত হইয়াছিল, এজন্য তন্মধ্যে ঐ ভয়ানক অস্ত্র প্রবিষ্ট হইয়া রহিল, মস্তকে আঘাত লাগিল না; শুদ্ধ অতিবেগে লাগিয়াছিল বলিয়া উষ্ণীষটা মস্তক হইতে খসিয়া পড়িল। রাজনন্দিনীর অনাবৃত মাথা দেখিয়া ক্রোধান্ধ বিপক্ষ বর্গ অনবরত তীর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল।

ইত্যবসরে জাহানিরা সরিৎ সন্তরণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত জলপ্রণালীর মধ্যে প্রবিষ্টা হইলেন, সে স্থানে বড়-একটা তুফান বা তরঙ্গসঙ্গম ছিল না, কেবল স্রোতের বেগ অত্যন্ত প্রবল ছিল। তথায় উপনীত হইলে রাজ-কুমারীর যে প্রাণরক্ষা হইবে এমন সুবিধা হইয়া উঠিল।

দুর্বৃত্ত রাজপক্ষীয় লোকেরা তথাপি তৎপ্রতি তীরসন্ধান করিতে কোন প্রকারে ত্রুটি করিল না। কিন্তু তাহাদিগের সকল আশাই বৃথা হইল, তাহারা রাজকুমারীর কোন অঙ্গেই বিশেষ প্রতিহানি করিতে পারিল না। এদিকে লোদিখাঁর তনয়া তাহাদিগের প্রতি ঘৃণা এবং তাচ্ছীল্য ভাব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত সরল রূপে অশ্বোপরি উপবেশন পূর্ব্বক আপনার দীর্ঘকেশ গুলীন আলুলায়িত করিলেন, এবং এক একবার হস্তোত্তোলন করিয়া তাহা ঘুরাইতে আরম্ভ করিলেন। আহা জল এবং বায়ুর হিল্লোলে ঐ সকল চুল বিলসিত হইয়া কত যে শোভা প্রকাশ করিল, তাহা বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। এই নীরব সঙ্কেত দ্বারা বাদসাহ মহাশয়ের প্রধান আমীরেরা আপনাদিগের প্রতি মহীয়সী রাজকন্যার হেয় জ্ঞান ও আস্পর্দ্ধা বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তাহাদের সমভিব্যাহারী সিপাহী বর্গ কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিল না। লোদি খাঁ এবং হস্মিন মহাশয় তীরে দণ্ডায়মান হইয়া মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দ পূর্ব্বক তাঁহাকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন, পরন্তু পার হইয়া তিনি যে নির্ব্বিঘ্নে তীরে উপনীত হইবেন, এমন প্রত্যাশা কোন মতেই তাঁহারা করিতে পারিলেন না, কেননা ঘোটকটা দুর্ব্বল হইয়া একেবারে ডুবু ২ হইয়াছিল। উপায়ান্তর নাই, এজন্য জাহানিরা তাহার পৃষ্ঠহইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক জলে ঝাঁপিয়া পড়িলেন, তাঁহার তেজস্বী তুরঙ্গবর অবিলম্বে জলনিমগ্ন হইল।

জাহানিরা আপন বক্ষঃস্থল জলের উপরিভাগে

দিয়া নির্ভয়ে যথাসাধ্য যত্নপূর্ব্বক কূলের অভিমুখে সন্তরণ দিতে লাগিলেন। তিনি তীর হইতে বহু দূরবর্ত্তিনী ছিলেন, এজন্য অনায়াসে কূলপ্রাপ্ত হইবেন কি না তাহা সন্দেহস্থল হইল। শত্রুপক্ষীয়েরা অপর তীরে দণ্ডায়মান হইয়া ঠিক একটী পদ্ম পুষ্পের ন্যায় তাঁহাকে অবলোকন করিতে লাগিল। সাতিশয় দূরস্থিতা রাজতনয়ার প্রতি তাহারা কোন মতেই লক্ষ্য স্থির করিতে পারিল না, অতএব তাঁহার প্রাণ বধ সংকল্পে হতাশ হইয়া আপনাদিগের তীর সকল কোষমধ্যে পুনঃস্থাপন করিল। ঐ মহাতেজস্বিনী রাজবালার পাদদ্বয়ে কাষ্ঠপাদুকা ছিল, এজন্য তিনি অনায়াসে নদীর উদক সন্তরণ করিতে পারিলেন না। এই ব্যাঘাত দূরকরণ প্রত্যাশায় তিনি ব্যস্ত সমস্তা হইয়া উহা পরিত্যাগ করিলেন। পরে জলের উপরিভাগে ভাসমানা হইয়া ক্রমশঃ নদীকূলের নিকটবর্ত্তিনী হইতে চেষ্টা করিলেন।

এদিকে তাঁহার হতভাগ্য পিতা বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া নানাপ্রকার সন্দেহ করিতে লাগিলেন, আর মনে করিলেন, আর কতকাল জাহানিরা তরঙ্গিণীর সহিত আস্ফালন করিতে পারিবে, এখনই কন্যা দুর্ব্বলা হইয়া গভীর সলিলে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। পরমেশ্বর মানবজাতির অন্তঃকরণে প্রাকৃতিক অপত্যস্নেহ এমন প্রবল করিয়াছেন, যে, সন্তান সন্ততিদিগের ক্লেশ হেতু তাঁহারা মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পান। আপনাদিগের সুখকে তাঁহারা বড় একটা সুখ-

বোধ করেন না। শুদ্ধ অপত্যদিগের কিসে ভাল হইবে, এই চিন্তায় জীবন যাপন করেন।

ধার্ম্মিকবর লোদি খাঁ মহাশয় নিজ দুহিতার প্রাণ বিনাশ আশঙ্কায় অত্যন্ত ক্রন্দন করিতেছিলেন, এমত সময়ে হঠাৎ জলের অধঃস্থিত একটা বৃক্ষশাখা জাহানিরার হস্তদ্বয়ে লাগিল, তিনি অমনি উহা ঝাপ্‌টিয়া ধরিয়া তদুপরি দণ্ডায়মানা হওয়াতে কিয়ৎ ক্ষণ বিশ্রাম ও নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহার শরীরেও অনেক বলাধান হইল। অতীব দুঃসময়ে এই আশ্রয় প্রাপ্ত হওয়াতে তিনি মহাপ্রভু জগদীশ্বরকে বিস্তর ধন্যবাদ করিলেন। পরে ঐ বৃক্ষশাখা পরিত্যাগ করিয়া বিশেষ যত্নে নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। ঘোর সঙ্কট হইতে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া লোদিখাঁ এবং হস্মিন মহাশয়ের আহ্লাদের আর ইয়ত্তা রহিলনা, অনিবারিত আনন্দাশ্রু তাঁহাদিগের নেত্র হইতে পতিত হইল।

অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত জাহানিরা শ্রান্তি দূর করিলে পর, অশ্রুপূর্ণ নয়নে লোদিখাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন ওগো জাহানিরা, আমার আজমৎ কোথায়? তুমি একাকী কেন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আইলে? আমার আজমৎ কি জীবিত নাই? আমাকে নির্বিঘ্নে নদী পার করিয়া দিয়া যুবরাজ কি রণস্থলে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন? তোমার সঙ্গে তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া আমার চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইতেছে, তুমি আদ্যোপান্ত তাবৎ বৃত্তান্ত কহিয়া আমার তাপিত হৃদয়কে শীতল কর।

পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া জাহানিরা হা! বিধাতঃ, হা! ভ্রাতঃ, এই শোক সূচক শব্দ পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে স্বয়ং ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া করযোড় পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, তাত! বীরপুরুষ দিগের পক্ষে যে কর্ম্ম বিধেয়, তোমার আজমৎ সেই কর্ম্ম করিয়া সমরানলে জীবনাহুতি দিয়াছেন। হায়! কি পরিতাপ! তিনি আমাদিগের মায়া মোহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গরাজ্যে প্রস্থান করিলেন, আমরা পৃথ্বীতলে দুঃখভোগ করিতে রহিলাম।

দুহিতার মুখে এই কথা শুনিয়া খন্দেশাধীশ প্রথমতঃ অতীব কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিবেক শক্তির উদ্রেক হওয়াতে শোকে তাঁহাকে নিতান্ত অবসন্ন করিতে পারিল না। ক্ষণকাল বিলম্বে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া জগদীশ্বরকে বিস্তর প্রশংসা করিলেন, এবং কহিলেন, বিধাতা কি ন্যায়বান্, যাহার পক্ষে যখন যাহা আবশ্যক হয়, তিনি তখনি তাহা বিধান করিয়া থাকেন। যাহাহউক, ধন্য আজমত! তুমি পরম শত্রুকে প্রতিফল দিয়া জন্মের মত সাংসারিক সুখে জলাঞ্জলি দিলে। আহা, আমি কেবল জীবিত থাকিয়া চিরকাল শোক সহ্য করিতে লাগিলাম।

লোদিখাঁ এই কথা বলিলে পর, জাহানিরা বলিলেন, "পিতঃ! দাদা মহাশয় শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ করিয়া অত্যন্ত সংগ্রাম করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি স্বহস্তে নিজ শত্রুর প্রাণ বিনাশ করিতে পারেন নাই। যে ব্যক্তি সাজেহান বাদসাহের সমক্ষে

তাঁহার অবমানন করিয়াছিল, সে দুরাত্মা আমা হই-তেই যথোপযুক্ত দণ্ড পাইয়াছে, ভ্রাতার ঘোরতর বিপদ সময়ে আমিই নিজ অস্ত্রবল দ্বারা তাহার প্রাণ নিধন করিলাম।

কন্যা কর্ত্তৃক পরম শত্রুর নিপাত হইয়াছে, লোদি খাঁ আদ্যোপান্ত এই বিবরণ জ্ঞাত হইয়া অতীব বিস্ময়াপন্ন হইলেন, কারণ, অবলা জাহানিরা কর্ত্তৃক প্রবল শত্রু কালমুখ যে নিহত হইবে ইহা তাঁহার একবারও মনে বিবেচনা হয় নাই। যাহাহউক কন্যার এই অদ্ভুত কর্ম্ম হেতু তাহাকে বিস্তর ধন্যবাদ করিলেন। অনন্তর পুত্র শোকে পুনর্ব্বার অভিভূত হইয়া জাহানিরার স্কন্ধদেশে আপন মস্তক দিয়া এইরূপ রোদন করিতে লাগিলেন আহা আজমত বিপক্ষবর্গের শোণিত দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া হস্তে খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক সমরে প্রাণ সমর্পণ করিলেন। আহা ইহা কি আশ্চর্য্য মৃত্যু! আহা আমার প্রাণ ধন আজমতকে আমি আর দেখিতে পাইবনা। আহা! আমার এ সংসারে গৌরবহীন জীবনধারণ বৃথা, এইরূপ আহা! আহা! শব্দ করিয়া হতভাগ্য বীর বিস্তর আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

আজমতের মৃত্যুর পর খন্দেশাধীশ মহাশয়ের কেবল পাঁচ জন সেনা ছিল। শত্রু হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাহারা জাহানিরার পূর্ব্বেই নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়ে, তদ্দ্বারা দুই জনের প্রাণ বিনাশ হয়, অবশিষ্ট তিন জন অনেকক্লেশে কূল প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই অত্যল্প সঙ্খ্যক অনুবর্ত্তী লোক দিগের সহিত লোদি খাঁ মালব দেশে গমনোদ্যত হইলেন। নদী

পরিত্যাগ করিয়া তিনি উক্ত রাজ্যের অভিমুখে গমন করিতে ছিলেন। ২৫ ক্রোশ পথ না যাইতে ২ ক্রমে দিবাবসান হইল, সুতরাং এক ক্ষুদ্র গ্রামে তাম্বু স্থাপন করিয়া তিনি রজনী যাপন করিলেন। সমস্ত দিবস কিছুমাত্র ভোজন পানাদি করেন নাই। সহবর্ত্তী লোক দিগের বিস্তর অনুরোধে তিনি রজনীযোগে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া অসুক্ষ্ম একখান কম্বলোপরি শয়ন করিতে গেলেন। ভয়ানক দুরবস্থা হেতুক তাঁহার রাত্রিকালে নিদ্রা হইল না, দিবসের দুর্ঘটনা সকল তাঁহার অন্তঃকরণে উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে তাঁহাকে বড় একটা অভিভূত করিতে পারিল না। অনেক ঘোরতর সঙ্কট সহ্য করিলে মনুষ্যের হৃদয় স্বভাবতই পাষাণবৎ হয়। বারম্বার বিষম বিপদ হেতু লোদি খাঁ একেবারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া স্থির করিলেন, যা হবার তাই হবে, আমি সাজেহান বাদসাহের সর্ব্বনাশ করিতে বিশেষ যত্ন করিব। ক্রমে রজনী প্রভাতা হইল, প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি দ্রুততর বেগে মালব দেশে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু শোকাকুল চিত্ত প্রযুক্ত তাঁহার শরীরে কিছুমাত্র স্ফূর্ত্তি রহিল না। প্রিয়তমা রাজ্ঞী দিগের আত্মহত্যা দ্বারা তিনি যত না শোক পাইয়াছিলেন, আজমতের প্রাণ বিয়োগে তাঁহার ততোধিক দুঃখ হইয়াছিল।

আজমতের মৃত্যুতে লোদি খাঁ মহাশয়ের যে এত শোক হইয়াছিল, তাহার কারণ এই—খন্দেশাধীশের অনেক বয়সে আজমৎ জন্ম গ্রহণ করেন, এজন্য জ্যেষ্ঠ

পুত্র হস্মিন অপেক্ষাও তাহাকে তিনি অতিশয় স্নেহ করিতেন। বিশেষতঃ তৎকালে খন্দেশ রাজ্যে তত্তুল্য পণ্ডিত যুবক কোন আমীরসন্তান ছিল না। তিনি বল বুদ্ধি সকল বিষয়ে সর্ব্বাগ্রগণ্য রূপে পরিগণিত ছিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষেরাও তাঁহার যুদ্ধনৈপুণ্য দেখিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন। মালব দেশে যাইতে যাইতে প্রিয়তম তনয়ের এই সদ্‌গুণ সকল মনে করিয়া তিনি ক্ষিপ্তের ন্যায় হইলেন। ধারাবাহিক অশ্রু তাঁহার নয়ন যুগলে পতিত হইতে লাগিল। ইহাতে শত্রুর প্রতিফল দিবার বাসনা তাঁহার অন্তঃকরণে সাতিশয় প্রবল হইলে, তিনি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কহিলেন শত্রু পক্ষীয় লোকেরা যেরূপ অল্প বয়সে এবং অযোগ্য সময়ে আমার পুত্রের নিধন করিয়া আমাকে শোক রূপ শেলে বিদ্ধ করিল, আমিও তাহাদিগকে তাহার উপযুক্ত দণ্ড দিব।

ইতিপূর্ব্বে সাজেহান নৃপতি ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া রাজনীতির পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তদ্যথা, পূর্ব্বকালীয় বাদসাহদিগের নিয়মানুসারে যে-ব্যক্তি যে প্রদেশে অতিশয় সম্ভ্রান্ত রূপে পরিগণিত হইতেন, রাজপ্রসাদ দ্বারা তিনি সেই স্থানের কর্ত্তৃত্ব পদ পাইতেন। রাজরাজেশ্বর সাজেহান মহাশয় সে নিয়মে রাজকার্য্য সমাধা করেন নাই, তিনি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন।) এই রীত্যনুসারে বিবাদের পূর্ব্বে লোদি খাঁ মহাশয় তৎকর্ত্তৃক মালব দেশের শাসন কর্ত্তা

হয়েন। সম্প্রতি এই হতভাগ্য আমীর নিজাধিকারে গমন করিয়া সমস্ত দেশ পর্য্যটন করত প্রথমতঃ সৈন্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। অল্প দিনের মধ্যে এক দল সুশিক্ষিত বলিষ্ঠ সেনা তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন হইল। একে তাঁহার নামে সাধারণ জনসমাজ ভয়ে কম্পিতকলেবর হইত, তাহাতে আবার তিনি স্বয়ং যাইয়া নিজ বিপদ বার্ত্তা তাহা দিগকে জানাইলেন, সুতরাং বিশেষ উপরোধ হেতু তাবল্লোকেই তাঁহার দুঃখে অতীব দুঃখিত হইল।

দুর্ভাগ্যবশতঃ লোদিখাঁ নির্বিঘ্নে মালব দেশে অবস্থিতি করিতে পারিলেন না। সপ্তাহ গত না হইতেং মহারাজ সাজেহানের অসঙ্খ্য সৈন্য তরণী সংযোগে নদী অবতরণ করিয়া মালব দেশে অগ্রসর হইল। তাহাদিগের আসিবার সময়ে ঐ তরঙ্গিণীর তরঙ্গেরও অনেক লাঘব হইয়াছিল। বীরবর লোদিখাঁ মহাশয় শত্রুপক্ষীয় লোকদিগের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া কিছুমাত্র ভয় করিলেন না। তিনি আপন সুশিক্ষিত সৈন্য দিগের সহিত অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া একেবারে রণ ভূমিতে দণ্ডায়মান হইলেন। আহা বিধাতার এমনি বিড়ম্বনা, সেদিন তাঁহাকে বিপক্ষ বর্গের বিপুল সৈন্য দ্বারা পরাজিত হইতে হইল। কি করেন, অনুগামী লোকদিগের সঙ্গে তিনি পর্ব্বতাশ্রয় করিয়া আপনাদিগের জীবন রক্ষা করিলেন। মহারাজের সৈন্য সামন্ত সেখান পর্য্যন্ত গিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু কিছুই করিতে পারে নাই। তিনি বাহুবলে সে স্থান রক্ষা করিয়া বারম্বার তাহাদিগকে

পরাভূত করিয়াছিলেন। একে ঐ পর্ব্বত অতিশয় দুর্গম স্থান, তাহাতে আবার বর্ষাকালের প্রাদুর্ভাব হইল, অরিকুল যত্ন করিয়াও আমীর মহাশয়কে আজ্ঞাধীন করিতে পারিল না। অতএব গিরি পরিত্যাগ পুরঃসর তাহাদিগকে স্ব ২ জীবন রক্ষায় বিব্রত হইতে হইল।

এদিকে বীর পুরুষ লোদি খাঁ মহাশয় নানামতে তাহাদিগকে বিরক্ত করিতে লাগিলেন। কখন ২ হঠাৎ যাইয়া তাহাদিগের মধ্যে বহু লোকের প্রাণ বিনাশ করিতেন, কখন বা পথিমধ্যে তাহাদের খাদ্য সামগ্রী অবরোধ করিয়া লইতেন। এইরূপ কোন্ সময়ে তিনি আসিবেন, এবং কখন্ কি ঘটিবে, এই ভয়ে সাজেহানের আত্মীয়বর্গ সর্ব্বদা সশঙ্কচিত্ত থাকিত। বিশেষ ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া তাহারা একেবারে স্থির করিল, আর দুঃখ সহ্য হয় না, আমীরবর অবিবাদে স্বীয় অধিকার সম্ভোগ করুন, আমরা স্বস্থানে প্রস্থান করিয়া দুঃখ বিমোচন করি। এই স্থির করিয়া তাহারা স্বদেশে প্রতিগমন করিল।

সাজেহান সৈন্যমুখে লোদি খাঁ মহাশয়ের পলায়ন সংবাদ শুনিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ চিত্ত হইলেন, এবং মনে করিলেন, বল, বুদ্ধি, জ্ঞান হেতু দুরন্ত আমীর সকলের নিকট পূজ্য। সে জীবিত থাকিতে আমার রাজ্যের মঙ্গল হইবে না। কি জানি কোন্ দিন সমস্ত ভারতবর্ষে রাজবিদ্রোহ ঘটিলেও ঘটিতে পারে। এই আন্তরিক দুর্ভাবনা রূপ বেদনাতে তাঁহার মনের শান্তি বিলুপ্ত হইয়া গেল। অহর্নিশি খন্দেশাধীশকে

প্রতিফল দিবার বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগি-লেন। ক্রমে বর্ষা ঋতুর অবসান হইল। সাজেহান্ একেবারে অপরিসীম সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মালব দেশে প্রেরণ করিলেন। আর, যাত্রা কালে তিনি তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, তোমরা পর্ব্বত হইতে লোদি খাঁকে বহিষ্কৃত করিয়া ধরিয়া আনিবে, দুরাত্মা জীবিত বা মৃত থাকুক আমি তাহাকে আগরা রাজ্যে অবশ্যই দেখিতে চাহি।

বাদসাহের সেনাপতি সদ্বংশোদ্ভব এক জন ধনাঢ্য লোকের সন্তান ছিলেন। শৌর্য্য বীর্য্য এবং গাম্ভীর্য্যের নিমিত্ত তাঁহাকে সকলেই প্রশংসা করিত। আর উত্তম এক দল সুশিক্ষিত সৈন্য ভূপতি তাঁহার অধীনে দিয়া তাঁহাকে মালব দেশে প্রেরণ করিয়া-ছিলেন। যে পর্ব্বতে লোদি খাঁ মহাশয় আশ্রয় লইয়া-ছিলেন, তথা হইতে এক দিনের পথ দূরে তিনি শিবির স্থাপন করিয়া সুখে কাল যাপন করিতে লাগি-লেন। অগণ্য সেনা সঙ্গে রহিয়াছে, এজন্য ঐ যুবা-পুরুষ প্রাণের ভয় না করিয়া লোদি খাঁকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতে আরম্ভ করিলেন।

একদিন দিবাবসান হইলে, সন্ধ্যাদেবী নিজ সহচর নক্ষত্রগণকে সঙ্গে লইয়া ভূমণ্ডলে পরিদৃশ্যমান হইলে, সেনাপতি রাত্রিকালে যথাবিহিত খাদ্য সামগ্রী ভোজন করিয়া এক মনোহর শয্যায় উপবেশন করি-লেন। তিনি প্রকাণ্ড এক তাকিয়াতে আলস্য রাখিয়া তমাকু এবং তাম্বূল খাইতে ছিলেন, এমত সময়ে অনেক ভৃত্য তৎসমীপে আগমন করিয়া করপুটে

নিবেদন করিল, প্রভো! পরম সুন্দরী এক নর্ত্তকী দ্বার-দেশে দণ্ডায়মান আছে, সে আপনকার সমক্ষে নৃত্য করণাকাঙ্ক্ষায় আসিয়াছে, আজ্ঞা হয়তো তাহাকে মহাশয়ের সমীপে আনয়ন করি।

রূপবতী নাটিকার নাম শ্রবণে সৈন্যাধিপ আহ্লাদিত হইয়া তাহাকে নিজ সম্মুখে আনিতে আজ্ঞা করিলে পর, ঐ মনোমোহিনী নর্ত্তকী আসিয়া তৎসমীপে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহার অঙ্গ পরিচালনে এবং হাব ভাব লাবণ্য দেখিয়া ঐ যুবা পুরুষ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইলেন। ইহাতে অনির্ব্বচনীয় এক ভাব তাঁহার অন্তঃকরণে উদয় হইলে, তিনি অজস্র সুরাপান করিয়া একেবারে উন্মত্তের ন্যায় হইলেন। তখন ঐ নর্ত্তকীর ভৃত্যেরা নানাবিধ মাদক রস যত তাঁহাকে দেয়, তিনি ততই পান করেন। ক্রমে বিচেতন ভাবে অবলুণ্ঠিত হইয়া তিনি শয্যার উপরিভাগে নিপতিত হইলেন। নৃত্য ভঙ্গ হইল, তাঁহার পারিষদ লোকেরা যে যাহার নিজ নিজ স্থানে শয়ন করিতে গেল। নর্ত্তকীও আপন অভিপ্রেত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রস্থান করিল।

প্রাতঃকালে ভৃত্যগণ সেনাপতির নিদ্রা ভঙ্গ করিতে গিয়া দেখে, যে তাঁহার শরীরে স্পন্দ নাই, অধরে রক্ত নাই, সমুদয় বর্ণ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, নিশ্বাস প্রশ্বাস বহন হইতেছে না, তাহার মস্তক অবধি পদ পর্য্যন্ত সকলই বিশ্রী, এবং শীতল হইয়া গিয়াছে, দেখিলে অত্যন্ত শঙ্কা উৎপত্তি হয়। অতএব বাহ্যিক চিহ্ন দ্বারা উপলব্ধি হইল, যে তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন,

তাহার কোন সন্দেহ নাই। এই দুর্জ্জেয় মৃত্যুর মুল কারণ জানিবার নিমিত্ত সৈন্যগণ সাতিশয় কৌতু-হলাক্রান্ত হইল। চিকিৎসকেরা বিবিধ প্রকারে পরীক্ষা করিতে লাগিল। পুর্ব্ব রাত্রিতে নর্ত্তকী তাহাকে ঢলিয়া পড়িতে দেখিয়া হঠাৎ অদৃশ্য হইয়াছিল, অতএব তাহারা সকলেই স্থির সিদ্ধান্ত করিল, নর্ত্তকী গরল পান করাইয়া সেনাপতির প্রাণ বিনাশ করিয়াছে। তাহারা ইতস্ততঃ নর্ত্তকীকে অন্বেষণ করিয়া কোথাও দেখিতে পাইল না, ইহাতে তাহাদের আরও সন্দেহ বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

যাহাহউক, সাজেহানের সৈন্যাধিপ মরিয়াছেন, এই সংবাদ লোদি খাঁ মহাশয়ের কর্ণগোচর হইলে, তিনি তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করিলেন। ইহাতে তৎকন্যা জাহানিরা করপুটে নিবেদন করি-লেন, পিতঃ! আজ্ঞা হয়তো আমি তাহার মৃত্যুর কারণ বলিয়া দিতে পারি। আমিই কল্য রাত্রিকালে শত্রুসেনাপতির বিনাশ বাসনায় নর্ত্তকীর বেশ ধারণ করিয়া শত্রু শিবিরে নৃত্য করিতে গমন করিয়াছিলাম। সে আমার সাক্ষাতে বিষ ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল, ঐ দুরাত্মার আশ্চর্য্য মৃত্যুর মূল কারণ আমি। ভাল হইয়াছে, তৎপদের উপযুক্ত এখন আর দ্বিতীয় ব্যক্তি তথায় দৃষ্ট হয় না।

এইরূপে সাজেহানী বাদসাহের সেনাপতি মরিলে কিয়দ্দিন তাঁহার সৈন্যসমূহ কোন কর্ম্ম করিতে পারিল না, যুদ্ধকার্য্য সকলই স্থগিত রহিল। লোদি খাঁ মহাশয় এই সুযোগে দক্ষিণ দেশে পলায়ন করিয়া

তথায় আপন পরাক্রমশালী বন্ধুদিগের সহিত সংমিলিত হইলেন। তাঁহার বিপদবার্ত্তা শুনিয়া সে স্থানের অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোক সকল তাঁহাকে সাহায্য করিতে চাহিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

সাজেহান কর্ত্তৃক লোদিখাঁর দক্ষিণ দেশে পলায়নশ্রবণ। বহুসৈন্য সমভিব্যাহারে ইরাদিত নামক সেনাপতিকে প্রেরণ। দৌলতাবাদ নগরের নাজিমের নিকট লোদিখাঁর আশ্রয় গ্রহণ। স্বয়ং সাজেহান বাদসাহের দক্ষিণরাজ্যে গমন। ইরাদিতের পরাজয়। সাজেহানের নিজ উজীর ও রাজপুত্র মুরাদের দৌলতাবাদ যাত্রা। জ্যোৎস্না রাত্রিকালে জাহানিরার ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও মুরাদের সহিত সাক্ষাৎকার। রাজনন্দনের সহিত রাজনন্দিনীর কথোপকথন। পর দিন যুদ্ধে জাহানিরা, লোদি খাঁ, এবং আর আর ব্যক্তির নিধন।

লোদি খাঁ অনায়াসেই তাবৎ সৈন্য দলকে বাধা দিয়া বারম্বার কৃতকার্য্য হইতেছেন, তাঁহার সেনাপতি বিনা যুদ্ধেই নিহত হইয়াছেন, এই সংবাদ সাজেহান বাদসাহের কর্ণগোচর হইলে, তিনি সাতিশয় ভীত এবং কম্পিত কলেবর হইলেন; কিন্তু কোন প্রকারে

তিনি তাঁহার সহিত মিলন বা সন্ধি করিতে চাহিলেন না। ঐ বীর পুরুষকে সমূলে উন্মূলিত করিতে তাঁহার অত্যন্ত বাসনা হইল। এজন্য তিনি ইরাদিৎ নামে এক জন সুবিখ্যাত সেনাপতিকে বহুসঙ্খ্যক সৈন্যের সহিত দক্ষিণ দেশে প্রেরণ করিলেন। বল বুদ্ধি বিষয়ে লোদি খাঁর সহিত তুলনা করিতে হইলে, ঐ ইদারিৎ কোন মতেই তাঁহার সম কক্ষ হইতে পারিবেন না। সাজেহান তাঁহাকে দ্বাদশ সহস্র সৈন্যের অধিপতি করিয়া দিলেন। কিন্তু লোদি খাঁর সমভিব্যাহারে শুদ্ধ অত্যল্প সঙ্খ্যক সৈন্য এবং জন কয়েক সাহসী লোক মাত্র ছিল। বুদ্ধিকৌশলে আমীরবর এই যৎ-সামান্য অনুগামীদিগের সহকারে বাদসাহ মহাশয়ের ভৃত্যদিগকে বিশেষ যাতনা দিতে লাগিলেন।

রজনী যোগে রাজপক্ষীয় লোকেরা যখন ভোজন পানে ব্যস্ত সমস্ত হইত, তখন শত্রুদিগের আগমন-প্রত্যাশা তাহারা কখনই করিত না, এবং যখন সুস্থির চিত্তে সৈন্যবর্গ আমোদ প্রমোদ করিত, তখন ঐ খন্দেশাধীশ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া একেবারে তাহাদের তাবৎ দল বলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলি-তেন। তাহাদের খাদ্য সামগ্রী আসিতেছে, এইকথা শুনিলেই তিনি তথায় গমন করিয়া তাহা বলপূর্ব্বক অপহরণ করিতেন। কোন্ পর্ব্বত তাঁহার আশ্রয় স্থান, এবং কোন্ পথে যাইতে হইবে, শত্রুবর্গ অন্বেষণ করিয়া তাহার কোন উদ্দেশ পাইত না, তাহারা সর্ব্বদাই সশঙ্কচিত্তে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিত। দিবা-রাত্রি সতর্ক হইয়া তাহারা নিয়মিত কর্ম্ম করিত, মহা-

ভয়ঙ্কর শত্রুবর্গ কখন্ আসিয়া কি সর্ব্বনাশ করিবে, এই চিন্তায় তাহাদের শরীর ক্রমে জর্জ্জরীভূত হইল, তাহারা কি করিবে ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিল না। এইরূপে অতীব বিরক্ত হইয়া তাহারা তাঁহাকে যথেচ্ছা তথায় গমন করিতে দিল, পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবার আর উদ্যোগ পাইল না। এই সুযোগে লোদিখাঁ মহাশয় অনায়াসে গলকন্দা রাজ্যে গমন করিতে সক্ষম হইলেন। উহার রাজধানী দৌলতাবাদ বহুকালাবধি এক সুদৃঢ় নগর বলিয়া বিখ্যাত ছিল, আমীরবর তথাকার নাজিমের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত তাবৎ বিবরণ জানাইলেন।

নাজিম লোদিখাঁর দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। মহারাজ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ক্ষুব্ধচিত্ত হইলেন, এবং মনে করিলেন আমার শত্রু খন্দেশাধিপ বড়ই ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি, সে দক্ষিণ দেশস্থ রাজাদিগের আনুকুল্য প্রাপ্ত হইলে অনায়াসে আমার সর্ব্বনাশ করিতে পারিবে, কিজানি আমাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আমার রাজপাট পর্য্যন্ত লইলেও লইতে পারে। এইরূপ মনোদুঃখ এবং উৎকণ্ঠা হেতু তাঁহার শারীরিক সচ্ছন্দতা হ্রাস হইতে লাগিল।

বিপত্তি সময়ে মনুষ্যের অন্তঃকরণে নানা সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে। যাঁহারা সেই সময় ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বিপদ্ শান্তির উপায় চেষ্টা করেন তাঁহারাই যথার্থ ধীর। অতএব ধীরাগ্রগণ্য সাজেহান বাদসাহ

বিবেচনা করিলেন, আমি তৈমুর বংশোদ্ভব রাজা, তৈমুর কুল প্রধান কুল বলিয়া দক্ষিণদেশস্থ অন্য রাজ-বংশোদ্ভবগণ পূর্ব্বাবধি আমার প্রতি বড়ই বিদ্বেষ করে। কিন্তু এত দিন তাহারা অত্যাচার করণের কোন সুবিধা পায় নাই। এক্ষণে ঐ বিদ্বেষীদিগের রাজবিদ্রোহের উত্তম উপায় হইয়াছে। বিলম্ব করিলে কার্য্যের পক্ষে অনেক হানি হয়। আর স্বয়ং কোন কর্ম্ম করিলে তাহা যেরূপ সিদ্ধ হয়, অন্যের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে, তাহা কোন মতেই তদ্রূপ হয় না। একারণ শীঘ্র ২ দক্ষিণ দেশে স্বয়ং যাইয়া ইরাদিতের সহিত আমার সংমিলিত হওয়া বিধেয়। আমাকে দেখিলে অন্যান্য রাজারা সহসা লোদি খাঁর সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইবে না।

এই নির্দ্ধারিত করিয়া ভূপাল বিপুল সৈন্য সামন্তের সহিত দক্ষিণ রাজ্যে উপনীত হইলেন। তাঁহার আগমনে লোদিখাঁর পক্ষে বড়ই অমঙ্গল হইল। পূর্ব্বে যে যে অধীশ্বরেরা তাঁহার সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেন, এক্ষণে সাজেহানের ভয়ে তাঁহারা কৃত অঙ্গীকার প্রতিপালনে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। ঐ বিদ্রোহাচারী করদ রাজারা সকলেই মনে করিলেন, বল বুদ্ধি সাহস বিষয়ে রাজরাজেশ্বর সাজেহান মহাশয় সর্ব্বাগ্রগণ্য। তাঁহার সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইলে, ভবিষ্যতে বিষম দুর্ঘটনা ঘটিলেও ঘটিতে পারে। তাঁহার নিকট পরাভব হইলে শুদ্ধ আমরা কেবল রাজ্যভ্রষ্ট হইব এমত নহে, কুপিত সম্রাট্ আমাদিগের ধন মান দার পুত্র সকলই নষ্ট করিবেন। দূর হউক, যে কর্ম্মে

এত বিপদ সম্ভাবনা, এমত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ায় প্রয়োজন কি? এই বিবেচনায় তাঁহারা লোদিখাঁর প্রতি অনুকম্পা বিতরণে পরাঙমুখ হইয়া সাজেহানের শরণাপন্ন হইলেন। প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে যে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ নিন্দনীয় হইতে হয়, এমন বিবেচনা ঐ কাপুরুষদিগের মনে একবারও হইল না।

দৌলতাবাদের নিজাম লোদিখাঁকে আহ্বান করিয়া নিজ বাটীতে আশ্রয় দিয়াছিলেন, একারণ তাঁহার প্রতি সাজেহান বাদসাহের বড়ই কোপ হইল। নরেন্দ্রবর, যাহাতে ঐ প্রগল্‌ভিত আমীরের ক্ষমতা ন্যূন হয়, প্রাণপণ যত্নে এমত চেষ্টা করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না। পুর্ব্বোক্ত ইরাদিত তাঁহার প্রধান সেনাপতি ছিলেন, তিনি ঐ মহা পুরুষের সঙ্গে একেবারে পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্য দিয়া তাহাকে দৌলতাবাদে প্রেরণ করিলেন। এতদ্ব্যতীত গোপসিংহ ও সাইয়স্তা খাঁ নামে তাঁহার আর দুইজন সেনাপতি ছিল, তিনি নিজামকে পরাভব করিবার নিমিত্ত একে একে ঐ দুই সৈন্যাধিপকেও বহুসঙ্খ্যক সৈন্যের সহিত দৌলতাবাদে পাঠাইলেন। এই মহাবল পরাক্রান্ত বীরদিগের দর্পে ভারতবর্ষ একেবারে কম্পান্বিত হইল। দক্ষিণ দেশস্থ প্রজারা পুত্রকলত্রাদি সমভিব্যাহারে লইয়া হাহাকার শব্দে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

দৌলতাবাদে বীরবর লোদি খাঁ থাকিতে সাজেহানের বিপুল সৈন্যেরা শীঘ্র কি অনিষ্ট করিতে পারে? প্রতি দিবস লোদিখাঁর কৌশল দ্বারা নিজামের

সৈন্যেরা ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া আপনাদের রাজধানী রক্ষা করিল। কিয়দ্দিন মহারাজের সেনাপতিগণ তাহাদের কিছুই করিতে পারিলেন না। তাহারা তাঁহাদের সকল উদ্যোগই ব্যর্থ করিল। পূর্ব্বরীত্যনু-সারে লোদিখাঁ দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ বর্ত্মে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রাজপক্ষীয় লোকদিগের পক্ষে সেস্থান অতি অগম্য স্থান, অনায়াসে তথায় গমন করা তাহাদের পক্ষে বড়ই সুকঠিন হইল। ইরাদিত আপন দল বল সঙ্গে লইয়া তাঁহার অন্বে-ষণ করিতে ছিলেন, এমত সময়ে লোদিখাঁ হঠাৎ এক অরণ্য হইতে নির্গত হইয়া তাঁহার পথাবরোধ করিলেন। নিজামের দ্বাদশ সহস্র সৈন্য লোদিখাঁর কর্ত্তৃত্বাধীনে রহিয়াছে, ইহা দেখিয়া ইরাদিতের শঙ্কার আর পরিসীমা রহিল না। তিনি অবিলম্বেই পলা-য়নের সুবিধা দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথায় যাই-বেন। লোদিখাঁ একেবারে আপন সাহসী অনুবর্ত্তী-দিগের সহিত হুঙ্কার শব্দ পূর্ব্বক তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার বহু সঙ্খ্যক সৈন্য নিপাতন করিলেন। মানবরুধিরে যুদ্ধক্ষেত্র আরক্তবর্ণ হইল। ইরাদিতের সৈন্যগণ প্রাণভয়ে বিশৃঙ্খল হইয়া কে কোথায় পলা-য়ন করিল তাহা নিশ্চয় করা দুষ্কর; মহারাজের সেনা-পতি অনেক চেষ্টা করিয়াও সৈন্যদিগকে সুশৃঙ্খল করিতে পারিলেন না, সুতরাং পরাভব মানিয়া রণেভঙ্গ প্রদান করত একেবারে দেশ পরিত্যাগ করিলেন।

সাজেহান ইরাদিতের পরাজয় সংবাদ শুনিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, এবং বিবেচনা করিলেন

এব্যক্তি সেনাপতিত্ব পদের উপযুক্ত নহে, ইহাকে পদচ্যুত করিয়া ব্যক্ত্যন্তরকে এমত গুরুতর কর্ম্ম প্রদান করা উচিত। যুক্তি দ্বারা স্থির হইল, তাঁহার প্রধান মন্ত্রী সর্ব্ববিষয়ে পারদর্শী এবং দক্ষ, তিনি সৈন্যাধ্যক্ষ হইলে নিজামের সৈন্যগণ অবশ্যই ভয় পাইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইবে। এই প্রত্যাশায় তিনি লোদিখাঁকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত নিজ সচিবকে রণক্ষেত্রে পাঠাইলেন। লোদিখাঁ তখন পর্য্যন্ত উপত্যকা পরিত্যাগ করেন নাই, পূর্ব্বে যে পর্ব্বত সহকারে তিনি বিপক্ষ বর্গের উদ্যোগ সকল ব্যর্থ করিয়াছিলেন, তখনও সেইরূপ করিতে লাগিলেন।

রাজপুত্র মুরাদ উজীরের সহবর্ত্তী হইয়া দৌলতাবাদ রাজধানীতে গমন করিয়াছিলেন। রাজবিরোধী আমীরকন্যার উপরে পূর্ব্ববৎ তাঁহার অনুরাগের আত্যাধক্য ছিল। তিনি দিনযামিনী ঐ যুবতীকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। নিরন্তর তাঁহার রূপমাধুরী শৃঙ্খলস্বরূপ হইয়া রাজতনয়ের চিত্তসরোজকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল। কামিনীর শৌর্য্যবীর্য্য এবং আস্পর্দ্ধাদির কথা মনে হইলে, যুবরাজ ক্ষণমাত্র স্থিরভাবে রাজকর্ম্ম করিতে পারিতেন না, তাঁহার চিত্তকমল অতিশয় বিচলিত হইত।

জাহানিরা নিজ পিতার সমভিব্যাহারে সর্ব্বদা যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেন এবং কখন২ ঘোরতর বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক স্বয়ং সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেন। একদা সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সুন্দরী সাতিশয় শ্রান্ত এবং ক্লান্ত হইয়াছিলেন, রাত্রিকালে শূন্যমার্গে সুধাকরকে

উদয় হইতে দেখিয়া তাঁহার চিত্ত অতিশয় প্রফুল্ল হইল। দিবসের শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত তিনি পিতৃশিবির পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্ব্বতনিম্নস্থ অনাবৃত প্রান্তরে আইলেন, তাহাতে সুধাকরের সুধা তাঁহার মস্তকোপরি পতিত হইতে লাগিল। দিবাভাগে অশ্বোপরি উপবেশন করিয়া যুদ্ধ করাতে, তাঁহার শরীর এবং মস্তক অতিশয় উত্তপ্ত হইয়াছিল, এক্ষণে শশধরের অমৃত বারি দ্বারা তাঁহার সমুদায় অঙ্গে শীতলানুভব হইল। তখন স্থির চিত্তে ঐ সাহসিকা কামিনী পিতার অবস্থা চিন্তা করত চিন্তাসমুদ্রে নিমগ্না হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

"হায়! বিপত্তিরূপ কাল, হস্তে খড়্গ ধারণ করিয়া আমাদিগের প্রাণ হরণে উদ্যত হইয়াছে, হায়! আমরা দুর্বৃত্ত বাদসাহকে অত্যাচারের অর্দ্ধেক প্রতিফলও দিতে পারিলাম না, হায়! ধরণীতলে লোদি বংশের বুঝি মূলোৎপাটন হইল। নিজামের আনুকূল্য দ্বারা শত্রু নিধন করিব, মনে মনে এই ভরসা আমার বড়ই হইয়াছিল, পরমেশ্বর সে আশাতেও বুঝি নৈরাশ করিলেন। প্রাণভয়ে ভীত হইয়া অদ্য নিজাম আপনার সৈন্য সকলকে রণস্থল হইতে লইয়া গিয়াছেন। কি পরিতাপ! প্রধান অপ্রধান সকলেই তাঁহাকে পরাক্রমশালী লোক বলিয়া বহু সমাদর করে। আহা কাপুরুষত্ব প্রকাশ করিয়া কিরূপে তিনি সাজেহানের শরণাপন্ন হইবেন। এক্ষণে জন কয়েক অনুগামী লোক ব্যতিরেকে পিতামহাশয়ের সাহায্য করে, এমন আর দ্বিতীয় আমীর নাই। বিপক্ষ বর্গের প্রায় অশীতি

সহস্র সৈন্যের সহিত এই অত্যল্প লোক লইয়া আমরা কিরূপে যুদ্ধ করিব। সকলই অদৃষ্টের ফের, তাহা না হইলে আমাদিগের এমন বিপত্তি ঘটিবেই বা কেন। এখন আর কি উপায়, বিধাতার মনে যাহা আছে তাহাই হউক।"

এইরূপ রোদন করিতে২ জাহানিরা ক্ষুব্ধচিত্তে আরবার বিবেচনা করিলেন, বিলাপেরই বা আবশ্যক কি? পিতা প্রথমাবধি রণভূমিতে প্রাণ ত্যাগ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। এত দিন তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় নাই। এক্ষণে যদি তাহা সিদ্ধ হইল, তবে আমি মিছামিছি আর দুঃখ করি কেন? সম্প্রতি পিতার সহিত মিলিত হইয়া সমরানলে আমার জীবন আহু-তি দেওয়াই বিধেয়, তদ্দ্বারা সাংসারিক দুঃখ আমাকে আর সহ্য করিতে হইবে না, অনায়াসেই সুখপূর্ণ স্বর্গ-রাজ্যে গমন করিয়া অনন্ত কুশল সম্ভোগ করিতে পারিব।

এই চিন্তায় নিতান্ত অভিভূত হইয়া রাজতনয়া শিবির হইতে অনেক দূর চলিয়া গেলেন। রজনী ক্রমে ক্রমে নিশীথ হইল, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সক-লই নীরব। শূন্য মার্গের স্বাস্থ্যকর বায়ু তাঁহার শরীর-কে স্পর্শ করিলে, জাহানিরা অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করিতে লাগিলেন। আকাশ-পথের শিশিররূপ অমৃত বৃষ্টি তাঁহার দুই গণ্ডদেশ বহিয়া ভূমিতলে পড়িল। দিবাভাগের প্রখর খরতর রবিকিরণোত্তাপে তাঁহার বদন মণ্ডলের যে যে অংশ শুষ্ক এবং রক্তবর্ণ হইয়াছিল, শীতল চন্দ্রিকার রশ্মি দ্বারা সে সকলই এক্ষণে

বিলুপ্ত হইয়াগেল। এদেশে রাত্রিকালীন প্রহরে প্রহরে শৃগালেরা এক এক বার চীৎকার করিয়া থাকে। মধ্যরাত্রিতে জম্বুকীর রব শ্রবণ করিয়া জাহানিরা শয়নকাল যে অতীত হইয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলেন; কিন্তু শিবিরে প্রত্যাগত হইয়া শয়ন করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তিনি শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়দ্দূর যাইতেং সন্নিহিত গ্রামের মধ্যবর্ত্তী এক নদীস্রোতের কলরব তাঁহার কর্ণগোচর হইল। সুন্দরী ঐ কল কল ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সাতিশয় পুলকিতা হইলেন, এবং মনে করিলেন দুর্ঘটনা হেতু আমার চিত্ত বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে বলিয়া নদী বুঝি দূর হইতে আমাকে সান্ত্বনা করিতেছে।

বিষমবিপন্না রাজনন্দনী এইরূপ বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়া কিয়ৎকাল স্থির ভাবে দণ্ডায়মানা রহিলেন। তাঁহার সন্নিধানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষের এক বারাশত ছিল। অনতিদূর হইতে তিনি অবলোকন করিলেন, শাখা পল্লব বিশিষ্ট এক বৃক্ষের উপরিভাগে এক ব্যক্তি উপবেশন করিয়া রহিয়াছে। মধ্যরাত্রি সময়ে জাহানিরা মনুষ্যাবয়ব দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্না হইলেন, এবং বিবেচনা করিলেন শত্রু পক্ষীয় লোকেরা বুঝি আমাদিগের আশ্রয় স্থান পর্ব্বতের অনুসন্ধান করিবার জন্য চর পাঠাইয়া দিয়াছে। বীরতুল্যা সাহসিকা কামিনী ইহাতে কিছুমাত্র ভীতা হইলেন না, বরং কোষ হইতে আপনার তীক্ষ্ন অস্ত্র বহির্গত করিয়া পূর্ব্বোক্ত তরুমূলের সন্নিকটে গেলেন। তথায় উপনীতা

হইয়া তিনি অজ্ঞাত অপরিচিত ঐ তরুস্থিত মনুষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে; এতাদৃশী ঘোরা রজনীতে তুমি কি জন্য এই নির্জন স্থানে একাকী বসিয়া আছ? প্রাণে বাঁচিবার ইচ্ছা থাকেতো তুমি আমাকে যথার্থ পরিচয় দেহ, নতুবা এই খড়্গাঘাতে এখনই আমি তোমায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব, শত্রু মিত্র বিচার করিব না।

অভ্যাগত ব্যক্তি তখন মৃদুস্বরে এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন, "কেও জাহানিরা?" এইকথা শ্রবণ মাত্র, ঐ অপরিচিত ব্যক্তি যে মুরাদ, রাজকন্যা তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারিলেন।

জাহানিরা।—যুবরাজ মুরাদ! তুমি এখানে বসিয়া কেন? আমাদিগের পথানুসন্ধান করিবার নিমিত্ত তুমি কি রাত্রিকালে চর স্বরূপ হইয়া আসিয়াছ! কি আশ্চর্য্য! সিংহস্বরূপ মম পিতার ভয়ে ভীত হইয়া তোমরা সম্মুখযুদ্ধ পরিত্যাগ করিলে, অবশেষে শৃগালের ন্যায় ধূর্ত্ততা দ্বারা তোমাদিগকে কার্য্য করিতে হইল। রাজনন্দন! সত্য কথা কহিতেছি, রাগ করিও না? পঙ্গপালগণ কখনং দেশের মধ্যে আসিয়া তৃণপত্রাদি নষ্ট করত একেবারে সমুদয় দেশকে উচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে, তোমার অসঙ্খ্য সৈন্যও সেইরূপ। তাহারা মম পিতার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া একেবারে তাঁহাকে নিবদ্ধ করিলেও করিতে পারে, কিন্তু কোনমতেই ঐ বীর পুরুষকে তাহারা পরাভব করিতে পারিবে না।

মুরাদ।—রাজতনয়ে! আমি মহারাজের চর স্বরূপ হইয়া আসিনাই, কেবল দিনযামিনী যাহার জন্যে

আমার চিত্ত ব্যাকুল হয়, সেই মহীয়সী রাজকন্যার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিবার আকাঙ্ক্ষায় আমি এই নিশীথ সময়ে এখানে আসিয়াছি। ভুবনমোহিনী সর্ব্বাগ্রগণ্যা ঐ রমণী যদি এ অধীনের প্রতি অনুকূলা হইয়া তৈমুর বংশের সহিত সংমিলিতা হন, তাহা হইলে আপনাকে আমি কৃতকৃতার্থ করিয়া মানিব। আহা! সেই চিত্তাপহারিণী রাজবালা এ দীন হীন মুরাদের ধর্ম্মপত্নী হইলে, এ ভারতবর্ষে বিরোধ বিসম্বাদ কিছুই থাকিবে না। সেই স্বর্গবিদ্যাধরীর জনক মহাশয় পূর্ব্ববৎ মান সম্ভ্রম মর্য্যাদাদি সকলই প্রাপ্ত হইবেন। তৎকর্ত্তৃক রাজ্যমধ্যে যে অমঙ্গল ঘটিয়াছে, মম পিতা সাজেহান বাদসাহ তাহা বিস্মৃত হইয়া যাইবেন।

জাহানিরা।—যুবরাজ! অতীত বিষয়ের অনুস্চনা করা বৃথা, যে মর্ম্মান্তিক বেদনা আমরা সহ্য করিয়াছি, আর তাহা কোন প্রকারে ভুলিতে পারিব না। মম সহোদর আজমতের মৃত্যুরূপ শেল আমার অন্তঃকরণে যে বিদ্ধ রহিয়াছে, কিছুতেই তাহা বিলুপ্ত হইতে পারিবে না। আহা সেই ভ্রাতৃমৃত্যু একপ্রকার দগ্ধ লৌহ শলাকা স্বরূপ, তদ্দ্বারা আমাদিগের ঐহিক সুখ জন্মের মত দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমি পিতার অপমান এবং ভ্রাতার নিধন স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াছি, এক্ষণে এই উভয় অপকর্ম্মের প্রতিফল দেওয়া আমার মুখ্য সঙ্কল্প হইয়াছে। কোন না কোন প্রকারে আমি মনোভিলাষ সিদ্ধ করিতে পারিলে, আপনাকে যশস্বিনী জ্ঞান করিব। যুবরাজ মুরাদ!

সুখের কথা বল কি, সুখ দুঃখ আমাদিগের পক্ষে একই প্রকার, রণস্থলে সকলেই আমরা প্রাণত্যাগ করিব, প্রথমাবধি এ বিষয়ে আমাদিগের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে। তবে তব পিতার অশীতি সহস্র সৈন্যে আমাদিগের ভয় কি? মরিতে হইবে বলিয়া যে দুর্বৃত্ত অত্যাচারী বাদসাহের আমরা শরণাপন্ন হইব ইহা তুমি মনেও করিও না। দুঃসাহসী বীর পুরুষেরা অস্ত্রধারণ করিয়া মরিলে যে সুখ প্রাপ্ত হন, তেমন সুখ আর কিছুতেই লাভ হয় না। রাজনন্দন! সাবধান সাবধান, এ মৃত্যুকে সামান্য বোধে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিও না, ইহাতে শত্রুপক্ষীয় লোকদিগকেও প্রকম্পিত হইতে হইবে।

মুরাদ।— রাজনন্দিনি! তুমি এতাদৃশ নিদারুণ কথা কেন কহিতেছ, তোমাকে স্বাধীনত্ব প্রদান করা আমার মুখ্য তাৎপর্য্য হওয়াতে, সেই বাসনায় আমি এখানপর্য্যন্ত আসিয়াছি। এই ভারতবর্ষে লোদি বংশ সকল লোকের পূজ্য, সে বংশের মূলোৎপাটন হয়, এমন ইচ্ছা আমার ক্ষণমাত্র হয় না, বরং তোমাকর্ত্তৃক ঐ রাজকুল উন্নত হইলে, আমি সাতিশয় আপ্যায়িত হইব।

জাহানিরা।— রাজপুত্র! তুমি আমাকে স্বাধীন করিবে কি? আমি কখনই কাহারও করতলস্থিত নহি, পূর্ব্বে স্বাধীন ছিলাম, এখনও স্বাধীন আছি এবং ভবিষ্যতেও স্বাধীন থাকিব। লোদি খাঁর দুহিতা বলিয়া আমি সতত সর্ব্বসাধারণের নিকট মান্য, এতদপেক্ষা এই ধরণীতলে আর কোন্ গৌরব আছে?। এক্ষণে

আমার নিবেদন এই তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর, নির্জনে আমার সহিত কথোপকথন করা তোমার বিধেয় নয়, আর এতাদৃশ বিষয়ে তোমায় উৎসাহ প্রদান করাও আমার পক্ষে অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম। রজনী অবসান হইতেছে, আমাদিগের শিবিরের পার্শ্বে কেন তুমি অনর্থক ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছ? অতএব আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি স্বপক্ষীয় লোকদিগের নিকট যাও, নতুবা এখনই আমি তোমার সহ শত্রুবৎ ব্যবহার করিব।

মুরাদ।—সুন্দরি! তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতী কামিনী এই ভারতবর্ষে নাই। তবে রজনীযোগে কি কারণ আমি গোপনভাবে তোমার সহিত কথোপকথন করিতেছি, তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিলে না - প্রকাশ্যে আমি তোমার সহিত আলাপাদি করিলে পিতা-মহাশয়ের অমাত্যগণ আমাকে বিশ্বাস-ঘাতক কহিবে, এই আশঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত আমি কত বিপদ সহিয়াছি, তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। বলিলেই বা তুমি বিশ্বাস করিবে কেন!। রাজনন্দিনি! আমি অনৃত বাক্য কহিতেছি না, দিবারাত্রি তোমার রূপ গুণ আমার চিত্তসরোজে জাগরূক হইয়া রহিয়াছে, একারণ তোমার এবং তোমার পিতামহাশয়ের অন্যান্য পরিবারকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করণে আমার নিতান্ত বাসনা। তুমি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া আমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ কর, তাহা হইলে বিরোধ বিপত্তি সকলই দূর হইবে।

জাহানিরা।— যুবরাজ! তুমি আমাদের শত্রু

সাজেহান বাদসাহের পুত্র, এজন্য আমি যে তোমাকে অবজ্ঞা করিতেছি, ইহা তুমি মনেও করিও না। সচ্চরিত্রহেতু তুমি সকলের নিকট পূজ্য, আমিও সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তোমাকে যথেষ্ট সমাদর করিব, কেবল প্রণয়ভাব প্রকাশ করত কোনমতেই আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী হইতে পারিব না। হে মহাত্মন্! আমি যাহা বলি, তাহাই করি, আমার প্রতিজ্ঞা কোন প্রকারে পরিবর্ত্ত হইবার নহে। কল্য প্রাতঃকালে যখন আমি অস্ত্র ধারণ করিয়া সমরে দণ্ডায়মানা হইব, তখন আমার প্রতিজ্ঞার দার্ঢ্য তোমার উপলব্ধ হইতে পারিবে। তৎকালে রাজপুত্র মুরাদের পরিণয় প্রস্তাব জাহানিরা যে অগ্রাহ্য করিয়াছে, অপর সাধারণ সকলেরই ইহা অনুভূত হইতে পারিবে।

মুরাদ কথা কহিবার উপক্রম করিতে ছিলেন, এমত সময়ে লোদি খাঁর তনয়া হস্ত প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন, এবং প্রগল্ভিতভাবে পর্ব্বতাভিমুখ করিয়া তিনি তদুপরি আরোহণ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যস্থ শিবিরের নিকট উপনীতা হইয়া রাজকন্যা কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে বসিয়া রহিলেন, পরে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তিনি নিজ শয্যায় শয়ন করিতে গেলেন, বিস্তর এ পাশ ও পাশ করিয়াও তাঁহার নিদ্রা হইল না, মুরাদের মর্ম্মভেদী বাক্য সকল তাঁহার অন্তঃকরণে নিরন্তর জাগরূক হইতে লাগিল। যুবরাজ অহর্নিশি তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, এই চিন্তায় রাজনন্দিনী সাতিশয় কাতরা হইলেন। চিত্ত চাঞ্চল্য হওয়াতে তিনি আক্ষেপ করিয়া কহিতে লা-

গিলেন, "হা বিধাতঃ! যে ব্যক্তি দুইবার আমাকে বিষম বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন তাঁহার কথা আমি প্রতিপালন করিতে পারিলাম না, যুবরাজের মনে দুঃখ দেওয়াতে যে পর্য্যন্ত মর্ম্ম বেদনা পাইলাম, তাহা কাহার নিকটেই বা প্রকাশ করিয়া আমি সান্ত্বনা পাইতে পারি। আহা আমার নীরস রসনা তাঁহার প্রতি কত কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। কি পরিতাপ! তৈমুর বংশের সহিত আমাদের কখনই সংমিলন হইবে না ইহা জানিয়াও রাজসুত কেন আমার জন্যে এত ব্যগ্রচিত্ত হয়েন। কি করিব, বিধাতা আমাদিগের পরিণয় বিষয়ে এক অতি ভারী প্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন, কোন মতেই ঐ প্রস্তর স্থানান্তরীকৃত হইবে না। পিতার সুখে আমার সুখ, এবং পিতার দুঃখে আমার দুঃখ। তাঁহার অপমান করিয়া আমি কোন মতেই রাজপুত্র মুরাদের ইষ্ট সাধন করিতে পারিব না। ঐ হতভাগ্য রাজকুমারের ভাগ্যে যাহা আছে, তাহাই হইবে, সাজেহান বাদসাহ আমাদিগের পরম শত্রু, তৎপুত্রের সহিত আমি প্রণয় করিতে পারিব না, অতএব আর আর অনুরাগ পরিত্যাগ করিয়া তৎপ্রতি কেবল শত্রুবৎ ব্যবহার করাই আমার বিধেয়।

জাহানিরাকে যাইতে দেখিয়া রাজপুত্র মুরাদও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, সাতিশয় ক্ষুব্ধ চিত্ত, বিরহ যাতনায় তাঁহার মন একেবারে অধীর হইয়া পড়িল, কিছুই ভাল লাগিল না। অতএব আন্তরিক আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন,

রাজপক্ষীয় লোকেরা পাছে আমার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করে, এবং শত্রুবর্গ পাছে আমাকে চর স্বরূপ জ্ঞান করে, এই ভয়ে অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়াও এই রজনীযোগে আমি জাহানিরার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তদ্দ্বারা লাভের মধ্যে কেবল নীরস কটুবাক্য আমাকে সহ্য করিতে হইল। রাজবালা প্রথমাবধি আমার প্রতি গর্ব্বিত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার নিমিত্ত আমার মন এত ব্যাকুল হইতেছে কেন? শয়নে স্বপনে দিবা রাত্রি তাঁহার রূপ আমার হৃদয়-কমলকে আবৃত করিয়া রাখে, তাঁহার জন্য কোন কর্ম্মই আমাকে ভাল লাগিতেছে না। প্রেয়সী আপন মুখে নিদারুণ বাক্য প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "আমরা এক প্রকার হত পরিবার, রণস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে আমাদের কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই"। আহা! ঐ মহীয়সী রাজতনয়ার কথা মিথ্যা নহে, যাহা বলিলেন তাহাই হইল, এত যত্ন করিয়াও আমি তাহাদিগকে কৃতান্তের করাল গ্রাস হইতে বাঁচাইতে পারিলাম না। এইরূপ শোকাকুল চিত্তে যুবরাজ অস্থির হইয়া কতই রোদন করিলেন।

লোদিখাঁর অনুগামী লোকদিগের মধ্যে কেবল এক দল সৈন্য মাত্র ছিল। তাঁহার আশ্রয় স্থান উপত্যকা অতীব সুদৃঢ় ছিল বটে, কিন্তু সাজেহানের বিপুল সৈন্যের নিকটে তাহা কোন মতেই রক্ষা পাইবে, এমন ভরসা ছিল না, তাহারা অবশ্যই তাহা বল পূর্ব্বক লইয়া তদাশ্রিত লোকদিগকে প্রাণে নিধন করিবে ইহা সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিল। পরদিন প্রাতঃকালে মহা-

রাজের সৈন্য বর্গ ঘোরতর বিক্রম প্রকাশ করিয়া লোদিখাঁকে আক্রমণ করিবেক, যুবরাজ মুরাদ তাহা অবগত ছিলেন। ইহাতে প্রিয়তমা জাহানিরা এবং তাহার পিতা ও আত্মীয় বর্গকে যে সমূলে বিনষ্ট হইতে হইবে, এই ভাবনায় যুবরাজ একেবারে বড়ই উৎকণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু মনস্তাপের কথা কাহাকেও প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিলেন না। ঐ মহীয়সী রাজতনয়ার প্রতি যুবরাজের এত স্নেহ ছিল, যে তিনি নিজ প্রাণ সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারিতেন, শুদ্ধ লোকলজ্জা ভয়ে তাহা করিবার সুযোগ পাইলেন না।

রজনী প্রভাতা হইল, অরুণরাজ উদয়াচলে রক্তিমবর্ণ হইয়া জীব জন্তুদিগের দৃষ্টিগোচর হইলেন। সাজেহানের সৈন্য সামন্ত অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা সুসজ্জীভূত হইয়া মার মার শব্দ পূর্ব্বক লোদিখাঁর আশ্রয় স্থান পর্ব্বত আক্রমণ করিল। কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। বীরবর অস্ত্রবলে তাহাদিগের সকলকেই সেস্থান হইতে দূরীভূত করিয়া দিলেন। জাহানিরা অশ্বারূঢ় হইয়া পিতার সঙ্গে সঙ্গে বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, বাদসাহের কত সৈন্য ঐ কামিনীর হস্তে নষ্ট হইল তাহার ইয়ত্তা করা দুষ্কর। তথাপি রাজপক্ষীয় সেনাপতিরা ভীত হইলেন না, দ্বিতীয়বার ঘোরতর বিক্রম প্রকাশ করিয়া একেবারে ঐ পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিলেন। লোদিখাঁ পূর্ব্ববৎ তাহাদিগকে বাধা দিয়া তাহাদিগের বহুসঙ্খ্যক সৈন্য

নিপাত করিলেন। তিনি যত বার বাধা দেন, তাহারা ততবার আক্রমণ করে।

এইরূপ করিতে করিতে লোদিখাঁর অত্যল্প সঙ্খ্যাক অনুগামী লোকদিগের মধ্যে অনেকেই নিহত হইল। তাহাতে ঐ বীর পুরুষ খন্দেশেশ্বর বড়ই কাতর হইলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি, যে কএক জন জীবিত ছিল, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া পর্ব্বত পরিত্যাগ করিলেন। উহার সন্নিহিত স্থানে এক প্রশস্ত প্রান্তর ছিল, ঐ প্রান্তরে উপনীত হইয়া হতভাগ্য আমীর শত্রুদিগের আগমনপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রণস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন ইহা তাঁহার নিতান্ত বাসনা, এজন্য তথাহইতে পলায়ন করিয়া স্থানান্তর গমনে তিনি কিছু মাত্র উদ্যোগ করিলেন না, আপন মনোভীষ্ট যাহাতে সিদ্ধ হয়, তাহারই চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। এইরূপে বিক্রমশালী মহাপুরুষ আপন মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমত সময়ে বাদসাহ মহাশয়ের অপরিসীম সৈন্য তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে হুঙ্কার শব্দ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল। তাহাদিগকে দর্শন করিয়া তিনি কিছুমাত্র শঙ্কিত হইলেন না, বরং সমরানলে প্রাণাহুতি দিবার জন্য অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

তৎকালে লোদি খাঁ মহাশয়ের সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাত্রিংশৎ সাহসী অনুগামী ছিল। তন্মধ্যে জাহানিরা এবং হস্মিন্‌কে তিনি প্রথমতঃ সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎসগণ! আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত, তোমরা আমার সঙ্গে থাকিয়া কেন লোদিবংশ সমূলে ধ্বংস

করিবে, এইবেলা নির্বিঘ্নে পলায়ন করিয়া আপনাদিগের জীবন রক্ষা কর। অনন্তর অন্যান্য সহচরদিগকে তিনি ঐরূপ বাক্যে বলিতে লাগিলেন, ভ্রাতৃগণ! তোমরা এত দিন আমার সহিত অনুরক্তি প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ করাতে যে পর্য্যন্ত দুঃখভোগ করিয়াছ, তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা সুকঠিন। অধিক কি! লোকের পরমাত্মীয় বন্ধুতেও এতাদৃশ কষ্ট সহে না। আহা! আমার জন্যে তোমাদিগের মধ্যে অনেকেই ঐহিক সুখ জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়াছে। তোমরা যে কয় জন জীবিত আছ এক্ষণে পলায়ন কর, আমি রণস্থলে প্রাণ ত্যজিয়া প্রতিজ্ঞা সাধন করি।

আপনাদিগের অধ্যক্ষ মহাশয়ের মুখে এই স্নেহসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া, জাহানিরা, হস্মিন এবং অন্যান্য অনুগামী লোক অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিল, কেহই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে চাহিল না। সকলেই একবাক্য হইয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল, প্রেমাস্পদ অধিপতির সঙ্গে২ আমরা শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া, অস্ত্রহস্তে রণস্থলে প্রাণ সমর্পণ করিব। লোদি খাঁ বলিলেন, "একান্তই যদি তোমরা আমাকে না ছাড়িতে চাহ, তবে তোমাদের যেরূপ ইচ্ছা তাহাই কর। এক্ষণে আমার যে বক্তব্য ছিল, তাহা আমি বলিলাম। যাহাহউক তোমাদিগের বিশেষানুরক্তি এবং সদ্ব্যবহারে আমি বড়ই আপ্যায়িত হইলাম। শত্রুবর্গ অনায়াসে আমায় পরাভব করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবে না। দুঃসাহসী লোকেরা যে মরণকে মরণ জ্ঞান করে না এবং কত দূর পর্য্যন্ত

তাহাদিগের শৌর্য্য বীর্য্য, ইহা তাঁহাদের উপলব্ধি হইবে।

অনন্তর সাজেহানের সৈন্যবর্গ এক শত হস্ত দূর হইতে লোদি খাঁ মহাশয়ের অনুরক্ত লোকদিগের প্রতি গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা একেবারে সহস্র বন্দুকে অগ্নি সংযোগ করাতে বারুদের ধূমে সমস্ত রণভূমি অন্ধকারময় হইল। বীরবরের অনুগামীদিগের মধ্যে অনেকেই প্রাণে নিহত হইলেন। কিয়ৎকাল বিলম্বে বন্দুকের ধূম বিলুপ্ত হইয়া গেলে, জাহানিরা অশ্বারূঢ়া হইয়া হস্তস্থিত শরাসনে শর সন্ধান করিলেন। বাদসাহ মহাশয়ের যে সেনাপতি মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দ পূর্ব্বক বন্দুকধারী সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিতেছিল, তিনি তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া আপনার অব্যর্থ তীর নিক্ষেপ করিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ রাজতনয়ার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। ঐ ব্যক্তির স্কন্ধদেশে গণ্ডারের চর্ম্ম নির্ম্মিত এক খান প্রকাণ্ড ঢাল ছিল, তীরের ফলাটা তদুপরি পড়াতে তাহার অঙ্গে প্রবিষ্ট হইল না, গণ্ডার চর্ম্মের অভেদ্য গুণহেতু তাহা নিষ্ফল হইয়া ভূমিতলে পড়িল।

প্রথম তীর ব্যর্থ হইল দেখিয়া, জাহানিরা দ্বিতীয় বার শর যোজনার অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, এমত সময়ে শত্রুপক্ষীয় এক জন সিপাহী বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার বক্ষঃস্থলে এক গুলি বিদ্ধ করিল। হা! হতাস্মি, এই শব্দ করিয়া রাজতনয়া অশ্ব হইতে ভূমিতলে পড়িলেন। ধারাবাহিক রুধির তাঁহার ক্ষতস্থান হইতে নির্গত হইল। তদ্দর্শনে যুবরাজ মুরাদ অতীব

ব্যগ্রচিত্ত হইয়া, "হা প্রেয়সি! হা প্রেয়সি! কি হইল, কি হইল" এইরূপ খেদ করিতে লাগিলেন। আর দৌড়া দৌড়ি গমন করিয়া তাঁহাকে উঠাইবার উদ্যোগ করিলেন। লজ্জা এবং মানের ভয় দূরীভূত হইল, রাজপুত্র তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার মলিন বদন এবং অশ্রুপূর্ণ নয়ন দর্শন করত কতই হাহাকার শব্দ করিতে লাগিলেন। তখন পর্য্যন্ত জাহানিরার প্রাণত্যাগ হয় নাই, তিনি এক দৃষ্টে মুরাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন। কামিনীর ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়াছে, তথাপি মুরাদের প্রতি তাঁহার প্রেমভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল না। তিনি যুবরাজের স্কন্ধোপরি নিজ মস্তক স্থাপন করিয়া বাহুলতা দ্বারা তাঁহার গলদেশ জড়িয়া ধরিলেন। বিরহী রাজসুত প্রাণপণ যত্নে প্রেয়সীর শুশ্রূষা করিতে ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু সকল সেবাই বৃথা হইল, মুরাদের বদনারবিন্দ অবলোকন করিতে২ জাহানিরা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

লোদি খাঁ স্বচক্ষে নিজ দুহিতার প্রাণ বিনাশ দেখিয়াও কিছুমাত্র শোক করিলেন না। বরং কামিনী হইয়া কন্যা, গণ্য মান্য বীরের ন্যায় সংগ্রাম করিয়া মরিয়াছেন, এজন্য আপনাকে সাতিশয় ভাগ্যবান্ জ্ঞান করিলেন। অগ্রে আপনি মরিলে পাছে জাহানিরা দুরন্ত শত্রুদিগের দ্বারা আবদ্ধা হন, এই ভাবনা তাঁহার অন্তঃকরণে বড়ই হইয়াছিল। এক্ষণে তাঁহার সে উৎকণ্ঠা বিমোচন হইল, তিনি নিজ সমক্ষে যুবতী কন্যাকে নিহত হইতে দেখিয়া অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করি-

লেন। অনন্তর বীরবর নিজ অনুগামী লোক সকলকে অনুজ্ঞা করিলেন, বন্ধুগণ! বিলম্বে আর আবশ্যক নাই, প্রাণতুল্যা জাহানিরার ন্যায় তোমরা সমরানলে প্রাণা-হুতি দিয়া নিজ নিজ কীর্ত্তি ধরণীতলে চিরস্তন স্থাপিত কর। অধ্যক্ষের আজ্ঞায় দুঃসাহসী মহাপুরুষেরা শত্রু-দিগের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া ভয়ঙ্কর কাটা কাটি করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগের দর্প এবং হুঙ্কার শব্দ দ্বারা মেদিনী কম্পমানা হইতে লাগিল। সাজেহানের কত সেনা যে প্রাণে নিহত হইল, তাহার ইয়ত্তা করা দুষ্কর।

যুবরাজ মুরাদ ইহা দেখিয়া উত্তম এক দল অশ্বারূঢ় সৈন্য লইয়া ঘোরতর বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রাণাধিকা রাজতনয়ার মৃত্যু দ্বারা তিনি একেবারে জগতের প্রতি স্নেহশূন্য হইয়াছি-লেন, স্বীয় জীবনের উপরেও তাঁহার বড় একটা অনু-রাগ ছিল না, এজন্য মরণের ভয় না করিয়া তিনি শত্রুদিগের মধ্যে আগমন করত বীরপুরুষ হস্মিনের উপরে এক সাঙ্ঘাতিক আঘাত করিলেন। হস্মিন যাতনা হেতু ক্ষণমাত্র আর স্থির ভাবে দাঁড়াইতে পারিলেন না, একেবারে মস্তকাবনত করিয়া ভূমিতলে পড়িলেন। মুহূর্ত্তেকের মধ্যে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল। জাহানিরার মৃত্যুতে যুবরাজ মুরাদ এত খিদ্য-মান হইয়া ছিলেন, যে, তাঁহার সহোদরকে স্বহস্তে ধ্বংস করিলেন, তথাপি কিছুমাত্র অনুতাপ প্রকাশ করিলেন না। রাজকন্যাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু

তাঁহার ভ্রাতাকে হস্ত ধারণ করিয়া ভূমিতল হইতে উঠাইলেন না। প্রেয়সী-বিরহে হতাশ হইয়া তিনি যদ্দ্বারা লোদিবংশের সমূলে উচ্ছেদ হয়, তাহারই সম্পূর্ণ যত্ন করিলেন।

লোদিখাঁর সহচরেরা পূর্ব্বাবধি রণভূমিতে প্রাণ ত্যাগ করণে স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল, একারণ হুস্মি-নের মৃত্যুকে তাহারা মৃত্যু বোধ করিল না। শোক ভয় অতিক্রম করিয়া শত্রুপক্ষ কিসে নিপাতিত হইবে, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদের অস্ত্র দ্বারা রাজপক্ষীয় কত আমীরের মাথা রণস্থলে গড়াগড়ি গেল, কে তাহার সঙ্খ্যা করিতে পারে ?। লোদিখাঁ স্বহস্তে ছয় জন সেনাপতিকে ভূমিতলশায়ী করি-লেন। তদ্দর্শনে যুবরাজ মুরাদ এবং অন্যান্য রাজ-পুরুষেরা সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। খন্দেশাধীশ এবং তাঁহার চতুর্ব্বিংশতি অনুগামীদিগের ভয়ে সাজেহানের প্রায় ষষ্টি সহস্র সৈন্য একেবারে কম্পা-ন্বিতকলেবর হইল। কিন্তু হইলে কি হয়, সমুদ্র-তরঙ্গের নিকট বুদবুদ যেরূপ ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিতে পারে না, বাদসাহের অসীম সৈন্যদলের সহিত সংগ্রাম করা লোদিখাঁর পক্ষে সেইরূপ হইল। তিনি এবং তাঁহার অল্পসঙ্খ্যক অনুগামী কতক্ষণ যুদ্ধ করিবেন। শত্রুপক্ষীয় একজন সিপাহী হঠাৎ পার্শ্বদেশ হইতে আসিয়া খন্দেশাধিপের দক্ষিণ স্কন্ধে এক নিদারুণ তরবারি আঘাত করিল। অচিন্তনীয় অস্ত্র প্রহারে লোদিখাঁ বিস্ময়াপন্ন হইয়া আপনার হস্ত স্থিত তর-বারি খানি ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। যাতনায় চতু-

র্দিক তাঁহার অন্ধকারময় বোধ হইল। শত্রুপক্ষীয় লোকেরা তাঁহাকে অস্ত্র ত্যজিতে দেখিয়া একেবারে সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার চতুঃসীমা আবদ্ধ করিল। পরে বর্শা দ্বারা তাঁহার শরীরকে ক্ষত বিক্ষত করাতে ঐ মহা-পুরুষ বীরবর প্রাণে নিহত হইলেন। মৃত্যুকালে লোদিখাঁ মহাশয় সস্মিত বদনে স্বর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিয়া ছিলেন হে পরমাত্মন্! শত্রুপক্ষীয় লোকদিগের শরণাপন্ন না হইয়া সমরানলে যে আমার সমস্ত পরিবার প্রাণাহুতি দিল, এজন্য তোমার নাম ধন্য হউক। হে পিতঃ কায়মনোবাক্যে যে সকল পাপ করিয়া আমি তোমার নিকটে হীনাপ-রাধী হইয়াছি, সেই সকল পাপ মার্জ্জনা করিয়া আ-মার অনন্ত স্বর্গসুখের অধিকার প্রদান কর।

অনন্তর লোদিখাঁ মহাশয়ের যে কএক জন বন্ধুবর্গ প্রাণে জীবিত ছিলেন, তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া একে একে সকলেই রণস্থলে নিপতিত হইলেন। খন্দেশাধীশের এক জন সৈন্যও সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করে নাই। তাহারা সকলে নিজ নিজ প্রতিজ্ঞা সাধন করিয়া ধরণীমণ্ডলে অনন্তকীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিল। আহা, ঐ অভাগাদিগের মধ্যে এমন একজনও জীবিত রহিল না, যে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া এই দুর্ঘটনার বৃত্তান্ত প্রকাশ করে। এইরূপে সাজেহান অপরিসীম দুঃখ এবং ক্ষতি সহ্য করিয়া লোদিখাঁকে রাজবিদ্রোহের প্রতিফল দিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন।

পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করুন, লোদিখাঁ কেমন

সাহস ও কেমন বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি সপরিবারে সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, তথাপি পরের অধীনতা স্বীকার করিলেন না। অধীনতা যে কেমন কষ্টদায়ক পদার্থ তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি বীরপুরুষ, ইহা তাঁহার পক্ষে বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে। কিন্তু যুবতী জাহানিরা কি অদ্ভুত ক্ষমতা, কি চমৎকার বীরতা, কি আশ্চর্য্য সাহস ও কি অলৌকিক জিতেন্দ্রিয়তা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি অবলা বালা স্ত্রী হইয়া যে এরূপ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, ইহাতে এক্ষণে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হওয়াও দুর্ঘট। তাঁহার রাজরাণী হইয়া সর্ব্বপ্রাধান্য রূপে কাল যাপন করিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল, এবং তিনি রাজপুত্র মুরাদের সহধর্ম্মিণী হইলে তাঁহার পিতারও প্রাণরক্ষা হইত, তথাপি তাঁহার কেমন আশ্চর্য্য পিতৃভক্তি, কোনমতেই পিতার মতের বিপরীতাচরণ করিলেন না। ফলতঃ জাহানিরা কেবল মানুষী হইয়া এই জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু তাঁহার সকল কর্ম্ম অমানুষ ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। ইতি।

সমাপ্ত।